

মাসিক রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

## শয়তানের খাঁটি

বৃন্দারী এক গন্যহীন দানব এতদ্রুপে অসিদ্ধে এল অস্তিত্ব  
এক কৈদ নিয়া। রানাকে অনুরোধ করার সে  
তেমো ব্যস্ততার সাথে তার ঘোড়ার চি সম্পর্ক বুঝে  
বের করতে। অকস্মিক পড়ে রানা নব্বা বলাভে এ সময়  
কিছু ইচ্ছাময় এক টেনিফোন। একে আউকান, আরি আউক  
কেনো যত্নে বেরিয়ে এল জাত খোঁজুর।

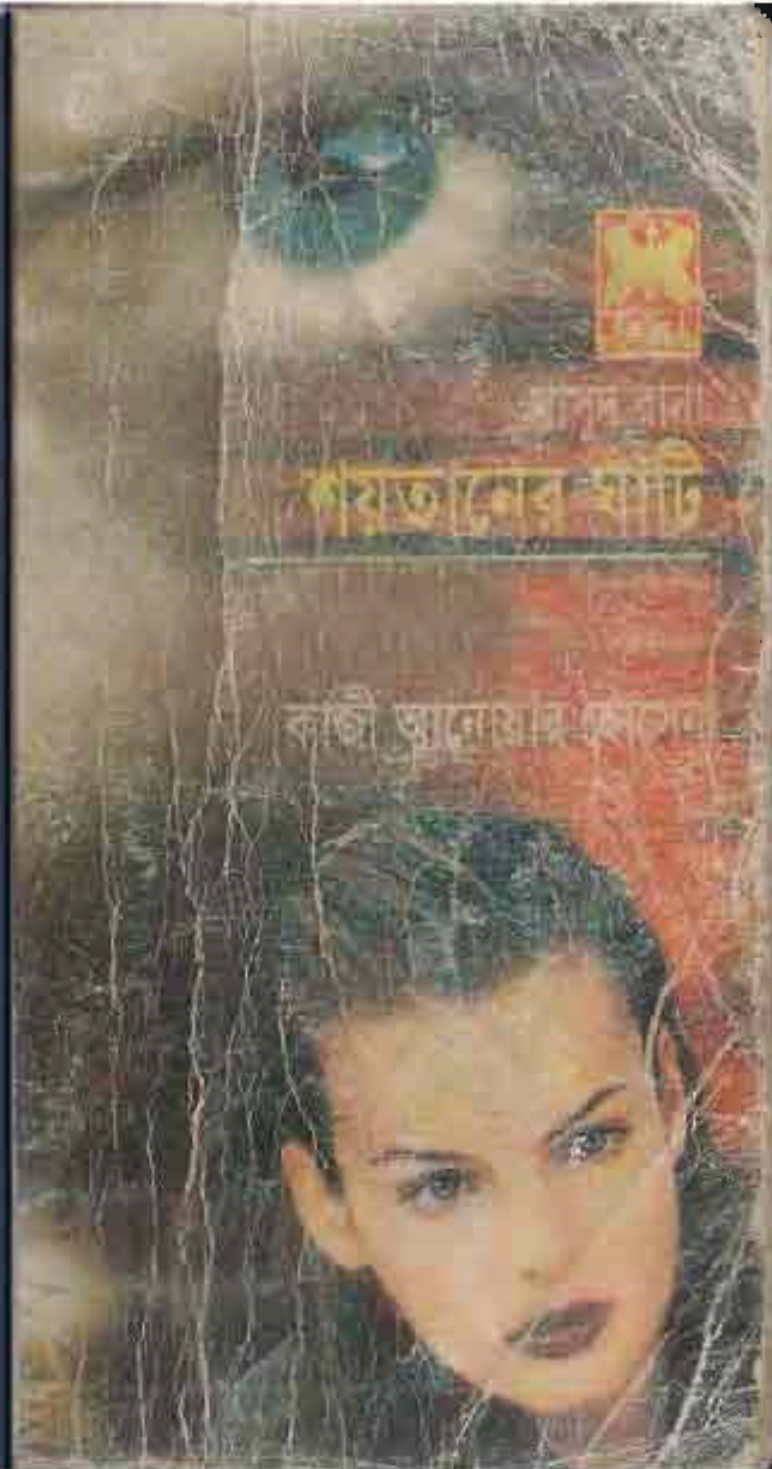


সেবা বই  
প্রিয় বই  
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ১৪/৪ সেতুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০  
ফোন: ৩১/১২ বাণেশ্বর, ঢাকা ১১০৬  
ফোন: ৫৮/২৮ বাণেশ্বর, ঢাকা ১১০৬

[www.murichona.com](http://www.murichona.com)

# SHOITANER GHATI







মানুদ হানা সিরিজের সমস্ত বই

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি যিনি প্রথম দিচ্ছেন, তাঁকে কেউ না পেয়ে, কোনভাবে কপি/স্ক্যান/ফটো করা, এবং প্রত্যাশিতমূল্যে বিক্রি অনুমতি দেওয়া হয়। অন্য কোন ভাবে অন্য বা তৃতীয়দল করা নিষিদ্ধ।

শয়তানের ঘাঁটি

ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ : ୨୦୦୯

এক

"ভালুম ভবিষ্যৎ যখন চলে আসবে তখন কলকাতা, ঢাকা আরও দুটি বামিনে  
যায়। আলাদিকৃত হারি শব্দ মনে।"

\*१०३मा व्यासः। आनन्देण कावेरि नाम्ने

Figure 1

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

কি যে, ইউনুস, তোমার কি ব্যবস্থা? মুক্তি হলে কল্যাণ। তোমার দুটি

पुति लोडन वाउड टुडु/कुनाकुन टुडुन कान ३००००

দেশে আমাদের কাছেই সবাই দুটি কাটাখণ্ডে ঘাট, কলসী বানা। 'আমি  
এখানে বলে বসে থাকি' ভাবি। প্রজন্ম পরিচয় করেছে রান্না-একদম কমেটোর  
মত প্রায় একই রকম। সবাইই পাঁচটা দুটি জামে গেছে একতামা। এনারা এখানে  
জালাত উদ্দেশ্যে গাই এনেছে একখোঁচা বিলিফ সেরা।

‘‘ହା, କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଠିନି, ମୁଁ କରେ ବଞ୍ଚିବା ହାୟ । କି, ତୁମ୍ଭେ ପୁଣିକି କାହାର ବଢ଼ି  
କରି କହୁଛନ୍ତି କାହାର ନା । କାହାର ନା, ତୁମ୍ଭେ ହାତେ ଥାନ୍ତି ନା କି ନାହିଁ ।’’

‘‘શાંતિ દળદળ દડાગાનું ચક્રિ ચાનાદને દર, શામલ છાઉં’’

বড় মানবকৃষ্ণ গুপ্ত। মুখে জন্মের জোশান না জানার। বিজ্ঞের মতন কেবল  
মাথা নাড়তে পারেন :-।

आपकी सहायता के लिए धन्यवाद

৪. 'এই যে, মাসুল ভাই, কৃষ্ণকর্ণের মতন না ঘুমিয়ে তাঁর পড়ে,' কবির থেকে এসে  
জৈন্যের নামে নাড়িয়েছে বিয়া মার্টিন। 'মাসুল এসেছে'।

ওড়িয়ে উঠল স্কান। 'বাটা'কে সঙ্গে নেভে বসে। বলে ন'ও আমতা বাকস।  
হুজিরে ফেলেরি। আসরে না আসতেই কাজ, উক—' কয়েকটা ফাইল নেড়েচেড়ে  
একপাশে সরিয়ে দেবে, ভেতরে গুপ্তস'প।' বলে সব চোখটা বজায়ে ও।

‘মাসুল কাই, তুমি কি কল্ল উলমাসিকি কল্লতে এলোহ নাকি ঘূমাতে?’ অলমিক  
কল্লে রিয়া দাবজানি মিল।

‘সেইসে, এসব অগম্যমানক প্রশ্ন তুলতে না বলে নিষিদ্ধ,’ একটি চোপ উল্লে  
 নিষিদ্ধ। তবে অনেক প্রথা, রীতিনীতি ও নিয়ম চোপের আওতা-বহির্ভূত হওয়া  
 চোপের মানুষ জানা-অজানা সময়ে বাবা-মায়ের মতই শাসনশৈলীতে কঠোর নিয়  
 মাদেশক হওয়া। এখানে এসে দেখানো একটি কিতাবের মধ্যে তা না সম্ভব।



নিরে—যেন ওর সঙ্গে শয়তান করতেই—লোক এসে হাজির। কেন রে বাপু, দুনিয়ার আর কি কোন গোয়েন্দা সহজ পাননি তোরা।

‘ওরা সীক’ কথন আঁঠি খুলে রিয়ার কাছে। ‘এক মুঠিমতী শৌক অপেক্ষা করছে আমার ঘরে।’ মনে মনে হলো বুক ভরা দুঃখ ভাগ্যচাপি করতে এসেছে তোমার সঙ্গে।

এক ঘোষ মেমল আঁধার রানা। ‘হয়তো কোন অরক্যনেকের জন্যে চান্দা-ফান্দা চাইবে।’

ডেকের কিনারে শীতেরে ভর চাপাল রিয়া। ‘তার চেয়ে আমি বরং একেপার প্রেটিটা খুলে ফেলিগে বাব।’

‘দাঁড়াও, দাঁড়াও,’ হঠাক করে এবার সিঁধে হলো রানা। ‘চক্কাটী কি আমার চেয়েও দুঃখী।’

হাসি চেপে লম্বা খাঁকিয়ে সার জ্ঞানান রিয়া। ‘খুব নিগদের মধ্যে আছে বলে মনে হলো হাসান চাই।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। মাও, নিরে এসো।’ মনে মনে গজগজ করেছে রানা। মাউকেল থাকলে এসব খুঁট-খামো সে-ই সামলাত। কিন্তু রানা আসলে বলে সে খাটি আগেরায়েই লিখা খুঁটি কাটাতে চলে গেছে।

সরাসা মেলে ধরল রিয়া। ‘আসুন, প্রীজ,’ আয়তন জানান।

‘সদ্যবান,’ বলল একটি কক্কর, এবং ঘরে প্রবেশ করল এক খুঁড়ী। বিয়ারে দীর্ঘ লতিয়ে পাশ কাটিয়ে এল মীলনচনা, রানার নিকে মুঠিমিবক ভাং, আরো জানে কি যেন এক বহুসের ছাড়া।

গজগজতার চাইতে সামান্য লম্বা মেয়েটি, একহাকা গজনের। ‘পা’ খাঁকি লক, হাত ও গায়ের পাখা লক, এক দেহকার্যমো বেবের মতন ছিপছিপে। মাননসই ছোট্ট ছাটটার নিচে শুটিয়ে রয়েছে কোঁকড়া কালো চুল। খাটো টু-পীস কস্টিউম পরে এসেছে খুঁড়ী, মুখের চেহারাও তাকমের ও শব্দ। ভীতের ঘাপ।

রিয়া মেয়েটির উদ্দেশে সাহসে ছোঁচালো মুঠিক হাতি নিয়ে বেরিয়ে গেল, দরজাটা ভেঙিয়ে দিয়েছে নিঃশব্দে।

ডেক থেকে পা মানিয়ে উঠে নাড়াল রানা। ‘কুন,’ বলল, ‘কুন আপনাত জনো আনি কি করতে পারি।’ ডেকের পাশে মাথা আঁচেরায়টার নিকে হাত লেখাল ও।

মাথা নাড়ল মেয়েটি। ‘আমি দাঁড়িয়েই থাকি বরং,’ এক নিঃশ্বাসে বলল কল্যাণলো। ‘বেশিকল হয়তো এখানে থাকতে পারব না।’

বসে পড়ল রানা আবার। ‘আপনার যেমন ইচ্ছে,’ বলল ওকে সহজ করার জন্যে।

খাঁকি একটি মিনিট পরে রানা নিকে একমুঠি ঢেঁড়ি ভরসে গেল। ‘আপনার কন, ‘কুন’ই না।’ কুনকে পাবনি অনেক ছাড়া সময় আছে আপনাত, আর তাছাড়া আপনাকে খুব খুঁড়ী উল্লেখ।

রানা লক বলল মেয়েটি থেকে প্রায় কখনো না, তার পাশে, এমন কিছুকি রানা

শয়তানের খাতি

যেটা লম্বারের লম্বা অজ্ঞাত। ‘কোনো মতোনে অমস্তির ছোঁয়া, শরীফটা কাঠ করে ছেঁবে,’ মনে মনের গজগজই মজ্জার উদ্দেশে লাক নিতে পারে।

আবিরণে মাথা নাড়ল কক্কী। ‘আপনার আমার বোনটাকে খুঁড়ি দিন। আমি জানি আপনারা পারবেন,’ গজগজ করে হঠাক করে ফেলল। ‘বোনকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত।’ তার টোকা লগায়ে পড়ল আপনালো খাঁ কত।

হাতে ধরা অস্ত্র লোম্বাটীর নিকে খাঁকি মুঠিতে চাইল রানা। ‘কী নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।’ আরো আশ্রয় করে কুন, খুলে খুলে খোঁটা খাপরাটা, কল ও। ‘আপনি কে কই নিয়ে শুরু করল না হয়।’

কুনকে শব্দে কোঁক উঠল উল্লেখলটা রানার কনুইয়ের কাছে। মেয়েটার ওপর এর ওকাল হলো দেখার মত। ‘ফেনটীর কাছ থেকে লক দু’খা লিখিয়ে গেল হু, মেঘ জল ওর বিচ্ছিন্নিত ঘোষ।

রানা হাসল ওর নিকে চেয়ে। ‘মাঝে মাঝে আমারও এমন হয়,’ নুখ ঘরে কল রিসিভারটা টেনে নিল নিজেই নিকে। ‘চুমের মধ্যে কোঁক উঠলে তো কথাই নেই,’ মনে মনে শাটটা পাল চুমকে উঠল শিঁকের কাছে।

দরজার কাছে আঙঠি ভসিটে দাঁড়িয়ে খুঁড়ী, লক করছে রানাকে।

‘এক মিনিট,’ বলে রিসিভার কানে ঠেকাল রানা। ‘হ্যালো?’ বলল ও।

ওপাশে কক্কর মজমজ হলো ক’মুঠি। ‘তবিরপা শোনা গেল একটি তরল পুথি কট,’ ‘বানা?’

‘কক্ক?’

‘এমন থেকে যে কোম মুঠেই, রানা, এক মেয়ে যাবে তোমার সঙ্গে মেল করতে। আমি না আসা পর্যন্ত ওকে তোমার একটি খরে রাখতে হবে।’ এখুনি বেরোয়ি আমি। কুনকে পেয়েছে।’

মেয়েটির নিকে মুঠিফেল করল রানা, আশ্রয় করতে চাইল মুন হেসে। ‘না, কুনলাম না,’ বলল উল্লেখলো।

‘আম্বা,’ ঠিক আছে, এমন সব এটুকু জেনে রাখা। তোমার কাছে এক মেয়ে আসবে তাই হারানো বোনের গল্পা নিয়ে। ককে যেতে নিয়ো না। মেয়েটার মাথা খারাপ, কাল আসাইলাম থেকে পালিয়েছে। আমি জানি ও তোমানের অকিনে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে জাভানিকভাবে গজ-গজব বললেই চলবে, ছেড়ে নিয়ো না প্রীজ। আর ও যেন কিছু টের না পায়, কোমন?’

‘কে তুমি?’ প্রশ্ন গজ উঠল রানা।

তারে কক্কর মজমজ হলো আরও খানিকক্ষন। ‘সব কল, আগে এসে নিই।’ এখুনি হলো হকি আমি। কথা লিখি, কক্কর করলে ঠকলে না। তোমার এজলী কল কল নাও মজতে পারব।’

‘লোকলো অকিনে খুঁড়ি জাভান?’ কক্কর মজমজ করল রানা। ‘কক্কর, কক্কর তুমি।’

‘আমি লম্বা তুমি কল তো।’ এক কল মেয়েটি। ‘যে ওরো বাগ মা মেই সে হাটটা অকিনে কলুইয়ে খাঁকিটিকে ওলোলা কল।

‘ওয়ে রিসিভার নাময়ে রাখল রানা। ‘হ্যাঁ স্কট মাথা নাড়ল।

আজ্ঞার খাতি



নু সুদূরতর জানে চোখ বুজল মেয়েটি, ভয়ানক চোখের শাঠ্য নুটিয়ে ফুল ফেল  
 ভল পুতুল হঠাৎ উঠে নুতলে মেয়েকে খেলে ভেমনিকানে। মরিয়ায় হতল জল  
 ও, 'লোকটির কথা অবিশ্বাস করা মুশকিল।' বলে ব্যাগটি তুলে নিল চোখের  
 ওপর, হাতল ফুল তারপর তুলিত হাতে কোটিটি ফুল ফেলল। ফুলবৎ বসে বইল  
 রানা, চিনিফোনে হাত, লল করছে ঘুঘুটিতে। নু সুদূরতর জানে, কীল্য কীল্য  
 হাতে শাঠ্য ব্যাগটির বোতাম খুলতে শুরু করল মেয়েটি।

হাতকে উঠল রানা। 'আর, তুলে কি, নুতল কি,' বলে উঠল অস্বস্তির  
 সঙ্গে। 'কেন এসেছেন সে কথা বলুন, এসে কি—'

আবাত্ত ফৌলটির শব্দ করে রানার নিকট শিঙ ফেরাল ঘুঘুটি। নু হাত নিয়ে  
 তুলে সেলয়ে রাউজ। কলিবেলে চলে গেছে রানার হাত। এই মেয়ে পাগল না  
 হয়েছে আর না, কে জানে বাবা কল আবার লাফানোর অভিযোগ করে বসে।  
 পরমুহুর্তে অশুভ কল থেকে আত্মা সরে ফেল রানার, আত্মই হয়ে গেছে ন।  
 ঘুঘুটির কথা প্রথম নির্ভাবনের চিত্র—দলপথে মিলেছে কারসিটি। কোন কোনটির  
 আবার হাতের হাশ পাই ফুটে রয়েছে। রাউজটা এবার পড়ে নিল মেয়েটি,  
 বোতাম এটে কোটি চাপান গড়ে। ঘুটে মাটিয়ে রানার মুখমুখি হলো এ  
 সমসাময়ের মধ্যে বিস্ময়িততম দৃষ্টি নিয়ে।

'জানি যে কিলে আমি এবার বিশ্বাস হলো?' প্রশ্ন করল।

মাথা ঝিকাল রানা। 'এলবের কোন লরকার ছিল না,' বলল। 'মুকের কথাই  
 যথেষ্ট। আপনি আমার কাছে এসেছেন সত্যযোর জানে, আমার কাজ সমসাময়ের  
 চেষ্টা করা। আপনায় ভয় পাওয়ার তো কোন কারণ নেই।'

হাত মাটিয়ে মেয়েটি, বকবক নীতে অত্যাচার করছে নিচের ব্রোজকে।  
 এবার ব্যাগটি তুলে এবার বাত বাবা একতাতা নোট মের বকল। বাকী শুধু  
 ডেকে। 'আগাম হিসেবে এতে চলবে?' জিজ্ঞেস করল।

বাতিলটা তরুণি নিয়ে স্পর্শ করল রানা। না তরুণী আশঙ্কিত পল্ল অস্ত  
 পাচ হাজার ভলার হয়েছে ওতে। হটি করে উঠে পড়ল ও, বাতিলটি তুলে নিয়ে  
 বাতিলে নিল মেয়েটির নিকট। 'কেনের মাথামুড়ি কিছুই জানি না টাফা কিলে  
 রাগুন এটা।' তারপর ওকে কোন কথা বলতে না নিয়ে নরক পেরিয়ে আউটির  
 অফিসে চলে এল।

রিয়া বসে ছিল অশ্লিষ্টতারে, হাতছোড়া বকবক ও, হটকি মাকের  
 মৌতুল।

রানা বলল, 'এই মেয়েটাকে শিখারি সিটি ছোটলে নিয়ে যাও।' একটা  
 ক্রম তুলিয়ে নিয়ে নরক বক করে অনেক অনেক বোমো। ওর স্পর্শকে হটটা নরক  
 জানার চেষ্টা কোরো। ওকে বোমো আমি ব্যাপারটা দেখে, চিত্র করতে নিষেধ  
 করলে। নাকলনেকস ফুসায়। নাকলি বিপদে আছে, কোন কোনকর মর একটা  
 অস্বী বসলে কটি বোমো কল্য শূন্য।

অস্বিসের নিকট পা বাড়ায়ে বাক হনকর স্পর্শ না তুলে নিয়ে ভল করে  
 নিচের করে রিয়া। 'সত্যিকি আপনকর?' প্রশ্ন করল। 'কেনের মুখে।'

শরঙ্গের মুখক মেয়েটির হাত। 'আবার কোন থেকে অন্য কোথাও নিয়ে

জলুন, কল্য সে।

ঘুঘুটির হাতে হাত রাখল রানা। 'আমার লেজেরটি আপনাকে নিয়ে  
 এগুনি কোরবে। সে লেজেরটি কলবে আপনায়, আপনায় প্রতি আত্মী এক  
 লোক যে কোন মুহুর্তে এখানে এসে হাজির হবে, আমি তাকে সমসাময়, তথের  
 কিছু নেই। কিন্তু আপনায় লমজি কি?'

'মেরী বটম,' বলল 'মেরী।' নাকলি হাত 'মেরী' বকবকিয়ে বসে ফেল;  
 'কোমার মাথ আমি।'

রিয়া এল এ হাত প্রাক্তন টানতে টানতে, নরক কল রানা। 'মিলি রিয়ার সামনে  
 হান,' বলল। 'শেষে নিককার ব্যাগটি নিয়ে থাকেন। চিত্রার কিছু নেই। আর কল  
 পাবেন না।'

জাক হানি উপহার নিল মেরী বটম রানার উদ্দেশে। 'অগুিস আপনামের  
 কাছে এসেছিলাম। সেপালনই চো, কী ভয়ানক বিপদে পড়েছি। আমার  
 কোনকর একই অবস্থা। আমি জানি মুখি এককল সেল্যেটিক বাতালী বনা  
 একেলী চালায়। সেল্যেটিক আসা আমার। আপনায় আমানের নুতরানকে বটম,  
 রীজ। তেরো বাতালীর সাথে আমার বোনের কিলের স্পর্শক বোমো জানেন।'

চলবে উঠল রানা। 'একই প্রতিক্রিয়া রিয়ারও হলো। তেরো বাতালী। পত  
 কিছুমিলি থেবেই বাতালীনের বকর প্রায় আসছে কাগজে। আমেরিকার বিভিন্ন প্রাণে  
 থরা পড়ছে বাবা ভ্রাপস বিজি করতে গিয়ে। এমন কেহো যা হয়, থরা পড়ে না  
 নাজি ওলনা, কিন্তু তুলেপুটিসের প্রায় বার। রিয়ার সঙ্গে এ প্রাণে গত ক'মিল  
 অনেক আলোচনা হয়েছে রানার।

'হয়তো উনি বাতালীনের পছন্দ করেন,' আকর্ষ হেসে বলল রানা।  
 'অনেকেরই করে কিনা তাই কল্যন আরকি। যাকপে, টেক ইট ইজি, রাতে দেখা  
 করছি আমি।'

প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, ওরা এলিভেটরের উদ্দেশে চলে যাচ্ছে লক  
 করল। বাতালী লক করে চোখের আভাল হতে মল্লর পায়ে অফিসে ফিরে এল ও।  
 নরকটি পেছনে আনত্যা করে লাগিয়ে ডেকের কাছে এল। নরকের ওপরের  
 ক্রায়টি খুলল ও, তুলে নিল একটা, ৩৮ পুন্সি স্পেশাল। নলান চিত্রা ছুট  
 পাকালে ওর মাথায়। কোটির তেজর রিভলভারটি চালান করে, আলমারির পাশে  
 জড় করে রাখা গত ক'লিনের কাগজ তুলে এনে ছেঁকে বসল।

কাগজগুলো খুঁটিয়েই বনা পেয়ে ফেল ছোট বক নিউজটি। 'মর্নি সৌর'-  
 এর শেষ পৃষ্ঠায় গত পাত হাশা হতেছে ওটা। লিখেছে, বদলন নামে এক  
 বাংলাদেশী যুবক কী ওয়েবস্টে বেসাইনী ভ্রাপস বিজি করতে গিয়ে পুলিশের  
 চ্যালেকের সন্ধানীয় হয় এক পাল্লতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মিত হয়। কল  
 হয়েছে, বাকবকি বিজি পরবে এই অফিসে থাকার শির হতেছে কল্যেটিকের  
 থান। অলপ মারিট নিয়ে বাংলাদেশী। মিলেগটে কল্যে, এরা কোন বাতালবোমো  
 বক সে প্রতিক্রিয়া লক হাতে চালান কল্যে নেই। প্রতিক্রিয়া লক হাতে  
 হাত পকল নিচ্ছে কল্যেটিক। মিলেগটে এল কল্যেটিক হাত। কল কল  
 মাইলান জানিয়েছে ভ্রাপস চোখাচালানীনের।

পতালের খুঁটি



ভেঁষে পা তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ করল রানা। দল মিনিটের মত বসে রইল ওভাবে, ব্যাক্যার ভাবনা খেলা করছে মাথায় মধ্যে। বনকলসের মত অসহায় ছেলেরদের জন্যে মিনিট করছে এর বুকের ভেতরটা। এ ধরনের খবর সববারই পড়ে এমনই করে। ...এটা কি শুরু হলো হঠাৎ করে? বানার মনে পড়ছে এর আগে ধরা পড়েছে সাদেক নামে এক বামদানেশী তরুণ, এছাড়াও আরেকজন কে যেন মাথা পড়েছে পুলিশের হাতে। আমলোস হলো বানার। দেশের অবস্থাটা রাজনীতিবিদরা একটা যদি ভাল করতে পারত তবে এই বিনেশ কিছুইয়ে এসে এভাবে মাথা পড়তে হয় না বাঙালী ছেলেরাগুলোকে। বেশি কিছু না, উন্নতির বামনি। আশার আলোই লুপ্ত হতে পারত দেশবাসীর জন্যে, অনেক ছেঁটে ক'জন আসতে চায় পরদেশে গেটের দায় না ঠেকলে? কিন্তু কে দেখাবে আলো, কে দেখে পরে ওঁকে থাকার নিয়মটা দেখে হয় পাপ্রস্ত মূলনাকরকে? এদের প্রয়ো উপর জানে না রানা।

দেশের চিত্রা রেখে ব্যাক্যার ঘটনাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল ও। পাঁচ বাজার জনার, মেয়েটির পিঠে আঘাতের চিহ্ন আর তেরো বাঙালী—নব্বই মায়ারটে, রহস্যময়। আগম হিসেবে এত টাকা নিতে চায় কেউ? কাল্প না খুলেও ভেবে মেয়েটা কলতে পারত কেউ ওকে মাঝখান করেছ? অথ তেরো বাঙালীর কথাই বা আসে কেন? কলতে পারত মেয়েটা, 'বাঙালীদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই' জানেন।' কিন্তু ওনে ওনে তেরো কেন? নতুনতে বসল রানা। তারপর এর ওই রহস্যময় টেলিফোন। 'মেয়েটা' কি সত্যি সত্যি পাগলগারম থেকে পালিয়ে এসেছে? সন্দেহ হয় বানার। মেয়েটা অসম্ভব স্ত্রীত্বপূর্ণ হলেও তাকে রানার অবাকাবিক মনে হলো। চোখ ফুলল ও এবং চেতের ওপর রাখা ছোট্ট ফ্রেমিয়াম কুকুরের নিকট চট করে একবার চেয়ে নিল। মেয়েটা পেতে চোখ মিনিট হয়। ভুতুতে টেলিফোনের মোকটা আসতে আর কতক্ষণ?

তবুও এসব, হঠাৎ টের পেল রানা একাধারায় চিত্ত ধরেছে এর। বাইরে তরিতের শিল বাজিয়ে কে যেন এর মনোযোগ কেড়ে নিলে। অনরিসুর মত নড়েচড়ে বসে হঠাৎই সমস্যাটির মনকে কেন্দ্রীভূত করতে চাইল ও। কে এই মেবী রেটিন? নিঃসন্দেহে সমাজের উচ্চ স্তরের কাউও মেয়ে বা বউ। যে বকম দামী পোশাক পরে এসেছিল তেমনটা পরার সৌভাগ্য সবাব হয় না। ছোট, করিতরে লোকটা শিল বামানেই না কেন, মনে মনে খেপে উঠল রানা। না বামাকণে, কিন্তু সুটা কি? কাম পাওল ও। তারপর বাইরের ওই সস্ত্রীত্বের সঙ্গ নিজেও কখন অজান্তে প্রবেশ করছে বামাল রোব বিখ্যাময় সুটা।

মায়াবী সুরটিক জালে জড়িয়ে পড়ছে ও, এবং এই মুহূর্তে কলকলানি গানিয়ে শিলের শব্দটা শুনতে কান বাজা কল, বা হাতের হালুত জাপন মনে তাল ঠকছে জান করানী নিয়ে। হঠাৎ অচেনা একটা শিরশিরে অনুভব হলো ওর। শিলের নতুনত্ব করছে ও, কিন্তু অচেনা সুরটিকের মতো। তাকে মনেতে, যেন শিরশিরে ওর মনকে বাইরে পড়িয়ে দেবে শিলে বাজতেই ওই উদ্দেশ্য। জেজ থেকে আসতেই পা বামিয়ে হোটেলে আসে করে হুপড়ান সস্ত্রী রানা। শোকাকুল সুরটা একবার মনে আসে। কেবলি জেজের প্রবাস হাত তরে

৩৬-এর বাঁটা স্পর্শ করল ও। জেনের অফিসে মোকার একটা মাত্র বাজা হলেও ভেতরের এ ঘটাতেই একটা দরজা বন্ধেই বাইরে বেগোনের জন্যে, যদিও বন্ধ রাখা হয় ওটা। দরজাটা বোলে রুকের পোহাননিরকার প্রবেশ পথের নিকট মুখ করে। শিলের শব্দটা আসছে এ দিকটা থেকেই।

দরজাটির কাছে টেটে শিলে মতক টালি টালিয়ে তাতলে আলতো হাতে মোড়ক মিল রানা, ক্রমশঃ পানেনে যাতে ওর স্ত্রী না পড়ে সস্ত্রী দৃষ্টি রাখল সেনিকে। জোর হাতেইল সুরটের আশে করে দরজাটা খুলে আসলবা পেলে গেল শিল। করিতরে বেশিই এনে সামনে পড়ে মল্লর কুপল রানা। কেউ নেই। স্ত্রী পা চানিয়ে শিলের মোড়ক এসে দাঁড়াল ও, ওরোটা মেবে মিল নিল পর্যন্ত। জামশাটা কীল। ঘুরে দাঁড়িয়ে, পুরো করিতরটা দেখিয়ে এসে এগাশের সিঁড়ির মোড়ক আসল ও। এমিলকাল শিলের নিচটা ও জানমানকল।

ওরোনে উৎকর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। বাজার টালিক চলাচলের স্ত্রীকাল আওয়াজ বানে আসছে, শিলের ফোনে ওরোনা মা করছে এমিলকাল শো শো শব্দে, এবং বামার ওপর অবিকার চিন্তিত করে চলেছে ওরো মেরাল ছাড়া। বীর পায়ে শিলের অফিসের কাছে এসে খোলা দরজাটির সামনে দাঁড়াল রানা, সামান্য উত্তেজিত খোশ করছে ও। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে না করতে শিলের শিলটা মল্ল হঠাৎ ফের।

ছায়েখর দৃষ্টি ছিল পাঁচল এবং বামার, ৩৬- হাতে আউটিয়া অফিসে এসে কল্ল হু। শিলের দরজার কাছে ধমকে দাঁড়িয়ে নাক নিয়ে শিলের একটা লক্ষ করল ও। কোনো বাজের শিল সুরটি পরিচিত এক কেটে বোকে মল্লেরদের জন্যে রাখা গনি আটা এমটা চেয়েই বসে জেজের জবুখু হলে। হাটটা অনেকদূরান টেনে মামিয়ে রাখার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। এক পলক দেখেই বুকে গেছে রানা ওটা একটা শব্দমত। রিলকভারটা হিপ পকেটে ওলে কাছে এগিয়ে এল ও। কোলের ওপর অল্যভাবে রাখা মোকটার হাতসর্গম ছোট ছোট বদামী হাত মুটে লক্ষ করল রানা। তারপর সামনে বুকে পড়ে বাশের মাথা থেকে হাটটা সরাল।

দশটা বাজল। মোকটার চেজালা, গায়ের ও ইত্যাদি মেবে বাঙালী মনে হলো। কেউ তার গলা দু'ফাক করে দিয়েছে, জান কানের লাতি দুয়ে নিবুত অধবুত বা কান অধমি দুটি চানিয়েছে। পাল হাতে ক্ষতটা ফেলাই করা হলো। দশটার ভয়কতা তাকে একটু করল।

কমলে মুখ মুছে নিল রানা। বিলি একটা বামেলার পড়া গেল। মুম থেকে ওঁরে কার মুখ যে দেখছিল, তাইছে ও।

দাঁড়িয়ে থেকে তেবে নিলো রানা তার পরবর্তী করণীয় সস্ত্রী এমিলকাল বাজতে আরম্ভ করল টেলিফোনটা। এমিলকালনের সামনে এসে প্রাণ ঢুকিয়ে রিসিভার ওরো ও।

শিলের উত্তেজিত করবার আগে ওল প্রবাস থেকে। 'মেবী' মেনকল হাটকা হয়ে গেছে, অলুল ওই, 'কল।' 'শিলি' হোটেলে পল্লি শৌখিন না শৌখিনেই হুয়ে টিলাও।

দল কলকে নিল রানা। একত বরে নিয়ে গেছে মল্ল।



‘আরে না, নিজেই তৈরি পানিয়ে গেছে। বিশেষভাবে রম্য তৈরি করছি এক জনো, খাউ কিরিয়ে দেন। নৌকো নিজে এগিয়ে দিতে। আমি রাস্তা পর্যন্ত যেতে না যেতেই গায়েব। আর অন্যক ব্যাপার হলো তুমি যে বাতিনটা ফিরিয়ে নিয়েছিলে সেটাও রেখে গেছে।’

‘কি করেছ ওটা?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘কিন্তু করিনি, পরে জমা দেব আছে। কিন্তু এখন কি করা? আমি কি অফিসে ফিরে আসব?’

নাশটা এক মলক সেখানে ছিল রানা। এই বেচারি বাংলাদেশী কিনা জানেনা রানা, কিন্তু ইত্তরানি মোটেই ঐশ্বর্যবিক কিংবা নয়। তেহো বাঙালীর সাথে এই লোকের কি কোন সম্পর্ক আছে, কিংবা জেরী হেটেনোর সঙ্গে?

‘সরকার নেই, ব্যক্তিগত পিসিওই সোরে নাও। আমি হাতের কাজটা তহিইই চলে আসছি। আগে মজলটাকে কিনার করে নিই।’

‘কিন্তু, মানুষ ভাই, মেয়েটার কি হবে?’ তুমি এখন একবার চলে এসে ভাল হও না?’

নেজাজের বাপ কোনমতে গরু রাখল রানা। ‘কললাম না মজল এসে বলে আছে, মজল আতঙ্ক পেল’ ও। ‘ফর বেশিক্ষণ খুলিয়ে রাখব ততই ঠাণ্ডা হতে থাকবে, একই সেরা তোমার এলির জগ্যামে না।’ হেজলে রিসিভারটা শটাস করে নামিয়ে রেখে নিশে হলো ও। নাশটার নিকে চোখে বিভ্রান্তি করে বলল, ‘তোমাকে যা বাধ্যতে পারছি না, দেহ, বাক চলে, একই ঘুরে আসি।’

সিটির লাইটসে রিয়া সোফা তিনটে পর্যন্ত বসে থইল। উৎসাহ-উৎকণ্ঠা মূল চরমে উঠেছে, এমনকি এক পায়ে লাইটসে পেরিয়ে আসতে দেখল রানাকে, জাজোড়া কুঁচকে রয়েছে ওর পুরীর একাধিতা, চোখে কঠোর, শীতল দৃষ্টি। একটি খালি চেয়ারে দ্বাশা বিহার কেটটিই ‘তুলে নিতে মতফল মনেল সে পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফলল রানা। ‘এসে তেহোর সঙ্গে কথা আছে।’

ওকে অনুমতি করে ককটিল লাইটসে ‘গেল রিয়া, প্রায় ফাঁকা এখন জায়গাটা। কামবার একেবারে কোণ বেঁধে একটা টেবিলে এসে বসল রানা, এট্রাফের উল্টোদিকে। সেখান থেকে টেবিলটা সন্ধ্যাবে ব্যামাসা কসরত করছে হলো ওকে, এখান সুইচোকেব নিকে মুখ করে বসতে পারবে।

‘কি ব্যাপার?’ ওরা বললে পর জবাব চাইল রিয়া। ‘এখানে শাক্সা তিন খণ্ড ধরে এসে আছি আমি।’

হাওহানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল রানা। দুটো বইল অচ ও খামিকটা জিনজার এলোর সর্বীর দিল। রিয়াব নিকে সিঁঠে ফিরিয়ে বলে থইল ও এক ওয়েটারকে বাগে অভাব নিয়ে ডিক নিজে আসতে দেখল। ওকেটাও একসঙ্গে নামিয়ে ককটিল হাত বাড়িয়ে অচ ও একটা খামিকসে বসে গেল রানা। একটা জল, রানি ফেলসটির অবেশ্যমান জিনজার এসে চলে গেল দিল রিয়াব নিশেবে। ‘তোমার তোমাল মনুপ কেশব তুলে, ওটা করে ককটিল এক নিশিভ আশ ফেলস হয় তেহল দিল ওটা।’

দীর্ঘকাল ত্যাগ করল রিয়া। ‘হয়েছে, হয়েছে’ অমো মুখে বলল। ‘আর

শব্দভানের দাঁড়

বেশি দেবি ককলে সেটা কেটে মনে থাক। তিন ঘণ্টা ধরে নিজে নিজে চটা করছি, বলার লোক পাখি না।’

মুদ হেসে চেয়ারে হেলন নিয়ে বলল রানা। ‘তুমি ঠিক জানো তো মিস বেটল কিনা প্রকোচনায় হুজামকে কলা দেখিয়েছে?’

‘মাথা ঝাঁকাল রিয়া। ‘তোমাকে যেমন্টা কলকি তিক তেলনটাই মটোছে। জেসে গিয়ে মার কবের খাপসু করছি, ও নিশিই ছিল আমার পেছনে।’ গ্রাউ কুল রেজিস্টারে এই ককটিল হাত ওঠা তেলন তেল নিশেবে মনে হলো নিজেতে। মাজ কোরতে সেরা তোমার মজল শাই শাই চুটিছে বাজার দিকে। একেবারে যেন ছেবি মারসন। আমি রিকলানি জেব পর্যন্ত যেতে না যেতেই পলার লার। একাই ছিল জেবের মজল। একই ককটিল দিল রিয়া, রানার ওপর ‘তোমার মজল’ এর কি প্রতিভা হয় দেবার জেনে। কিন্তু হতাশ হতে হলো বেজারীকে রানা ককটিল না হঠাৎ।

‘হাতপরা’ মুক্তি হলে মুন একল রানা।

‘দীর্ঘ একটা খুঁজা খেয়েছি, মাসুল চাই।’ অতঃপর আর্জি হয়েছি মেয়েটা টাকার বাতিনটা হাতে খুঁজে নিয়ে যাওয়ার। জী পাণনের প্যান্ডাট মে পড়েছিলাম, মগো।’

কিনে হাসল রানা। ‘একটা নতুন অভিজ্ঞতা তো হলো। বলে যাও।’

হাতপরা মোটেই ফিরে এলো, বিশেষপন থেকে একটা এককোণ নিজে মাজটা রিসেলশনিসের কাছে জমা রেখে নিয়েছি। টাকটীর হিরে করে আবার ফেরিয়ে আসার পেলাম, কিন্তু তারনিকে বুঝে কোমল মেয়েটির চিনে পেলাম না, তাই ফেল করলাম তোমাকে।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘বেশ, তুমি যদি শিয়ার থাকো কোন লোক ওকে পাল্যতে বাধ্য করেনি তবে আগাতর ও এসল থাক।’

‘আমি নিশিভ, মূঢ় করে বলল রিয়া।

‘এবার আমার কথা শোনো। এই কোমটায় উদ্ভট কিছু একটা ব্যাপার আছে। তুমি চলে যাওয়ার পর বাইরের অফিসে কে ফেল এক বাতালীর শাশ দেবে পেয়ে, এবং রোনালদেরও ডিল নিয়েছে।’

শিঁ সোজা হয়ে গেল রিয়াব। ‘বাতালীর শাশ।’

রান হাসল রানা। ‘হ্যাঁ। পল্যকাটা হয়েছে মালুটার, মারা গেছে বেশ অনেকজন আগে। একে ওখানে কোথেকে যাওয়ার কারণটা ফিয়ার হছিল না। মনে হলো হয় কুশিয়ার করতে চাইছে কেউ ন্যস্তো ফাসাতে। আমি কোন সুযোগ নিইনি, শুধু লি নাশটা বাধে তুলে ককটিলের শো মাসার খালি অফিসটার সামনে ফেলেন এসেছি। আমার অনুমানই ঠিক ছিল। প্রাচী করা হয়েছে ওটা। আমি ফিরে আসার পর শক্ত মিলিভ হলে না তখন জগ্যামা পুণিল এসে জাফির। নাশটার শেজ করছে তারা। কত কষ্টে যে মাসি হেহেছি কি করে।’

‘মাসো’ জেব কল্যাসে ‘তুলে জানতে চাইল রিয়া।

নাশটা তুলে কি হত তেহল দেখে। ককটিল নিজে আটকে রাখার চেটা ককটিল না ওক। এটিই হাওজা হছিল। অবশ্য অটিকারে ওরা শরীর না, কাগজ-পত্রভানের দাঁড়



পর দেখে এদের বনই বাপ বাপ করে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। কিন্তু সেটা হয়তো আমাদের যে ঘাসপাতে চাইছে তার জন্য নেই। আমাদের যাত্রা থেকে ক'দিনের জন্যে সরিয়ে এই মেট্রী রৌটনকে বাধ্য পেতে চাইছিল সে। বাড়তলো ভয় ভয় করে ত্যাগী করেছে দুটো অফিসে কিন্তু কিছু না পেয়ে শেষে সীতা মেসের পেছে। মেট্রী রৌটনের টাকটাকী তখন ছিরিয়ে না দিলে হয়তো এটা খুঁজে পেয়ে খেঁজাটুকি করতে আনাতো।

'কিন্তু এতখানের কি অর্থ?' রিয়া প্রশ্ন করল সব শুনে।

'এখন পর্যন্ত কোন অর্থ বুঝে পাওয়া যাচ্ছে না। মরুভূমি, তুনি মেট্রী রৌটনের কাছ থেকে বলল কি জানতে পারলে?'

দু'শাশে মাথা নাড়ল রিয়া। 'সে মুখ ফুললে তো। রেলস্টে রামার জন্যে কিছু গ্রাফ করেছিলেন, কিন্তু ও'তুমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না।'

কচুটা শোয় করল রানা। 'ওদুস্ত মনে হচ্ছে খতম' বলল। 'খামোকা খামোকা পাঁচ হাজার ডলার কনাই হয়ে গেল। এটা কোন চ্যারিটিকে দেয়া যায় জেবে সেখো।'

'কিন্তু তুমি এভাবে হাত ছাটিয়ে বসে থাকতে পারো না।'

'কেন পারি না? খুব পারি। নাহাওয়ার প্রয়োজন হলে সে নিজেই যোগাযোগ করবে। আমার অত ঝাঝ কিসে?'

এক বছর মিছিলকে ভ্রমলোক এসময় শুকনো মুখে মাটিতে ঘষে ঘষে করে ওদের কয়েক টেবিল জুড়ে বসলেন। কৌতূহলী চোখে চেয়ে ওইস উঁচু দিকে রিয়া। ভ্রমলোকের চোখ দেখে মনে হলো এর কাগ্যাকটি করেছেন তিনি। কেন, শুষ্কটি ঘুরপাক যাচ্ছে এর মাধ্যম। কিন্তু চিত্রায় হেন পড়ল রানার প্রসে।

'রৌটন মেয়েটা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' আচমকা জিজ্ঞেস করল রানা।

রানা কি জানতে চাইছে বুঝতে পারল রিয়া। 'মেয়েটা শিক্ষিত। কাপড়-চোপড় মাখী এবং মতান। কম পক্ষে সে ফোন ব্যাপারে। বসন্ত আন্দোলন চকি-পটিন হলে। শুধু ভাল মেয়ে কথা যায় কিনা জানি না তবে ভাল অভিনেত্রী যে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। মেক আপে উজ্জ্বল নেই এবং প্রোডে প্রচুর সময় কাটিয়েছে সে। আচরণে ভদ্র—'

মাথা ঝাকিয়ে সাম্নে জ্ঞানাল রানা। 'হ্যাঁ, এঁটির জন্মেই এতকম প্রাপেক্ষা করছিলেন। ভদ্র মতের মেয়ে মিসেসেবো। কিন্তু তারহলে কাপড় খুলে আমাদের গিঠি দেখাতে গেল কেন?'

ফেমাসটা নামিয়ে রেখে রানার দিকে দৃষ্টিনিবন্ধ করল রিয়া। 'বুঝলেনা, এটা হলো মতান ভদ্রতা।'

'ও, তাই বলে, তার কিছুই নেই এখনও শেখার ব্যক্তি? শেখারটা প্রেমসিঙের প্ররোচন থেকে আসতে পারে। 'ওদুস্ত মনে হলো রানা রানার মতান মনে মনে কথা বলাছিলেন তখন এক লোক রৌটন করেছিল। বলা হয়েছে নাকি পাপন। আর তখনই সে কাপড় খোলার তলসী প্রস্ন করে দিল। কিন্তু এর ফলাফল হচ্ছে ঠিক যেন কাপড় খাওয়া বাপারি। বলা নেই কতটা উল্লেখ্য কোট আর ব্রাইড খুলে পুট প্রদর্শন করল আমাদের।'

ফিক করে বসেন ফেলল রিয়া। 'হাঁক, হবু ভাল আমাদের একা না।' তমিশর ক্ষীত সুরে বলল, 'এক কি মারপিট করা হয়েছে?'

'তাই তো বলে আমি। মারবে নাফরলো এতই পপ্ট হলে হয় কেউ বুড়ি গুলো একে দিয়েছে।'

এক মুহূর্ত কি হেন খামোকা করে নিল রিয়া। 'হয়তো তেরেছিল ফোনটা মেয়ে তুমি একে খামোকা করাবে, তাই নিঃশব্দে বিশ্বাস আদ্যতে দেবেছ ও বিপদে আছে।'

সায় জানল রানা। 'আমারও তুমি মনে হয়।'

মুহূর্তের ভাবকে আরেকটা ভিন্ন মাত্রা করছে, এই মাকে বুঝে ভ্রমলোকের দিকে আনকিছু দৃষ্টি ফেলল রিয়া। 'রানাকে বলল ও, 'জাকিয়া না, কিন্তু ওই টেক্সেলের ইয়াকটা তোমার প্রতি খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে।'

'দেখাচ্ছেই পারে, তাকে উঠল রানা। 'চোখাটুকি কি বাবা নাকি প্রাণের?'

রিয়া কিছু বলার আগেই ভ্রমলোক ইঠাম উঠে পাড়িয়ে এগিয়ে এসেন। অমিশ্রিত হাস্যে একটুখান মার্কিয়ে থাকলেন তিনি, 'হায় কেননাটুকি মুখের চোখাটা দেখে মতো হলো রিয়া, ভ্রমলোককে সহজ করার জন্যে দু'খানল। রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বৃদ্ধ ভ্রমলোক।

'মাক-করুন, কলেনন তিনি, 'আপনি কি মিস্টার মাসুল রানা?'

'হ্যাঁ, বিশেষ আগ্রহ দেখল না রানা।

'আমার নাম ওয়াদানার। রবার্ট ওয়াদানার। আমি আপনার কাছে একটি মাহালের অবদান নিয়ে এসেছি।'

'বসুন, কাল রানা নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। ভ্রমলোক বসলে পর আরও বলল, 'কি করতে পারি আপনার জন্যে করুন।'

'আমি আপনার এবং রানা এজেন্সীর কথা অনেক শুনেছি। আপনি এশতরে এনেছেন ফোনে হাতে ফেন আকর্ষণের রান পেয়েছি। আমি একটা বিপদে পড়ে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি, মিস্টার রানা। আমার বান্ধা মেয়েটাকে ফিডলাপ করা হয়েছে। গতকাল থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' গাল বেয়ে পানির মুগি খাবা লেগে এল দুঃখময় পিতার। চোখ সরিয়ে নিল রানা। 'মিস্টার রানা, আপনি আমার মেয়েটাকে খুঁজে দিন, সেখাই আপনার। ও ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই, ও এখন কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে এক খোলাই জানেন।'

ফেমাসটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল রানা। 'শুনিয়ে জানিয়েছেন?'

কথা ঝাকাল ওয়াদানার।

'সেমন, মিস্টার ওয়াদানার, কাল রানা, কিনয়ানি ওয়েড ফেললেন। অনেক কয়েক এক বিলাই। আমার চাইতে অনেক লক্ষ্য। একটা খবর জানল, ওটা ছিল এক মেয়ে আপনার মেয়েকে। কথানে জরথ আমার লোক আছে, বলে মিলে হয়তো ফেললকে ফিলস তলতু দেবে। ওও কাজ করল, আপনার এবং আপনার মেয়েকে নান-কি-কানা জিখে মিল, মেয়ে বলল কি কথা



কোঠার পুরোট খেতে সাঙ্গ সাঙ্গ নেই বই বের করে ফুটাত করে একটি পাতা ছিঁড়ে নিলেন বুড়, কপাটের দিগে কপাট করে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো নিয়ে কাগজটা বাড়িয়ে নিলেন বানার উল্লে। চোখে কৃতজ্ঞতা তাঁর। বারবার করে ফলাফল জানাবেন জানাহে।

একটি পর ভরসেয়েকের কাছ থেকে কিনায় নিল, বারে কিল সেটোতে গেল বান। তারপর রিয়ারে নিয়ে বেরিয়ে এল লাউজ ছেড়ে। 'চলো, অফিসে ফেরা যাক' বলল বান।

একটি রিসেপশন হলো পৌছাতে শুধু বড় একটি লাউজ খোলে নদী এক যুবক বেরিয়ে এসে পা বাড়াল ওদের উদ্দেশে। 'আমি ডি. এ. অফিসের কোয়ার্টার, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' কোণটা বলল বানাকে।

যৌব করে সিগারেট একটা পলি বলল বান। 'আমরা এখন সময় হবে না,' বলল। 'কাল একবার ফোন করেও অফিসে, যখন বাড়ির থাকবে আমি।'

কোয়ার্টার কনসার্ননার তর্কিতে এলিটের কাছে নাকিইয়ে থাকা সামান্য পোশাকের বিলাসবহুলী পুজিস সাজানের প্রতি ইশারা করল। 'আমরা এখানে কথা করতে পারি, নয়তো আমার অফিসে।'

সেইতো হাসল বান। 'হোক আপনাদের, কি কলুর জনমি বনো।' 'আমি রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে বের আসছি,' বলে পা বাড়াল রিয়ার সন্ধ্যাত টাকটি নিয়ে আসতে যাচ্ছে, হাতল বান।

লাউজের নিয়ম এক কোণে কোয়ার্টারে অনুমান করে একটি টেকিস এসে বসল বান। 'সত্যই এ, বিশ্বাস করতে পারছে না কোয়ার্টার। আমোদ-কেনার চেষ্টা করতে পারে কোণটা।'

কোয়ার্টারের হাতকাথে কিন্তু অস্তিত্বের লেশমাত্র নেই, একটি বংশিন্দ্রিয়া পাড়ই বড় দেখাচ্ছে তাকে। 'পাতলা একটা সোনার সিগারেট-কেস নবের টোকায় খুলে বাড়িয়ে দিল বানায় দিকে। তারপর একটি সেন্সার লাউজের ছেলে পরিয়ে দিল দুটো সিগারেট।'

'তোমরা কিন্তু খুব মজিতে আছে,' বিজ্ঞপের করে বলল বান।

'আপনার সঙ্গে আগে কখনও মনে হয় না দেখা হয়েছে,' বলল কোয়ার্টার। 'পা আড়াআড়ি করতে তার সামান্য-কালো কোয়ার্টার সোজা বেরিয়ে পড়ল। 'আপনার লাইসেন্স চেক করেছি আমি। যথেষ্ট জ্ঞান রাখি আপনার সুকৃতি সম্পর্কে।' এপর্যন্ত বলে একটি বিরতি নিল কোয়ার্টার। 'যে চায়ে একেদী খুদেইন আপনারা তাতে দেখা সংগ্রাহকের তো ভাত উঠে যাওয়ার কোণাড়। তা মোট কতগুলো হলো।'

বানাকে নিকটর দেনে প্রসঙ্গান্তরে গেল কোয়ার্টার। 'আজ সকালে আপনার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পোড়োছি আমরা।'

'হাই নাকি,' অস্ত-বিশ্রুতি-কর পুজিস বানায় বান। 'আমি সেটা পেয়েছি হিম কিনতে বাক পাঠ্যেইনিয়ে আমাদের আপনার কাছে এক বাক্য ফেল খেতে কেবল গেল।'

মুঠকে হাসল কোয়ার্টার। 'তখন কেবলই যোগ রেখেছি আমরা ওই কলটোতে,' বলল ও। 'আপনাদের কাছাকাছিই আমাদেরটা খালি অফিসের সামনে এক বাগানেদেখি বাক পাঠ্যে গেল।'

জ উঠে গেল বানার, এক খুব খোঁচা ছাড়ল। 'এত জনিত্য করত কিসের জ্ঞানো? বাকে নিয়ে তুমি খুঁটা বারিয়ে বাকে মুঠে বের করতে বলছ আমাদের?' 'কতটাই ছিল লাশটা পাওয়া বাক আমদের অফিসে।'

'আজ তা,' বলে কিন্তু নিয়ম চুক চুক পলি করল বান। 'এমন জানা কেন? ওয়া তি তবে চান আবার এটা খুঁটা করে গেল।'

সিগারেটের টুকরোটা অ্যান্ড্রিউতে কাল চোপে দিল কোয়ার্টার।

'মেনন, খিঁচির বান, আপনাদের সঙ্গে আমার কোন পরজ্ঞতা নেই। আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন আপনাকে সরাসরি খুদে জানামি। বাগানেদেখা লোকটা মারা যোগে হাশি খুঁটা মাগো। উত্তো ফকটা ওলোই এটোকে নীল বলে মনে হয়েছে আমাদের, কিন্তু কি করত বলল নাগিত। 'আমরা এই বাগানেদেখা সম্পর্কে জানি।' লোকটা তো আপনাদের মনেই, এ বিষয়ে আপনার সৃষ্টিভক্তি যদি জানাম মজতো উপকার হতে পারে আমাদের।'

নাক চুলকে দিল বান।

'একজন সার্বজনীন অপরাতে মৃত্যুতে মৃত্যু প্রকাশ ছাড়া আমরা আর কিছু করার নেই। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। তবে কথা দিতে পারি, জানলে অবশ্যই জানাবো জানাব।' সিগারেটের টুকরোটা ঘরে দিল অ্যান্ড্রিউতে।

'বিজ্ঞান মজিতে চায়ো বইল ওব মিক কোয়ার্টার। 'আপনার স্বভাবের কথা জানামে ঠিকই প্রমোই আমি,' বলল সে বিষয় করে। 'সবটা ব্যাপার নিজের মত করে সাজিয়ে শেষ পরিত সমাধানটা শুধু জেনে বেন আমাদের ওপর। বেশ, তাই বই মোক।' নিজেই সাজায় চলুন আপনি, আমাদের থেকে সাহায্য করা নব্বই হলো কনব। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি কোন গোলমালে জড়ান, বাস্তবায়িত মতন রাপিডে পড়ব আমরা আপনার ওপর।'

নাক হালি হেনে উঠে পড়ল বান। 'তোমার বক্তৃতা শেন হয়েছে।' বলল। 'আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

মাথা ঝাকল কোয়ার্টার। 'শিগুগিতি দেখা হবে, মিন্টার জানা।' মাথা নাড়ল ও বুঝতে লোক দুটোর উল্লে, তারপর তিনজনে চলে গেল দাবি পেরিয়ে।

বেশিজন অপেক্ষা করতে হলো না রিয়ার জ্ঞানো। ও রিসেপশন থেকে মিত্রতে দু'জনে পা বাড়াল এলিটের দিকে। 'নিকটা নিয়ে এসে খুঁটা?' বান প্রশ্ন করতে সাহায্য জানায় রিয়ার।

অফিসে ফেরার পথে কোয়ার্টারের সঙ্গে ওব কথোপকথন রিয়ারে খুলে জানাল বান।

অফিসে এসে সেজা নিজের ডেস্কে গিয়া বসে পড়ল বান। তারপর পলা ছাড়ল বিজ্ঞান উল্লে।

সিগারেটের টুকরো, জড়কর ওপালে চোয়ারে কাল ঠিকো মোটা খট পুজ।



ଡା. ଯେ. ଶାନ୍ତି କୁମାର । "ସିନାଟିସମ ନିତ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜି" ପୃଷ୍ଠା ୧୨ । "ସୁଦାମା" ପୃଷ୍ଠା ୩୩ ।

‘কোনো হাত ছাড়া কখনো বিদ্যায়।’ ‘দেশ’ মনন। ‘এই মননায় জামি।’

মানুষ্য হইয়া গিয়া । 'গীতা'র 'শ্রীকৃষ্ণ' হাতে তুলে দিলে ইহাও একটা আদর্শম পোড়ানু আমি, কারণ এটা তখন 'জিন্স' বসে বসে । এক অল্প-  
 'স্টাইল' মত 'অ্যানাল' 'কুয়াং'ও যোগ্য হ'ল । 'নাগটিক' 'সামান্য' 'কম্বো'ই 'বুদ'  
 'ফিল্ড' । 'আমার' 'কল' 'প্রাণ' 'সামান্য' ও । আমি বা-ই 'বহি' না 'কেন' 'কিছুই' 'কামান'  
 'মানুষ' না 'হা' ।

‘सत्यमेव जयते’ कथल शिवा, ‘मेरा काम अधोराज्य जल निदान करण्डा अई  
अभ्युदय अर्थक जल कण्डा भागवत।’

সুশীলেশাখা নাড়িল বাল। 'আমার মন বলছে পুলিশকে এত্রে জড়ানো ঠিক হবে না।'

उत्तरायण षष्ठिदिने विद्युत् कलशेन विष्णुः । श्राव्य भोजनैः । 'शुद्धिः, यत्नः, वाङ्मयः, आचारः' ।  
उत्तरायण षष्ठिदिने उत्तरायण षष्ठिदिने उत्तरायण षष्ठिदिने उत्तरायण षष्ठिदिने उत्तरायण षष्ठिदिने ।

कदगा, बांला, जलपत्र, इत्यादि वृक्ष बाग। अथ गार्हपत्यं कुरु।

काठमाडौंका सभ्य बालबालिका : मिडिल इन्स्ट्रुमण्ट, कान्छाहरू, बालबालिकाहरू, एउटा  
अभिरुचि मिडिल भागमा बुझि थप्ने बालबालिका, कथन हातको निरुद्ध गत काले गत  
बालबालिका मिडिल गत।

[illegible][illegible]

अथो भाष्यं विद्या । निम्नतरे नमो निम्नोद्भाषयितु नमो किं अथो भाष्यं  
कामविद्या ।

“ହେ” ବାବୁ ଛିଠି ଲୁହନ ବାମା ଏକ ସାପରାସି ବସେଇ ଥାଏ କାଳୀ ମାୟା କାଠପେଟିଆ ଉପରେ । “ବଳି ବାଲାବଣିଆ ଡାହାଁ-ଝି ଗାଈର ମାଝୁ, ଡାହାଣେ ଏକଥୁ ଡାହାଁ ଡିମିଫେଲନଗାଝି ଗାୟନା । ବଳି ଡେଲୁର କବର ଡେହେରା । ବସାଝା କାଝାବ ଗାଁ ଛିଠିଗାଝି ବସେଇ, ଗାଈ ଗାଈ କାନ୍ଦାବ ଗାଈ ଗାଝି ।

“मैं। अब मैंने जो कुछ सोचें सोच लिए हैं, वे सब सचिदाचारिक हैं।  
मैंने जो कुछ सोचें सोच लिए हैं, वे सब सचिदाचारिक हैं।”

[illegible]

भाषाभाषा भाषा

\*आमि कि कलय ना कलय अ मिना एकाग्रता कायल इत्ये भा । काभाएन  
इकाग्रता अत्यन्त गहन एतेन कामनाते कल्ये ।

आदि ३ प्रसंगे पाठ किंवा निजत अविदित कला यत्कि ज्ञाने आदि  
द्वाने शक्ति आवाजने शक्ति आदि ज्ञाने आदि शक्ति आदि

স্বাধীনতা (মের) অর্থাৎ এর সেপেলে বান বাগান কেন কোমরে? তা  
হবে, তা আমাকে হলে, নিশ্চিত থাকে, থাকে, তবেই।

काजुन एकादशदशदश दशत गिना सुनिमि, कवचन कवच ननिदर भिन मधुमणि।  
दशदश गिना दशत गिना दशत गिना सुनिमि, काजुन कवच।

[illegible]

১০. কোন কোন শব্দটি শুদ্ধ?  
কিছু কিছু শব্দ শুদ্ধ নয়।

[illegible][illegible]

‘‘ସଞ୍ଜେ କାହିଁ ବସିବା ଦାନ୍ତ, ‘ସୋକାକି’ ଯାହାର ଛବିରୁ ଆମର ମନେ ଖସି, ଯାହାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମରୁ ଖସିଯାଏ ନା, ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳାବଳୀ ହୋଇ ଯାଏ’’

যেহেতু দশ অক্ষিৎ তো ছাই। আর একটি কথা, একেবারে এক-পাখি কোন কলকলারায় গড়ায় যাবে না। কিন্তু আমার গাছটা, লাগ্নায়া বনল যামে গড়ে তাগেই বন হয়ে আছে গোটা কয়েক। নেটাই ফোঁসতে ছাইছি আমি।

[illegible][illegible]

মহেশলাল জাতিয়াল কর্তৃক আঁকা একটি চিত্র। এটিতে একটি পুরুষের চিত্র রয়েছে।

‘आपनि कतु काशु बाउ,’ सम्मद्वेन सुद-वत्तल कोवाउ । किनु आपि नेहिल  
आनि उाउत कतु एकल सुकिशु कवाउत पावउत न । एवम पवउत एवम किनुई एवत  
उवाउत नमिनि आउत ।’

‘माभति खाना बरगाह किशान’

भारत सरकार, नई दिल्ली - 110 055  
 भारत सरकार, नई दिल्ली - 110 055  
 भारत सरकार, नई दिल्ली - 110 055

— श्री : कामदेव शर्मा (पुनः प्रश्न सं.)

শ্রীমতীর গাতি	
---------------	--



‘কালী এনেছে লাশটী নেকড়ে কেউ’ প্রথম কতক বানান।

‘‘ও, প্রাণ্ডা! কল্যাণ, দোস্ত! তোমার সাহায্যের কথা মনে থাকবে। কিন্তু কিছু জানো না? তোমার চোখে কি অস্ত্র মনে হয়নি আর কোন ব্যাপার? নাহ, হানি। কেউ ওর গাটা গুঁড়াই করে দাখলিদের হাতের সেনাই করে দেয়—অস্ত্র কল্যাণ গ্রহণ করে।’’  
‘‘ও, বনসে জানে, বুঝল গভিরাই আসল কিছু জানা নেই কোয়ার্টের।’’  
‘‘আম্বা! কল্যাণ’’

লাইন ফেটে দিয়ে অন্য একটি নম্বর বিং করল নানা। বুড়ো ক্যান্ডিয়ারের  
হাতানো মোমের লম্বা জিনিয়েত হবে এর খনির বুক-এফ বি. অর্ডা-একটিকপল।  
কর্মকর্তা জ্যানিয়েত সবিলাকে অনুগ্রাহ করবে মেয়েটিকে বুকে বের করার  
ব্যাপারে সজিগতভাবে যেম বিশেষ দৃষ্টি রাখে সে।

গোলাফানের মিলে চেয়ে ছানুর মত কমিনিস্ট বলেছিল নানা, মুখের চেহারা  
মিথিলা আর, বিনু। দুই মেয়েই মত ছায়া কিতাব করতে লেগেছে দুইজনে।  
বিষা ফলা সুয়েক শর মিলেতে চেয়েতে আশাশায়া হয়ে বলে থাকতে সেকল  
বানাদে, না কুলে নাচায়ে ছেঁকের পল্লব, মতবিকল ভাষা কাতেমি কখনও  
চোখ খোলে।

आपने एक ही मुद्रिकन माहिरक नाशिरा एकरा डाटा व एक ही कुला व भाग

(कान बरदा)

[illegible]

মাঝে খোকান রান। উঠে পড়ে ঘন ঘোড়ার চিকোন করে মিল। 'ঠিক  
আছে, আমি এই এলাম বলে।' এমনটা কখনও কখনও দেখাও। অকথাই যেন  
আমার মাঝে দেখা করে। চিকোনটা নিজে দেখাও আর মাঝের পাঁচটাও  
খোঁজাতে চলে না। আমি এই দেখাও কখনও কখনও করেছি।

[illegible]

কালো মাটি পড়া দু'জনকেই, তাই বীজ চাওয়া লাগছিল। ভবিষ্যতের  
জীবনকেই চাওয়ায় তারা দু'জনেই একসাথে চাওয়া লাগল। চাওয়ায় তারা  
মেহিকানদের মত, কিন্তু আসলে তা নয়। কলমেতে ওখানে সেখানে একটি নিম্ন

বোম্ব কাল কাল। আটোশাটো সুটের পরেও ডান হাত তরে রেখেই দু'জন্ম।  
অবিকল এক পোশাক জন্মের পরনে: কালো সুটি, কালো মেজোবা, সাদা শাট ও  
চটচটে টি। সার্বিকের লব্ধ কাল হল লোক সুতোলক অগ্নি মলনে, কিন্তু চোরে  
চোব পড়লে শীতলুটি কাল পরিবে দেয় কুক। না চাইলেও মনে পাড়ে যায় বিভাগ  
কালকেটটির কথা।

“কি চাই তোমাদের” জিজ্ঞাস করল তারা। তাকে বলে দিতে হলো না একজোড়া পিছন তাকানোর আগে। তার হৃদয় কান্নায়, মূঢ়তা খাটা রক্তাশ্রিত পাতলা মিথ্যা কলমে ভরা।

[illegible]

ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସହ ଅଗ୍ନିଶିଳ୍ପ ଏକ ସାଧନ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏକଟାମେ ଘେରଇ  
ମିଆଦ ଲୋକ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସାନ୍ତି । ପୃ-୧୮ ।

‘হাত লগাও, নাহলে ফিঁদে কবান্ বাঁটুক।’ মোকদ্দার কবের শাসনানুযায়ী না  
কলকানোটেই কবিস।

ଯଦ୍ୟାପି ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ । ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତି ।

কেউ একবার আউটার অফিসে গিয়ে এনে চাওঘাতে সন্ধান। দুই মূল্যে  
কাজ। সবিস্ময়ে একটি অভিনবত্ব। দুটে উঠল তার মুখে চেহারা। মগ  
কান্না-স্নান সাথে এগিয়ে গেল ও, পরাণা কল জেহরটা—গিয়া এখানে সমাচলত  
সৌন্দর্যের কাল। মৌর করে একটি শব্দ হঠাৎ কেঁদে মাক দিয়ে।

‘হাজারো একটি যদি বড়োত তবুই হস্ত তবো লক্ষ্যে পশ্চিম অংগার অঙ্গ বিধানের  
সাবধানে কল্যাণে পরি, কল্যাণে।’ আমাদের অমিলে এগেই যখন পড়েছে আমরা  
চাই তোমরা সন্তান বোধ করে।

• বেড়ে যেকোনো ছাত্রের কাছে গেলে অফিসের অ্যাশ্রয়টি খুলে দিল এবং তাকে যথেষ্ট কিছুক্ষণ ঘোরে বসে। ভর্তির সিদ্ধি। 'হাউস' অ্যাডমিশন প্রার্থী জিমনিস্টিক হাউসে মিল কমানার চেয়ারম্যানের অধীনে। যুক্ত মুখে পড়ল যথা এবং, কিন্তু তুলনা করল লোক সবচেয়ে না পারার। একদম বলা হলি এবং মুদ্রিত ওর কপালে আসল ভাবে মিল।

অপর মোকদ্দম ইতোমধ্যে পঞ্চকোট থেকে মাক-ভোড়া একটি অ্যান্টোমোবিলে  
বের করে রাখে। খবরছে ত্রিপুরা গেজেটে একশাশে। এতই মোরে চাপ দিয়েছে যে  
কলিয়ার উত্তরে বাস করতে বিধা।

‘একটু উত্তমসিদ্ধা করছে রাসা নাড়াচড়াই কাপোরে পড়ে থাকবে  
‘অপেক্ষাকৃত’ চরিত্র মিলে যানাকে ইতিক।

[illegible]

‘मैंने, जवाहरलाल नेहरू, जिस नेहरू, जो कि वह मुझे नहीं जानता,’ देखते जाते। ‘सहस्रों आदमी को जोड़ता तो हरिद्वार शिविर का।’

25



বানো জাতি উল্লেখ করিল এবং কিতাবাম্। নজিরা কোন সমুদ্র সীমান্তে যে  
কোন শহর হইল সেখা মেজাজের। মেজাজের মিত্রক শিঠি নিয়ে নাজান ও  
স্বাধীন কাজে হাত খুলে। বানো জাতিই যুদ্ধ হই প্রাক নিহত শিষ্টা হত না—এম  
নাম বিদ্যা না প্রাক, অজ্ঞানতা মধ্য-মুষ্টিতে যাবু করা যে একটি মুশকিলই হবে  
সেই অরশা মিত্রক টের পায়ে ও।

२४६३ विजयनम अभित शरीर जालाक जालाक जालाक । (अवस्था) भूत आचारक नाइ ।

[illegible]

কিছুকাল পরেই এদের বিবর্তিত একটি নতুন প্রকার। 'এই যে, দুটি—একিত  
এবং।'। স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত প্রকার।

দ্বিয়ার মুখ বহুদূর হয়ে গেলেও উঠে মীড়িয়ে এক পা আগে বাড়ায়।  
প্রোথাকার বোঁহা হাত দিয়ে আমাকে ধোকেন না, শাওর করে ফলন।

কিছুদিন পরে সঙ্গীতে স্প্যানিশের কিছু একটা আসল। সে হোমারো বাহা  
খটকান বাহার সিমেন্ট, তখনই টপেট বাহা ১৫০০ সিমেন্টের অর্থ করে একটি  
নির্দেশ দিল।

পায়ে পায়ে এগোন সনে, এবে চলিছে ইলুমিউশন পান কলিকাতা কলেজ  
জায়ে অলকান্ত কলনে। শিকড়ের পাট বাসায় মধ্যাহ্ন গুণগুন খিঁচি কল  
নিচের দল। মেঘের দল নিচের শাখায় মূল খুবায় পান বাস।

আজিওঁৰ বাবে কৰাৰ উচিত মন কৰে পিছেলৈ বিজ্ঞান, চিন্তা, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত  
পিন্ধোৱা নত পিছে সজোৱাৰ উদ্যোগ কৰিলে এই সময়খণ্ডে প্ৰতিফলিত, সফলতাৰ পান  
অভিৰূপে পেলোৱাৰ একে ধৰিণীৰ বাবে সেৱা দাট।

জিউনান চ্যাকটী কথাকর নিচ বাচ নিচে নিচে গুচে ধরে যাকর গুচে ।  
বাচক চ্যাকটী নিচ গুচে । বা বাচক নিচ গুচে । বাচক নিচ গুচে ।  
নিচাক চ্যাকটী গুচে নিচে নিচে নিচে নিচে নিচে গুচে ।

যেটি সোকাই নিশু হাতে কুটিত লাট হাল অঘিঘটা । তার কাছের ধরনে  
মান হনো এড়াইয় কর্ম আগেও করণা করোনে সে, কোথাও কোন বিশুদ্ধা  
সিধা তেল না । এনার বেগিয়ে এসেছিল অঘিঘটাও হুলাই ফল সে ।

লৌকিক ন্যায়ালয় করে দেওয়া হয়েছে। এখানেই বলা যায়, এই ন্যায়ালয়টিতেই এক  
সিদ্ধি সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ, এখানেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ন্যায়ালয়টি  
স্বাধীন। ন্যায়ালয়টিতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, ন্যায়ালয়টি স্বাধীন।

সেইসঙ্গে একটি আলাদা কক্ষ থাকবে। সেখানে বসিয়ে রাখা হবে প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের।  
সব মতো দেখতে খুবই সুন্দর।

સિલ્ક ટકાવના અનિવાર્ય બાબતિરૂપે સ્વચ્છતા જાળવવાની

‘নভিলে অনুবর্ত্ত কয়ে আলি নদীতে বিয়া। ইফালে মুখে কামড়ে হল।  
‘বসন্তের আঁধার দিকে অফালে ন নলে তিখি।’ বোঝে উল্লেখ। ‘আঁধারে না  
আঁধার দিকে।’ অতিথানে স্পষ্টভাবে বলা যায়।

[illegible]

জিয়া তখনই উঠে নীতিবুদ্ধি । নীতিবুদ্ধি তখনই চলে ।

ভেবেছেন কিনা, এই পাঠে 'অন্তরে' শব্দটির সন্নিবেশিত। 'নেহা' শব্দটি 'নেহা' শব্দটির সন্নিবেশিত।

প্রত্যয়ে অন্যের মতো ভাবের ফেলসফীতে মিলে চাইল বিদ্যা । হাত বাড়িয়ে তুলে দিল । চিহ্ন ফলস্ফী মূহুর্তে বদলে গেল । প্রবীণ চোখে চোখ । সত্যমক । ছবিটিতে বালক সবে উঠে দিল ।

হাশিম সাফিয়ে সখিঁ হান্না, তালপা গলমহালা কবালটা কেব কহে মুখে নিল  
কুল। ই মাত্ত মুখ হেলে একর আদনা কায়ার বেলায় গুলন বিয়া। জোতের শেহনে  
শিয়ার কাম হান্না। কায়ার পেয়ানে মুখিক কোটা লম্বাটা খুলে লতা শানিয়ে হাশি  
কাজেটা হুইত মাজন ও আকলর কামালা নিজে সখাটা মুখে নিল বাড়ী।

প্রত্যয়ে কোন রকম জরাজীর্ণ নীতিমালা প্রয়োগে শুধুমাত্র বিচার-ব্যাপারিত  
শুধু। অর্থসম্পত্তি অনুসরণ করেই চলে যান। মাঝে মাঝেই যেহেতু দু'তাপ  
হওয়ায় জোখাট। জোখান ও কপালসের জামসিটে লক্ষ্যসহ সঙ্গত হয়

কায়্যে কোমেছে বিয়ায়। 'বুব-বাহাদুর হুসি' যাকার মিত্রে টেকম এ, মুখ পথকে  
হাত স্তায়নি। 'বীরপুত্র'। পুটী কাকার ওয়া এসে এখানে অসমান বারো মিহা  
শেখা হোমার কোমের সামনে। মই পচ, বাসল ভাই। একটা কিং কবো, হুসি

একশত কোটি টাকা খরচ করে একটি সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।  
এই সড়কটি নির্মাণের জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।  
এই সড়কটি নির্মাণের জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

বান্দা এতখানি ভয় পড়েছিল তাইবদেশীয়ান ঢেঁদেই ছিল। আমরহাফা মোখ  
দায়েং তখন লুপ্তহীন ছিলো।

“इसका अर्थ है कि तुम्हारा यह खयाल गलत है कि ‘मैं’ और ‘तुम’ के रूप में  
होगा। ‘हमें’ के अर्थ में, हमारा एक ही अस्तित्व है। यदि यह सत्य है, तो  
‘हमें’ के अर्थ में, हमारे अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है।”

‘सायबान’ सायबर स्पेस का हिस्सा है। ‘सायब’ का अर्थ है सायबर।



‘দেশ, ভবন-সংস্রাণে হুমায়ো,’ বলে অগ্নি অপেক্ষা করল না রক্ত। স্তম্ভ পড়ে  
অক্লিস ত্যাগ করত ও, পেছনে ছোঁজের দিল দরজাটি।

এক-খন্ডি পুরে, পোলাল পালি ফিটফিট হার, রাজ্যায় চন্দ্রম কুড়ি আঁখুল লেখন  
বানো একটা কাঁচাবে; এরা ভাঙিনটাইলেন একটা চিকানা মিলি ছাইকরবে।  
নাকের অধির টাঙ্কিরকর মধ্য মিষ্ট আর লব কষ্ট মিষ্ট এগারক, কঁচা চোখ  
সামান চোখ বসে বইল বান।। দু'চোখের স্পন্দ বানো গর মুঠো লাগানো হাত মুঠো  
কোকলায় অবলম্বিত অনভিতি জানান মিষ্টে।

কাব্যটি সোভিয়েত এডিনিটভয়ে বাক নিয়ে তেজেকুয়ের চুক্তি শুল্ল একটি কোলাহেলনুর ব্যাক ট্রিটে। এক মুহূর্ত পরে খেয়ে পড়ল ভাটা, এবং বেগিয়ে এল রান। ডাবিভারের উদ্দেশ্যে একটি মিশ ভলাভ টুয়ে দিয়ে পেভভেইর ৬৭৭ দিয়ে না বড়ল, লড়াইরত সোভিয়েতসোকে লাল কাটিয়ে এগিয়েছে।

४। समिकण्ड-अपकात पत्र बाह्य दण्ड मर्यादा, एवम् अन्य नियमित कर वसुतिरुप धर्मदत्त दण्ड दण्ड मर्यादा दण्डावली एक बाहुल्य।

"कैलाश आशुतोष" मद्रासकर आशुतोष ठाकुर द्वारा

'ငါ့ကို မှီခိုလေ့ရှိတဲ့'

‘ସର୍ବୋତ୍ତମା ।’

শিবলি অতিথি সন্মানার্থে বিনামূলি খুসে নিল। 'সাবধানে খেয়ে, নিশ্চিন্ত, কখনও'। 'আজ রাতে আত্মা আছে ইন্দ্র'।

মুজিব পান যেমন তবায় তে কয়ে অফস্কান সিঁড়িগুলো রোয়ে উঠে এসে রান্না

সোনি খায়াবত মূল্য ১১ মূল্যায়ন মাল মুক্কে পেল মাথলা অংকই ও। ওজন মাতিয়ে একটা মতজায় করাচাও কেল ১১। এতালিক লগ্নবতের বিড়ি মিলি পাও মতলা মিলজ ইয়ে পেল অংকবী। মতজাটি আয়ে আয়ে মাল ইয়ে। খুজবের মতন ডাক ডিবুক নিয়ে ছিলিমে পেশাবহল ইয়ে ওজন অংগামতুক জাতিপ করে মিল বনাও।

“रि०” सङ्ग्रह हाईस।

‘‘ଦିବ୍ୟାତ୍ମକ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରାସି ଶୁଦ୍ଧାତି । ସାମ୍ୟମ୍ ଶାମା ।

মসজিদা যক্ষ স্তম্ভের দিল ছোঁয়া। কি এমন বলছে সে অন্যতর দেশ জানা, আত্মপরি  
মসজিদটি দেখেই সেদিন যের স্তম্ভের দিল কাঁদা। 'জি ক' গভি' কানন।

চাঁদচাঁদ জোড়ায় একটা টেবিলে বসে আছি পল উমর, পোকার চোখায়ে

চেতনায় কৃষ্ণ হৃদয়ের তিক্ত রংছন্দানুগা এসে মোড়ান ঘন। অম্মা মোক্ষপথলা  
মন্ডলমহের মূর্তিতে। প্রভ নিজে একাকী। অম্মা ভাষানন্দ। গভীর অম্মাচরণ  
কালকাল জীবনকাল কাল কালকাল। কাল-কালকাল। কাল-কালকাল। কাল-কালকাল।  
কাল-কালকাল। কাল-কালকাল। কাল-কালকাল। কাল-কালকাল। কাল-কালকাল।  
কাল-কালকাল। কাল-কালকাল। কাল-কালকাল। কাল-কালকাল। কাল-কালকাল।

[illegible]

কাজগুলো আরম্ভও পৌঁছানো যায় নি। ইনসা, গুলা বাব্বের পুত্র ফৈয়াল  
বোঝেছে। হাতের তালু কটা এগারো কুয়েত ফেলে মিলি চরম প্রতিক্রিয়ায়। জয়ান্তি  
পোহলে উঠলে উঠে দাঁড়ান ও এগা বানাকে পোহলে মিথ্যা বলে বলে গরবের ও  
হাফে। এর মধ্যেই কয়েক দিন মল কর্মে জীবনটা চাইল।

[illegible]

आशा माझून इतर : 'हिमि मा' केली. 'कस' अर्थानकार मा'.

समय कहकर ईसा। "तुमि कहाँ आसतु मा आसतुई आसतु कि इला? कि आसतु कहाँ?" तिरुमोळ-२-७।

আধাতি নামান কতি কবি চোয়ালে স্বতঃ সেখান বান। সত্বেশা আনান  
ইন্দ্রক কবি লিখিত কথা।

চোখ বন্ধ করে তাকে দেখে ইনসেন্স, 'নামস্তুত' বলল। হোয়াট টেলিফোন ওপর রাখা টেলিফোনটি ঘরের পূর্ব কোণে। ওটির কাছে গিয়ে ডায়াল করল ৩১, এবং দীর্ঘ দু'মিনিট নিশ্চলভাবে আলোচনার পর রিসিভার নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকি দিল।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

১০। হোলের ডালিয়ারে মুখের দান মুখল হইল। পাঁচদিন ব্যা পথের এসেই শয়ান। ভেঁট জ্বলন না কোন দরক থেকে এসেছে। জ্বলনীয় প্রকারে আত্মনা খেয়েছে ওরা। চিকানা জ্বলন নিয়তি আমি। মনে হয় টিপটপ একটা বাতি ভাঙা নিয়তে। পক্ষা প্রভাচ্ছে, এবং কারও জানা নেই ওদের চতুর্থা তিস্ত।

डा. अ. वि. शिवाजी महाराज स्मृति प्रतिष्ठान, मुंबई

এবং নিকে একমুঠে চেঁচা উঠল। 'আকাশদেব যাক্ষ মণি' কলিকতায় প্রচলিত ছিল। 'ম' একজনকে নিয়ে আনি সত্য যাব'।

‘मनुष्योऽपि न, कृत्स्नं यत्नं सत्तु यत्नः।’ यमि अस्मिन् मानवः  
प्राप्य।

ইংলজ শ্রাব্য বাড়িয়ে মোবেলবিশীল প্রকট। কালো বোহন। কুটল মিল। কোষ  
পূর্ণ। নিম্নে চাইল কালো মিল। 'এক মোট মোট মোট নাকি' নাকি।

মাথা বাড়ল বান্দা। উনারা কাঁধে চাপড় মেরে দেবিরে এল। মায়াটা অশ্রুকা বনছিল তখনও। বান্দা সিঁড়ি জোড়ে মৌড়ে নেমে এলে জানানো মিত্র গলা বাড়িয়ে শিলা উঠিয়েছে। 'অন্যায়ম অসানি অসানো কামেনা।' বাকি খেদ-খুদে বসে বসে ও। 'তাই সত্য রানি। ওয়াং ওয়াং'।

[illegible]

‘या भित्तकान् वातुरदः’ अत्रिं नृप कद्रे कल्प जाह्निकार । ‘वातः भुक्ति ना  
मवादान्ना भोक्ति



पानिपत काउंटडाउट ना । टकाभास बास, मिनेरुः॥

“अथर्ववेदो विद्वत्तः प्रजापतिः । नाथिदुःखं दधति दन्तसमुत्तमम् ।”

শেভমেইরি লাম থেকে গুলির মতন হিটকে বেগোন কাঁড়ি, আলো  
কিনারকে সোভেলান এমিনটিয়ের উল্লেখ করছে।

निकु मान कवचन ना, मिथित काउं करन कि मजामाति देखथिन।  
कापलाबा रसीनइय बाण्ड न पेटव चलन छुडिवाउ।

‘আমি না’ উচ্চারণ মিলে শ্রদ্ধা বান। ‘আমার বুদ্ধি আমার মাথায় খিট  
আছে।’ এম হাফিজ মাদানী উচ্চারণ-উচ্চারণ করে বলে আনন্দ।

‘ଜାଣି ରାଜିନା, ସାଥ’ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱାବଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସଂଗୀତର ନା ବଦଳିବ ।  
 କଳକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସାଥୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ।

শ্রীমতঃ ডাঃ সুনির্মল কামরূপ খানসাহেব : একটা কোনও কান সার্জিকাইনে  
অস্ত্রের মিলি শু। স্যান্ডউইচ পাতার কাঁচে গ্যেজেসকে ফিকানাটা জিরো

मिना। वनके बाघमना कलक शला वेद्योते, नकमन माद नुके नाक्या  
एक कलक। विन नुके शला कलक नुके नुके एक कलक।

महा विभिन्नता या प्रमाणित होना चाहिए। बिना चर्चा के किन राजाओं को चुना जाना है। यदि यह बातों में नहीं आती तो फिर भी यह बातें

কোন ধর্ম। ৬৬ বোঝায়। বুদ্ধের দেহের অংশগুলি এখনও সোমেরে আছে। বুদ্ধের দেহের অংশগুলি এখনও সোমেরে আছে। বুদ্ধের দেহের অংশগুলি এখনও সোমেরে আছে।

[illegible]

महर्षि महेश्वर स्वामीजी का जन्म १८७० ई. में हुआ था। वे एक विद्वान् और भक्त थे। वे अपने शिष्यों को अनेक प्रकार से शिक्षित करते थे। वे अपने शिष्यों को अनेक प्रकार से शिक्षित करते थे।

১০। আরো জিজ্ঞাস্য না হওয়ায় ৩। একটা জানালা সামান্য খোলা থাকিবে। তবে  
সামে হোটেলে টিমিত লাতো দেখান ৩। কিছু নেই ওখানে, প্রবন্ধে বাকি থাকে।

সংবাদে খুনের জামে আছে পুত্র হওয়া দেখাও পেয়ে। জানালায় চোখের চোখে  
তার তিন সেকেন্ড লাগল। ওর শব্দ আছে না হয় সাধারণ কয়েক। কিন্তু চিৎকার

১। মেলবোর্ন উত্তর কোস্ট ৩৯৮৮  
২। মেলবোর্ন উত্তর কোস্ট ৩৯৮৮

[illegible]

मिशनर आचार्य एडमंड हाउस आत एकमेव मठ चालवत होता।  
 मिशनर डॉ. हाउस मिशनर एडमंड हाउस आत एकमेव मठ चालवत होता।

[illegible]

१०२

[illegible]

শ্রমিকদের ঘাট

মহাশয়ি অর্থেকশয়ি কুলে সম্মানে নাজিহা কাম বাড়ি করন ও, চাকরগন রক্তধরে  
 পুরন পড়ে রশ্মিহনে চিই করে নাজিহা কিল ডমি। উঠের আলোর লাইটি খুইচটা কুলে  
 পেরে জালনা রাশা

সুসজ্জিত, পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বৃষ্টি সুনামের মিলে ও শিক্ষার্থীদের  
প্রিয়তম ডেষ্টিং বই সংগ্রহ। অসংখ্য জনসংস্কৃতি ক্রয় করে। সুদূর দক্ষিণ ও অন্য  
দেশের বই সংগ্রহ। ক্রমশঃ সুযোগ মতে বই সংগ্রহ। অন্যর বিভিন্ন বই সংগ্রহ।  
অন্যদের বই সংগ্রহ করে রাখা হয়।

একজন মানুষকে সত্যকে আলাদা করে রাখা। জীবিত মানুষের জগতকে সত্যকে  
আলাদা করে রাখা। জীবিত মানুষের জগতকে সত্যকে আলাদা করে রাখা।  
সত্যকে আলাদা করে রাখা। জীবিত মানুষের জগতকে সত্যকে আলাদা করে রাখা।  
জীবিত মানুষের জগতকে সত্যকে আলাদা করে রাখা। জীবিত মানুষের জগতকে সত্যকে আলাদা করে রাখা।

কুমারসমূহের মধ্যে গিরি ভক্তব্রত নামক কল্লি বান্দা ; লোকা থেকে বুলুচ  
একদিনের কলিডিম। আর কিছু নেই। অত্যাচার সহ্যকারণ নেই; কারণ এ ভেদে  
কলিই তার সত্য দেখা দানবে গিরিছিল দলী বোম।

শিখারী হন। দুইদিনে — কত কলসার কুজির কলতে হাইছে মেঘ।  
 বেলিদার — কলসিমাটা কাধে ধেকে বেশ কত শিখারী কুজি মিলে । চেষ্টা অত  
 প্রচেষ্টা করে এখন হেঁটে শেষে পাঠে এমন মনুষ্য জগত এনে পড়ে । উপ

কুমারের পাঠ্য পুস্তক মেসী বেরলিনের সেই ছোট্ট বাড়িটা। এটিতে ছুড়ে মিলে যান।  
বিদ্যাম্বর ওপা। আরেকটি ক্রয়ী থেকে কোথায় মন পাকানো অধ্যয়ন,  
নামকরণ গান। যুক্তি ও জড়ো। সবগুলো গ্রিনিস্ট নিষিদ্ধ হলে বিদ্যাম্বর।

জান একবার ফেল ছুঁলি জিনিসটির সাগরে, সামান্য নিচের খুঁদে মেলাজটি দিন  
নিচেরই খুঁদে ফেল। ছেঁড়বে খুঁজা যখন বদলায় ফেরাটির মাঝবাম। টোলেখুঁদে  
ফেল নুতর, যদি থাকে নিচের মিহানস-এই যখন ও। নোনা, জান্নত ফেল বাগান।

ব্যাখ্যা: বহল বিজ্ঞানসহ অপর উপকৃত করণ ও। প্রযোজ্য সাংগঠনিক প্রদর্শন

অতীত নিজে মূর্খ বোঝায় সে সময় জিনিসই ছাড়িয়ে পড়ে গেছে। অতীত একটা ক্রমের সৃষ্টি হলে। পদাতি আত্মল নিয়ে লোকজনের ব্যাপারের জেদর আবার চোখ রাখল ও। দেশের মত কিছুই ওটা নেই। তেজের নু আত্মল করে লাইলিটা চিরে

লিখি বানাই। স্বাণের নিচে কোমড়াটা অবলম্বি, হঠাৎ মুকিত বঁধা জামাকা, নড়াচড়া  
করক মনে চলে গেছে, এক নিমিষের কাগজ। গুণী মেঝে ধরে উঠিল ধান।  
নেত্রিশাখারো এগুনি শীটে বসে বসে হঠাৎ করে অসুখে লিখা একটা চিঠি। তাখাত

স্বাক্ষর: \_\_\_\_\_

विश्वविद्यालयः । एतन्मार्गं यथा विद्यया नानायाः कथं विज्ञायते । (अत्रापि  
अनेकं विषयं विज्ञायते) । अत्रापि अनेकं विषयं विज्ञायते ।  
विश्वविद्यालयः अत्र एव ।

শ্রদ্ধাভাষণ ৩৫



কালক্রমে ময়ূর তাঁর করে বুক লুপেই দেয়া মিলে যান। তাছাড়া ভাবনা  
জড় হয়ে উঠে যায়। কী অসুখে এসে উঠেছে কিউবান। কিছু এতটাই মোহামুদ  
হলে মৌর করাত খাটছে ও। উঠে আসল যান এবং হঠাৎ মক্কেল উঠানী বকল  
মুচকুচকাবে। কিছু আর কিছু লাগবে হলে না। এবার মজার ডাঙা কখন ও  
বাড়ি নির্দিষ্ট সিঁড়িতে দেখিয়ে জন কান্নাকাতি।

সুত্রপালে উঠে ঘায়ের কামড়ের চুকে পড়ল ও। চিঠির জালসা দেখল বিশাল এক বাচ্চের এটা। জানালার পরে চিঠানো বয়সের নির্দিষ্ট হতে হাত বাড়ান নাটকি সুইচের নিচে। কেবল একটি পটা যাকে গা কবোরে লুপস এর। কিসের গন্ধ এটা বুকে পেতে বানি, মনের ওপর জোড় খাটিয়ে আলো জ্বালান মনো তাকে। একবার বললে উঠে নিচে গেল আলো, ও পলম সেরে দাঁড়। পলমুহুর্তে সুইচ অফ করে দেয়ার।

নিম্নোক্ত অসিঁখানার মতন সেখিয়েছে কাঞ্চনচাঁপে কড়া আলোয়। বাঘটো দেয়ালের কাণেগো এবং একটি ছোট ছোট বকরাশা শীত নিয়ে ঢাকা। দেয়ালে, বাঘের পাশে দেয়ালে কালের মাথা। একটি টেবিল রয়েছে বাঘের মাথা এবং সেটির ওপরও একটি বকরাশা দেয়ালে পড়ে আছে। রান্না সেখিয়ে দেয়ালে কি যেন ঢাকা পড়ে রয়েছে খুঁটির নিচে।

সিম্পলি নাড়িয়ে রয়েছে জানা, চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে, ফুটা ফাটাসে ও  
নুত। ধীর একটা কানন বসলেন বাড়াল-ও, হোমোলেটের নিচে পিঠেবসে মল চকিয়ে  
কটীকে ফেলে মিল টেবিল থেকে। টেবিল থেকে গড়িয়ে ওর পায়ের কাছে পড়ল  
মদ্য, সাদা একটা হাত।

চিল্লি খাম মেধা নিয়োগে সর্বোচ্চ ডেজ পেলো রানা। মুখে ডেজ আসা-যাওয়া  
 গান্ধিত গিলে ফেললো = : হাতটা বীজ দূরীতে লক করল ও। কিন্তু এটা হোদার  
 ইচ্ছে জাগল না মন। হাতটা নক ও বাহা, নাকলো নাকলো আনন্দিত হক।  
 কোন সনের নেই এটি একটি মহিলাও হাত। মুতার গলে বসি বসি হাত জাগে  
 সানার, বাগের কাছে গিলে শীতের টেনে নবল ও।

একজনের মূখ্যমন্ত্রী কিংবা আকস্মিক মৃত্যু নতুন কিছু নয় এর কাছে কিন্তু তারপরেও প্রকট একটি সীমাবদ্ধি রয়েছে ও । এখানেই রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রগুলিকে চিনতে পারা, যেখানেই সরকারের কোনো এসেছিল এর কাছে । এই ক্ষেত্রে, মার্কসের মতী অংশে জনস্বার্থ একটি মানস ছিল যেখানে

ସାମେ ଡିଏସ୍ କାଟି ଆସିବା ପାଇଁ ସାମେ ନିଜ ଡ୍ରମ ବାଜି ଉଠାଉଛୁ । ସାମେ  
ଫିଲିମ୍ ଥିବା ଉପାକାର ମାଗୁଥିବା । ଆମି ଉପାକାର ଆମେ ଓ

[illegible][illegible]

লক্ষ্যটি পাচার করার জন্যে অংশেই যাবে আসবে ওরা।

লাপাটা পাটার কেবলি জবান অংশই ফিরে আসবে ওয়া।  
 চোখোজোড়া সৰু হলো হান্স। এখন এর কাজ হচ্ছে নেক দুটি মা ফেরা  
 খেঁচা কাটাকা করা, একে ডাঙার সর্গচ্ছিন্নে তাদের ওপর ছাপিয়ে গড়া।  
 কোরালের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে কোরাল কোরাল করে নাকি পুরো বাপাটা  
 একই কান্ডেই ফেরে ওঠার আগেই, অন্য কোরাল ডাঙার একটা পাতি ছাট করে  
 ওয়ে খামল একে চাক্ষুণে কানে এক পাতি মলো খামলার লম্বা।  
 ওয়ে খামল একে চাক্ষুণে কানে এক পাতি মলো খামলার লম্বা।

[illegible]

হাস্য। এতখিনি বেরিয়ে গলে নানিটাদের ওপর দিয়ে ঝাঁকি মারল ও। হঠাৎ  
নিকিও নষ্ট সিঁড়ি বান পড়ল। সেখানে আসে, উৎকর্ষ, বানা বেল। ফি  
নিকিও খাতিয়ে পড়ল। পরাম্পর যোগ দাওয়াচাচি করতে দেখল ও পোষ  
সুড়কে। এবার বানা না যেট তার নকি সিঁড়ি উল্টেছে তা খেন কিছুকি করতে  
তার কেন্দ্র নানিটাদের নৌতে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। মাথা নামিয়ে গিয়ে  
বানা তারের ওপর না বানা নানিটাদের এত দ্রুত পৌঁছে গেছে বলে।

মিথিল বাক বহুভেদে যানাকে দেখে কোলকাতা ক্রীড়াকান একে প্রাণ হাতে ছেঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে। পরপর তিনবার গুলি অস্ত্র দ্বারা মোকটায় ডাক ও মার করা হয়। মিথিল ভাষাভাষী অস্ত্রস্বামী কেবল উইল গোলাগুলির প্রকট শব্দে ক্রীড়াকান মোকটায় খান অটিকে বাঁচানোর শব্দ ফেলেন জানা, ইমতি খেতে নেয়ে পড়ে বিচিরি অনায়াস কাঁদতেছে সে। ওলোও।

যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায়ই সোভিয়েত সৈন্যদের প্রেরণ করেছিল।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার মুদ্রণের ক্ষেত্রে না। নিজস্বের প্রাচীন গ্রন্থাগারের পুঁজি  
হারা গাড়ী ছিল সে, একে ছাড়া অন্যদেহনগাৱে ছিল চলে গেলেও, যা নকশা  
পাঠান না।

গোষ্ঠার মতন উড়ে গিয়ে পড়ল শোকাবীর গায়ে বানির দানব খেতে-  
 মেনেতে, ক্রিটবানটাকে নিচ গিরে হতভুত করে পড়ে গেল বানা। বেটে বাহ  
 এলবার কেবল খাণ্ডভয়ে শীতল আত্মত্বিকার হাড়তে পেরেছিল কিছু একটা তে  
 আসতে দেখে, তার পরগাই বানা পেড়ে ফেলেছে একে।

শরৎ সাহেবের মতে নানা পুস্তক প্রচার, দু'মুহূর্তের জন্যে বিতর্কবিতর্কিত  
ভেদমণি পড়ে উইল বান। হাল থেকে ছিটকে চলে গেছে শিল্প। রাস্তার কল  
করে বাঁটুর হাল কল নিতে পারল, আবহাওয়াবে টের শেল দু'বাহর ঘেঁষে  
সামান্য।

[illegible]

ହାତୁରସରେ ବଳେ ବାଳା ଦେବତା ବାଳଦେବତାଙ୍କ ସାଥରେ ଶାନ୍ତିରାଜା, ଶାନ୍ତି  
ଦେବୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଏକାକୀ ମୁଣ୍ଡଦେବତା ଶେଷକାଳୀ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, କା

॥०८॥















"তার স্বপ্ন করা মানে," স্বপ্ন করে কল টেনার। "পার্টনার বলেছে আপনি ভাল লোক এবং আপনাকে আমার সাহায্য করতে হবে। পার্টনার আমার বন্ধু মানুষ, অনেক সম্পদ রয়েছে, তার জন্য আমি আমার সাহায্য করতে হবে।"

তারা অনুমান করল পার্টনারের সঙ্গে নিশ্চয়ই ইমসই যোগাযোগ করেছিল।

"কত দিতে হবে আপনাকে?" জবাব দেয় কল রানা।

খানিকটা আতঙ্ক ইমসই টেনারকে। "কি দিতে হবে না," নোয়া লাপটা জবাব দিল। "পার্টনার বলেছে 'তরলকে সাহায্য করো,' এবং সেটুকুই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

চোয়ালে কাঁচ উঠে কল রানা। স্টেটে সোফটার আন্তরিকতা দেখে একটি হতভম্ব বোধ করছে সে।

"খুব ভাল," মন্তব্য কল। "আমাকে তুল বুঝে না। অনেকেই এসে নীতি-নীতির বালাই থাকে না কিনা—"

"আমি তোমাকে বিশেষত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি," এর কথা কেড়ে নিল কল টেনার। "কিন্তু তুমি আসলে ঠিক কি চাইছ?"

কল রানা জবাব দিল। "আমি আমার নিজস্ব মধ্যে চুক্তি চাই। তোমার জন্য কেউ হয়তো কাছে লাগতে পারে আমাকে।"

"পার্টনার বলেছে অর্থব্যয় লক্ষ্য হিসেবে তোমার নীতি কলম আছে।"

মুগ্ধের চেহারা কিনা অতিবাস্তি কলিয়ার চেহারা ছেঁটা কল রানা। ইমসই মনে মনে অভিমান দিল। "যদি আরও কিছু প্রকাশ করে দেখান তোমার।"

"এই আমার এককম," মন্তব্যের ভঙ্গিতে কল।

"আজই হয়তো তোমাকে ব্যবহার করতে পারব।"

একটা মুক্তি দিল রানা। "আমার চায়না ছিল মেলসনের মনে চোকাটাই নকড়েই লাভজনক। ওই তো এখানে কলকাতা মারছে।"

ধর করে ছায়া জলে উঠল টেনারের কলহলে ছোঁয়ায়। "মেলসন, ও তো একটা শিত।"

"মানে?"

"আজকের মত ওদেরই হিশু করে দেয়। ওর সঙ্গে ভিত্তি কোন জিহাউ ইনে না তোমার। নীতি পছন্দই ওর ঘর জারিজি।"

মেলসন একটা ফলতু লোক করছে হঠাৎ রানার। "আজও চাই কল।"

"আমাকে অধিক করলে তুমি। আমি ওয়েলিংটন মেলসন শহরের বিপদানের একজন।"

যদি লগ্না করে মেথোতে ফাটলে খুব ফেলল টেনার। "পক্ষ" কল।

"আজই তো?"

মেলসনের কলিয়ার ওয়েলিংটন টেনার। "কি তো আমায় লোক। তরলকে তোমার একটা না একটি কলম্বা করেই দিল।"

রানার মত চোখে খানিকটা মত মেলসন শহর পেল। "এই মাম কি আমার হোয়াস?"

সহজ জানাম টেনার। "শহরটি মত হাডের মুদ্রাক্ষর।" করত লিয়ে নিজের

অজায়েই খুদে ডান মুঠোটা পানিরে ফেলেছে ও। "কুখতে পেয়েছ?"

মাথা কাঁকান রানা। "বেশ, কল ও।" তোমাকে আমার গাতি মানলাম।"

টেনার উঠে মাড়িতে পেছানটা লামিরে রাখল টেনার। "মত একটি কাজ বাকি আছে আমার, তারপর অন্য কাজে মেলা করতে হবে আমার। তুমি ততক্ষণ এখানে বিদ্রাম করো। কলম্বা পড়েছে অর্থব্যয় হোয়াসের কোন অর্থ হবে না।"

ও চলে গেলে, রানা ডান খুদে মাথা খেলাতে লাগল। রানোর চাকনা খুলতে মেথোতে ও মতমি কেবেছিল তার চাইতে ও মতমিটতে। এখন কেননা সবধামে পা পেলে গালা।

হঠাৎ রানার নকল কলহলে গায়ে লাগতে চোখ খুলল ও। "কলকলী মত এসেছিল এবং এখন আরও করে মতমি লামিরে দিচ্ছে। তোমার চাকি খুদালাল সব লোক রানা।"

টেনার মে ডোরাটায় হুদেইল সেটা থেকে রানা সেল খাইরে নানিরে আসল। উঠে মাড়িমোক তৈরি করল।

"কল থাংক," কল কলকলী, এগিয়ে এস। "তোমার মত কথা আছে আমার।"

অলস কল কল আবার। "মাম কি তোমার, রানি?" কল ও, সত্যকলপ করছে।

"তোমার, কল মামিলা।" কলি কল ডাউন সমাই।

"মামকল নাম, কলি," কল রানা। "তা তোমার মতলবরানা কি?"

টেনারের চেহারা কল মামিলা। "তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে লিয়ে মত, পক্ষ-ধামে লামিরে কল ও।" ও শহরে আমানী করা। যে গাতি হোশামিন দিত না।

ও উঠে গেল রানার। "কে বলেছে তোমাকে আমি ঠিক গাতি?"

"কল মতলব পড়ে না। তুমি এখানে এসেছ কলের গানার অলম দিতে, মতলব করতে পারো। কিন্তু কোন লাভ হবে না। ও শহরের মতলব বিদেশী কমিটিটল মত করে না। কলম্বা কলম্বা সবে না পড়লে ও মিলের মধ্যেই কলকল পড়ে উঠবে তুমি।"

কলকলো মামিলা কল রানার। "তুমি বন্ধু মামকলী মেথো গো," কল ও। "কিন্তু তোমার কল কলতে গাতিই না কল মতলব। পেটের নামে এখানে কলম্বা কলতে এসেছি আমি, এবং এর শেষ দেখে তবে মাম।"

মামিলা পড়ল কলিয়ার। "আমার মত এটাই কলম্বা তুমি," কল ও, উঠে পড়ল।

"নিজের কল কলতে পারলে মত পড়তে। মামকল, সবধাম থেকো। আমি ওদের কাড়কেই বিদ্রাম করি না। টেনারকে তুমিও বিদ্রাম কোরো না। মেলতে হোয়াসলাই হলে কি হাড, আত খুদী।"

টেনার উঠল রানা। "আমি খালাস," কল। "ও তোমার মত এখানে মেল কলম্বা মামকলী কেটে পড়ে। মতলব দিতে এগিয়ে লিয়ে গেল কলিয়ার।"

"তোমাকে এসে ওর কাছে বারো তুমি একজন মামকল পুষ্ণ। কলম্বা কলকল পড়ে উঠে আমি খাই না।"

পায়তালুর খাতি







"চলে এসো," রানাকে বলল টেলর। তিমশীতল কলংঘটির হুমকি অঘোরা  
করাব সাহস পেলে না রানা। প্রতি কিলমিটারেই এ মোক জাত খুন্সী।

ভয়েনের কাছ থেকে সরে এসে দু'হাত পকেটে ঢুকল রানা।

"আমি এসব সহ্য করব না," শুকপট্টার এখন টেলরের কণ্ঠ। "আমি রানের  
এখানে নিয়ে আসি তারা আমার বন্ধু। তাদের সঙ্গে তল আচরণ করা হবে নেটিভ  
রানা। এর অন্যথা করা হলে তারা যাকের মাশুতি নিয়ে রেখে।"

হেসে উঠল রানা। "তুমি বড় পাকা ব্যবসায়ী, জন," বলল ও। "হেতেও  
কাটো, আসতেও কাটো। নিজেই স্বতম করে আমার ব্যয়ও বেতবে। যা যা  
হাঃ..."

টেলর ওর শিরুল সত্বেও অস্বস্তি দূর হলো সবার।

সুখে ছেঁচর করা একটা হাসি ফুটিয়ে তুলল টেলর। "এই পরামে মাঝে ঠিক  
থাকে বলে।" পরিবেশটিকে হালকা করার জন্যে বলল। একটি কাছের সামনে  
শিরে ডিম্বের দাবড়া কলল সে।

বিষনের কাছ ঘেঁষে এসেছে রানা। ওর খাতলা, এই বহুত গোটা লনের  
নিকটতম সত্য। খুঁটি অসমতা, এবং এর সবই মোকাবিলা করতে হবে ওকে। "মে  
গরম, নিজেই ওপরও খোঁজা করে মায়," শব্দ সুরে বলল ও।

টেলরের চোখ থেকে সন্দের তখনও দূর হয়নি। "বাম বাও," বলল ও।  
"এখানে এসেই মধ্য পকেট এটাতে নিজের দর মনে করবে।"

ফোলাসের কানায় নাক ঠেকাল রানা। "আচল আছে?"  
চোখ ফুটল টেলরকে। "মহমানদের সঙ্গে হাত দেখা করার সময় মেরি," বলল  
সে। "আমি জানিয়ে দেন খন দুনি এসেছিল।"

ফোলাসটা নিরোপণ করে শিরে হারে দাঁড়াল রানা। টেলর নড়ে উঠতে ইচ্ছা  
থাকে মাঝেই কলল। প্রত্যেককে শাল্য করে দেখে মিলে ও। "মাক, এখানে এসে  
জানই হলো," বলল। "হেনোহিলম প্রানকর একটা মল দেখতে পাব, কিন্তু কিসের  
কি। তোমাদের নিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। আসলে, জাউস কেউ  
একেকটা। কলনার মাঝে আর তোমরা, ভাবত 'অচল' লোকটে ভরে ফেলত।  
নেলসনের লোক দিয়ে দেখা করব আমি। ও নাকি ম'কপের রাজা, একি কিসের  
উত্তরের মাঝেও পাইয়ে দেয়া হয় দেখে আমি। তোমাদের মত লোকদের  
সাথে মেলামেলায় চাইলে বলা দেয়াই বেশি দরকার হবে আমার জন্যে।"

লোটেইর ভেতর সত্যিক করে সেল সেল বিজ্ঞান হাত। কিন্তু টেলরের শিরুল  
ইতোমধ্যেই বেটিয়ে এসেছে। "আমি," বলল ও।

ওরা চারজন নিরব রানে। ওদের এক মুখতলো দেইর বাসি ঢোল বাজল।

"আমি ওর সঙ্গে বসে নিব, এসেছি," বলল টেলর। "আমাদেরকে ওর পছন্দ  
না হলে ও নিয়মিত বাক্য দেবে।" শব্দটিকে ওর মত অস্বস্তি দূর।

ইতোমধ্যেই ওর মাঝে একমুখের ফোলা, অ'কাল," বলল রানা।

ওর হোলে বোঁকি পড়ল ও। রানা জাউস ইতোমধ্যেই। ফোলাসি ইতোমধ্যে  
কলল ওকে। এলিভেলের মত লোকের মত ওর মত ওর মত।

শেটীশাভাটীতে দেখে মাঝেই ছিল আছে বলে মনে মনে রানার। নেলসনের

কোনার পাওয়া যাবে তার কাছে জানতে চাইল ও, লোকটা জানাল ফোলাস টুটে  
একটা অফিস আছে নেলসনের। এক হাত-ইশারায় একটি ঘাস্তি তাকে দিল।  
ওর হাতে লুটো তলর টাউ দিল রানা।

নরনা মেনে হতে জাউস মনেই একে লোহা তলর হাতরানক।

একটা মোকামের ওপর নেলসনের অফিস। তার এক সার সিঁড়ি আঁচর পর  
জুস্টেই গ্রান-পারেনক মলজামির সোনা ঢোল এল। ও ভেতরে ঢুকতে, চেহারায়  
শের চিহ্নের মাঝে এক সনতরবলা মহিলা টাইপারিটীরের ওপর খেলে  
সনোহের চোখ ওকে নিরীখ করলে লালল।

"ইন্ডান আছে," ডিম্বের করে কুবনভোলালো হাসি হাসল রানা, "এতে  
কাজ হবে মাশা করবে ও।"

"তিনি এখন কল ম'হেন," বলল মহিলা। "আক্ষর নামটি।"

"নাম? শিরে কল ম'হেন।" মরিস রেনের। কলকো আমি নেলসমান নই এবং  
ওর সাথে এখনি দেখা করানি বুঝি মলজামি।

উঠে দাঁড়িয়ে পছন্দের একটি মলজামি উল্লেষ পা বাজাল মহিলা। "আজ  
একটা এখনি আমার সুযোগ নিয়ে, মল মল ন'কলমে ধরে নেলস রানা এবং কল  
প্রবেশ করল ওর একই সঙ্গে।

তামাটে গারের বা নির শীতলের মলজামি লোক নেলসন। ডিম্বকটা তার  
মুঠের কলল, লোকটা টিয়ার টোয়েই মত ইকা। চোখ তো মল মেন সাপের মলা।  
হানীক মেনে নিয়ে জাউস মহিলাটির শিরে ইন্দুরিতে চাইল সে। "কেন এই  
লোক? কি তার এখানে?" খেঁকিয়ে উঠল।

চরকিক বচন মুখে দাঁড়াল মহিলা, রানাকে মেনে চোখ খেঁকিয়ে আনাতে  
চাইছে কোটের ছেঁক। "আরি। আপনি এখানে কেন? বাইরে যান।" বলে উঠল।

মহিলায় শাল খেঁকিয়ে প্রকাও চোখটির সামনে চলে এল রানা। নেলসনের  
ভেটী অল্লকটি প'টি লক করল ও। কামো কলো মল ও মোহা হাত মুঠীও  
ওর দৃষ্টি এড়াল না। টেলর কিলমিটারেই। এ মোক পাতে জোলাত জোলা নয়।

"মরিস রেনের আমার নাম," বলল রানা। "হাউ ডু?"

মহিলায় উল্লেষ নেলসন মাথা ঝাঁকনি দিতে সে বেটিয়ে লেল, জীক "কট  
আওয়াল কল মল হলো মলজামি। "কি হাই তোমার?" চোখ লাগিয়ে জবাব  
চাইল নেলসন।

ভেতরে দু'হাত রেখে সামনে কুঁকে এল রানা। "আমি এ বছরে একটা খাটি  
চাই। তোমাদের ওর মল মেনে আনছি। বনিকলা হলো না। তুমি আমার লিটিং  
বুঁকির আছে, এই এখানে আস।"

"এসে কোথেকে?" বলল নেলসন।

"পার্টনার।"

মল মলজামি পল করে সেলরে পলিক নেলসন। "ইউর প্রোপার এতোমাকে  
কলে লালয়ে পারেনি। কেন, শাল মল কেন?" ওর বস্তুতে প'টি কল।

ইতোমধ্যেই ওর মাঝে দেখা হয়নি। ওর নেলসনকে ওর মত মল মল  
গেছে। ওদের কল মলজামিও পছন্দ হয়নি আমার।

পলসনের খাটি



‘অমর কাছে কেন?’

সাত বের করে হাসল রানা। ‘ওরা বলল তুমি নাকি রোহাঙ্গের কাছে একেবারে ছেলমানুব, ওর নাম কখনে ভয়ে শেখাল করে দাও। তাইলায় কলটি চোমাকে জানানো নরকার।’

রক্ত উঠে এসেছে নেলসনের মুখে। ‘সেটা? ওরা একথা বলেছে?’

‘তবে আর কলি কি, চাইলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওদেরকে বানর নাচ নাচাতে পারো তুমি।’

‘কেন?’

‘খা বাথিয়ে একটি চেয়ার বিনে নিয়ে বসে গড়ল রানা। ভেঙে রাখা সিগার বক্সটা নোড়চেড়ে কিছুটা কালকৈশপ করল। নেলসন লজ্জা করছে ওকে। লোকটির চোখ এখন দুঃস্বপ্নবৃত্ত ও উজ্জ্বল।

‘ব্যাপারটা এভাবে বিচার করো,’ বলল রানা, চেয়ারে গা এলিয়ে মিল; ‘আমার মুষ্টিবোধ থেকে। আমি গার্ডনারের লোক। আমিও তোমাদের মত সহজে কিছু ঢাকা কামানোর খাফা করছি। গার্ডনার বলেছে হয় তোমার আর নছতো নেলসন। রোহাঙ্গের লোকেরা আমাকে পাড়া দিল না। আমি এমনকি ওর সঙ্গে লেগাটাও করতে পারলাম না। অথচ তুমি—আমি এখনে আসতে-না আসতেই তোমাকে পেয়ে গেলাম; একটি বুক চাপটা পছন্দে বাইরে শাহারায় মাথিয়ে দিলি সেটা কুলিয়ে বসে আছ। গার্ডনার তোমার কথা বলল কেন? তুমি একজন কেউকেই না হলে নিশ্চয়ই বলত না। এই অফিসটা হয়েছে তোমার একটি মুক্তি। এখন ভেবে দেখো, তুমি আর আমি মিলে ওদের একটি চ্যালেঞ্জ খুঁড়ে নিতে পারি কিনা।’

হামকা শ্রাব করল পেটিক। মাথা নাড়ল। ‘এ মুহুর্তে তা সম্ভব না,’ বলল। ‘গার্ডনারকে আমি চিনি না। কোমলিন নামও শুনিনি, এবং তুমি তার ছাড়া থেকে এসেছ তাও বিশ্বাস করি না।’ ‘আমার ধারণা তুমি একজন চণ্ডীখান্ড খানমান, চাপা পিটিয়ে কাজ বাগাতে চাইছ। তোমাকে নরকার নেই আমার এম, আশা করি কোমলিন নরকার হবেও না।’

টুটে মাড়িয়ে হাই তুলল রানা। ‘বেশ,’ বলল ও। ‘আমি ভাবলে এখন একটি বিশ্রাম নিরিগে যাই। তিজা-জাবনা করে দেখো, আমাকে পারাডাইস হোটেলে পাবে। টেলিফোন সঙ্গে জানাশোনা থাকলে কথা বলতে পারো, একটি খরচা পাবে।’

নেলসনের উদ্দেশে নড় করে অফিস ত্যাগ করল রানা। নিতর চক্রে এসে ডাব্লি ভেঙে সোজা হোটেলে ফিরে এল। রোহাঙ্গেরা লুকে ইফ স্টেকের অর্ডার মিল ও। মুখ চলেছে এসময় টেলিফোন এসে ওর ডেস্টোমিকে বকল।

মুখখারি খানার নিতর কল হাক। ‘কি রে, লুকে স্টেকের অর্ডার, নাকি জবনা মন্য?’

উজ্জ্বল সেনায়ে তিলক বেল। ‘কলটা বোঝার জন্যে হ্যানি—ওরানে তাও সেনিয়ার বলে আসে।’

‘তাই বুঝ?’ নিরব মুখ করে বলল ওনা। ‘জিজ্ঞাসা কি জানো, আমার সঙ্গে

কেউ অভ্যস্ততা করলে আমি অমনই করি, কেন, কি হয়েছে?’

‘শোনো, রিডনকে অত সোজা পাবনিক পাওনি। ওর সঙ্গে নোকা ছাড়া আর কেউ এমন আচরণ করার সাহস পায় না।’

‘থাক, আর বোঝো না,’ ভাব করে। ‘চেয়ারের কপাট তীতি কুটিয়ে তুলল রানা। জেনে নিয়ে টেলিফোন জানে বাউন চরে, চীজ ও এক ফেলাস মুখের অর্ডার দিল। খানার না আসা পক্ষের মাঝে টেলিফোনবর্তী নিকে মুষ্টিবোধ রাখল টেলিফোন, এবং ওয়েটেন চলে গেলে পর মুখ খুলল, ‘আমার জানে ব্যাপারটা খরখা হয়ে গেল। জানেই তো, এদের সঙ্গে ঠিকন করতে হয় আমাকে।’

‘কি-কিভাবে?’ নামিয়ে রাখল রানা। ‘বাতোকর লোকটির উদ্দেশ্যে বদু হাসল ও। ‘তোমাকে আমার হানি কেলেছে,’ বলল। ‘এখন পর্যন্ত তুমিই একমাত্র আমার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছ। কথা মিথি, পছন্দে না।’

‘হ্যাঁটা নিচ নিচ পিটিয়ে করে চাইছে টেলিফোন। ‘সুর্বের ভেতরা আলো জানলার খরখতি গলে এক প্রতিফলিত হয়ে ওর গেলানে। ‘তুমি যদি আরও কোন প্রতি করে বসে?’ ওর কণ্ঠে কল ও।

‘গার্ডনার যেন মল দিল রানা। ‘আরো খেতে,’ বলে উঠল। ‘এত পুরুষের কল কেন চিনি? কেন হয় নেই তোমার, আমি আছি না? নাকে সর্বের তেল নিতে মুমোও পেঁয়াজ।’

‘খাবা সেবে কিল খিটিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা। ‘চলি, মোস্ত,’ বলল। ‘দেখা হবে।’

‘ওনেট মেনো তো না, তাই এসব করতে পারিছ। মাফক, তোমাকে সবমেন হান-চান সহজে একটি জানিয়ে রাখতে চাই। ‘আমাদের একসময় কথা নরকার।’ আশাবিত শোনাও টেলিফোন গল।

‘চলে বিলি কালি রানা। ‘সে দেখা যাবে মন,’ বলল খীল সুরে। ‘পরে কখনও সমস্ত হলে।’

বেটে লোকটির উদ্দেশ্যে নড় করে অফিসে গিয়ে তুলল রানা। ভেঙে রাখা ছিল মানেজার। রানা ওর পাশ কাটাতে মুখ তুলে চেয়ারেলে হালি হাসল।

‘লিভি ভেঙে নিজের রুম উঠে এল রানা। নরজা লাগিয়ে লজ করে দিল। তারপর কোট ও হাট খুলে লুকা হলো বিছানায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুমে জলিয়ে গেল ও, চৌচৌ কোনে এক চিলতে সন্ততির হালি নিয়ে।

‘ফোনের শব্দ হাম মিল ও। ‘তড়াক করে উঠে বসে দেয়াল খড়িতে নজর বুলিয়ে দিল, শৌনে তিন খন্টা খুমিয়েছে দেখে নিয়ে হাত বাঙাল মিসিভালে নিকে।

‘এখনি খুমালার হোটেলে চলে এলো,’ বলল একটি কন্ঠবর। ‘বদু তোমাকে সেপারে চাই।’

‘মোখ পাফল লোকটির উদ্দেশ্যে রানা। ‘তোমার কলকে হলো সন্জালে শেরি একবার। এক আশার ম’বার হাই না আমি,’ বলে রিলিফার নামিয়ে রাখল হামবে।

‘বিছানার স্টান হয়ে মোখ তুলল ও। ‘এক হানিও হানি কি হনো আনাত।







হবে তুমি আমার টাইপের লোক।

‘ক’দিন যাক, বহুতো দেখা যাবে তুমিই আমার টাইপের লোক নয়।’  
হাসল রোহাস। নিশ্চারণ হাসি। ‘তোমার আত্মবিশ্বাসে কোন ভয় নেই  
দেখছি। ভাল, এই-ই তো চাই।’

টান টান হয়ে মৌড়ান রানা। ‘এখন কি করতে হবে আমার?’ সহসা প্রশ্ন  
করল।

কাউচ থেকে নানল রোহাস। ‘ছেলেদের সঙ্গে কথা বলো মাথ, কল ও।  
‘তারপর আমরা গুয়াটাতে যাব। ছোট্ট একটা কাজ আছে আমার। তুমি  
ইন্টারেস্ট পাবে।’

‘আমাকে তোমার পে রোলো দিলে?’ রানার প্রশ্ন।

‘খাপ্যত এক হাজার ডলারে তার করো,’ কল রোহাস। ‘তানমতন  
জানায়নি হোক তারপর দেখা যাবে।’

‘জানায়নিটা শিশুগিরি হলে ভাল হয়,’ কেসিরকর মতন হঠাৎ কল রানা।

‘জানি তুমি বা বললে তার আমার সিগারেটের লগসও হবে না।’

কেসিরকর গিয়ে দরজা খুলিয়ে দিল ও।

বানা, রোহাস, রিডন ও টাইলস এক ঘটা পরে একটা কক্ষি শপে ঢুকল।  
দোকানটা জনাকীর্ণ। অসংখ্য কোরবলী ছোক ভদ্রলোক একটা পর্দা টানা দরজা  
দিয়ে প্রবেশ করে স্ট্রিট অটোম হাতে বাক করল।

টাইলস লোকটা আমাশী গোছের আবিষ্কার করল রানা। বেটে, মোহাম্মদ  
গুতন তার, সামান্য আয়েত কুন্দলেই লোকে রেগে কপটে ডাক করত। স্বতন্ত্র  
গোলাকর্তি মুখটার তার বৈচিত্র্য ফলের মতন একজোড়া হালদায় চোখ, বৈচিত্র্য মূর্তি  
সদস্যের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পরস্পরকে ঘূর্ণা করছে রানা ও রিডন, এবং দু’জনেই সেটা জানে।  
রোহাসের সঙ্গে সঙ্গে টাইলসে রিডন, ওদের অনুগমন করছে রানা ও টাইলস।  
ছোট্ট এক ছাতি প্যানেল পাড় হয়ে এক সার সিঁড়ি বেয়ে হেন্দে গেল ওরা,  
অক্ষকায়দায় প্যানেলটা যেমন অপরিচয় ততমনি মারল। সিঁড়ির গোড়ায় একটা  
দরজা। ‘তারা খুলে দেবে না’ রানা রোহাস।

কমপ্যুটারি বিশাল, এবং রানা মক করল টাইলসকে। ‘সংখ্যক বাক্যব্যয় করতে  
হবে দরজাটা তোলা কাগজে। মজল পকজাটা ধপ করে আঁকড়ান ফুলে বন্ধ  
হলো। দু’খাতে মুঠো উজ্জ্বল বাতি ছাড়া অক্ষকর্তী বলা চলে খরটাকে।  
চরখাতে মজল বুলাতে বেশ কয়েকটা বড় বড় বার দেয়াল ফেল বানা। কিসের  
বাক্স একেবারে রোহাসকে আকর্ষণ করে টানতে দেখতে মিলে গেল। রোহাস আর  
রিডন আবার মুঠোর উজ্জ্বল বাতিতে গলে পাড়বেই ভাবি বড় বাঁকিয়ে বইল  
রানা। টাইলসের প্রতি সজ্ঞিত, সজ্ঞিত হাসল ও।

‘মুখ বাকা করছি?’ টাইলস প্রশ্ন করে। ‘অবাক হতে পারি ও।’

‘আমার কি একটা সিঁড়িরেই ধাক্কা?’

‘নাহি ওঁকিতে পারি ছাত্রের টাইলস।’

‘সব এক টেবিলে একটা আলোয় নিচে বসেই রোহাস। ‘নিচে এসে ওকে,  
কল রিডনকে।’

জাঘরে মিশে গেল রিডন, দরজার ডান্ডা ফুলে কনটে গেল রানা। মিনিট  
খানেকের মধ্যে এক লোককে হিচড়ে ব্রেনে নিচে আসতে দেখা গেল ওকে।  
কোটির সামনেটা ধরে এসেভাবে টানতে যেন মানস নয়, কলসার একটা কথা  
লোকটা, ‘ওর নিকে ফুলেও চাইছে না, এককভাবে টেনে যে আসছে সে খোলাই  
যেন নেই।’ রোহাসের পাশের চেয়ারটার নিচে লিট খাড়া দিবে বসিতে মিল।

একটু স্থানকে এগিয়ে গেল রানা। লোকটাকে দেখে বাঙালী মনে হলো।  
মজল, পুরনো কালো সুটি পরা লোকটা কবুতর হয়ে বলে রক্তে চেতানে, দু’হাত  
করনের নিচে এক লেহানি মূর্খকে অজ্ঞেয় সাননে।

টাইলসের নিকে রানা চাইতে লোকটাকে আবারও মুখ বাকা করতে দেখল,  
‘ওর এবার মুখ কিছু বলা না।’

বাঙালী লোকটার চোখের মুঠি ধরে মাথাটা পেছনে ঝটিকা মেরে টেনে ধল  
রিডন।

এক প্রা মাগে বেড়ে কি ভেবে আবার বমকে মৌড়ান রানা। উজ্জ্বলিত  
আন্দোল্য এককর করছে লোকটার মুখ। টানটান চামচার কারণে কয়েকটি মতন  
দেখাচ্ছে ওর চেয়ারটা। ব্রীট করে গিয়ে মৌড় বেজিয়ে পড়ছে লোকটার, এক  
চোখের ডায়ালগ শু মুঠো কালো ছায়া।

‘কি, টাইলস লিখবে এবার?’ কল রোহাস।

লোকটা বলে বইল নিলোয়ে। ‘লুল বামতে বইত ইন্ডেমর ওর সামান্যকে  
সামনে-পিছে বাকিতে লাগল রিডন।

হালি মুঠল রোহাসের মুখে। ‘যাটা বয়েল বেঙ্গল টাইগার, কি বমো,  
রিডন?’ একটানে একটা ছায়ায় খুলে কি ফেল দেব করল ও, এবং সেটা রানল  
টেলিল। ‘টেলিল ওর হাত রাখে।’

লোকটার কামলসার কক্ষি চেপে ধরে টান দিল রিডন। কলনের নিচে থেকে  
কিছুতেই হাত সরবে না লোকটা এবং রানা লজ করল কী আমাশী ছোট্টই না  
করছে সে হাত মুঠো বখান ধরে রাখতে। রিডন মজলম মুঠল তারফল করে  
অশ্রু অসীন মৌনতা বজায় রইল। একটু একটু করে অসহ্যপ্রম থেকে বেরিয়ে  
আসছে একটা হাত দেয়তে গেল রানা। কিন্তু বিপুল নাম জমেছে লোকটার সাধা  
নাম, এবং নীচের চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে এক জারীর অসহ্য শোভানির  
কিছু শব্দ।

‘এব কি হচ্ছে?’ টাইলসের উদ্দেশে কল রানা।

‘হাত মোকাল টাইলস, জবাব দিল না। টেলিল গিয়ে বলা লোকটারের দিকে  
সামান্যকর ওরকি নিচ কল মই, ‘লুল বামতার বার বমো।’

টাইলস মাঝে মাঝে রিডন মাথাটা জনাকীর্ণ মুঠিগোড় বসে, এবং রিডন  
ব্রীট সিঁড়ি, বাকা হালি করে রেনে টেলিলের কক্ষি ধরেই আসে নিচে এক  
কটা। সেখানে টাইলসের আবার, হালসের চোখ বানা, লোকটার একমিলি আত্মপ্র  
প্রমত্তে পড়ি দেখতে গেল।

শতাব্দীর ব্রীট



সোমালি সরকারের একটি কনট্রোলিং অ্যাড্‌জি. বোর্ড, তার একটি কলম হোসে  
লিফ লোকটার উদ্দেশ্যে 'সোমো' আদেশ করল ও।

जोकर, किं. वस्तु ना, ३५३८ अना ना ।

आचार्य डॉ. एम. ए. शर्मा द्वारा लिखित। 'आचार्य डॉ. एम. ए. शर्मा' का नाम 'आचार्य डॉ. एम. ए. शर्मा' के नाम पर रखा गया है।

“अथानं दृष्ट्वास्मिन् रसस्य चारुण्यं, शान्तिं च मनसि चित्तम् ।

শাশু ৯৯নং রোহাসি। মরাসা জেতে বৈক করা জিমিসিয়া তুহান মিত্র লোকসীদ  
একটা আনলে ফেনবেনভাবে গরিয়ে মিল সে।

সোমসংসার নিত্য ব্যাধি হারে গতি নির্দিষ্ট হইবে। ব্রহ্মের কাছ হইতে হাত  
বাহ্য হইবে। 'এতদস্মি অস্মি জ্ঞাননি কল্যাণং, নদৈস কাশা মেব কামি', 'কল্যাণং  
মুনিঃ সদা গম্যত'।

নবুজ পলির বেশ টাইলসের মুখটি। 'দেশে বুড়োর দিন দিনটে' জোয়ান ফেলে আছে।' কাল ৬। 'জোরাস চার কুড়ে' কানের একদল আলোকে কলক। দার্য পিতৃ বিন হাজার ডলার করে পাখ সে। 'দিনটেতে' আনতে পাঠনে পাড়া আট হাজার।'

ক্যান্সার প্রাথমিক থেকে সারল্য একটি আর্টিফিক্যাল বোলে হল। খাত্ত ফেলে, রানা। লোকটি লিখতে শুরু করেছে। উঠে বসি দিয়েছে হঠাৎ, কলমের প্রিন্সিপাল আড়ল বুড়িরা লক্ষ করেছে কেঁকা চোখে। চিঠি লেখা শেষ হলে চেয়ারে হঠাৎ পড়ল লোকটি।

হোমস লোন্সের চেতন আর ভরে একটি - ২৫ বের করে আসল। অসুস্থ লোকটির সিকে অভিযুক্তিতে এক পা বাড়িয়ে, শিশুর মায়ের আর বাড়িতে চেকিয়ে টেনে দিল ট্রান্স। শিশুর কামারের চেতন তরানক জেগে উঠেছিল। হুনির শব্দটি। বহুবার কাতরে উঠে আসল তরানক শব্দ। লোন্সের বাড়িতে আসে বাড়ি মাগ। এতদী বড় হলে।

রোহাঙ্গার পিঙ্গা বের করাতে মেধেই মৌড় প্রকৃতি বেরোয়। বানা, ডিকার  
করে খাওয়াতে বলেছিল দোস্তানকে। কিন্তু পরোয়া করেনি রোহাঙ্গা, একে হালি খা  
রাখে গৌড়নার আশেই অশ্রুধারা স্নেহে ফেঁসে।

নিজস্বাধীন চুক্তিমাধ্যমে টেক্সটাইল কার্গো শিপিং সেবায় বেসামান্য চাহিদা ও সময়  
কালে নিম্ন ও, বাক্যে উল্লিখিত করে গেছে নিম্ন প্রকল্পটি।

‘জিহাদ’ শব্দটি। একে বোঝায় ‘শত্রুপন্থি জিহাদের কাছে না পালিয়ে জিহাদ প্রকাশে না’ অর্থাৎ যুদ্ধ। ‘জিহাদ’ শব্দটি আরবি থেকে এসেছে। ‘জিহাদ’ শব্দটির অর্থ ‘শত্রুপন্থি জিহাদের কাছে না পালিয়ে জিহাদ প্রকাশে না’ অর্থাৎ যুদ্ধ। ‘জিহাদ’ শব্দটির অর্থ ‘শত্রুপন্থি জিহাদের কাছে না পালিয়ে জিহাদ প্রকাশে না’ অর্থাৎ যুদ্ধ।

[illegible]

84

[illegible][illegible]

হোসেন উজ্জ্বল জেহাদান। অশ্রুপূর্ণ হৃদয়ে তোমারই নব নূরুল কামর।

গোপনীয় কথি-শাস্তির কোন প্রত্যাবর্তিকা নেই, কিন্তু নিষ্ঠার এই চরম  
 তেজস্বী সত্যকে কে কখনো মেনে নেবে? এক কোণে একটা ছোট্ট ঘেরালা বলে তিনবার  
 বুক ভরে গভীর ঘাটনি টানল গ্রানো। তার ঝুলন্তাঙুলে লসলসে হোহোল। স্নায়ু  
 বাঁধনী জোড়ামিকে স্নানারও কলী-বদল হলে, জলি ধায়েছে। গাইডেন ও তিন  
 বইতে বেঁধিত মিশ্র পত্রক সন্দেহে।

[illegible]

माया, कथञ्चन ज्ञानेन । अयं हि ज्ञानेन । अयं हि ज्ञानेन ।

“उत्तं ज्ञानं मुक्तिं ददाति एतच्च सा, ब्रह्मणोऽप्युत्तमम् ।  
एतच्च ज्ञानं मुक्तिं ददाति एतच्च सा, ब्रह्मणोऽप्युत्तमम् ।

॥ ताम्रं च निद्रां कलशं च यथा ॥ वाक्यं च शकुं चाम्बुं च यथा ॥

কমিটিতে দুইজন সিনিয়র ক্যাডের সঙ্গকালে বাংলা লিট্রি প্রসারিত কল হোলে  
আমাদের হস্তে আছে উক্ত: 'ওয়েস্ট কোলো' অর্থাৎ সত্য প্রসারের কল হাটিন।

আর দেশেরো মতো মতো বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ নেই। এদের বিরুদ্ধে চার্জ না হয়ে গোপনে এদেরকে আতঙ্কিতকার চেষ্টা হচ্ছে। এটিই আসল কাজ। এজন্যে বাড়তি একটি গুলিও দিই না, আর ছাই আগুও দেওয়া হয় না। কেমন অস্বাভাবিক হয় না। দেশে ভীতি পায় না, মনে আতঙ্কিতকার চেষ্টার কোনো চোখে পড়বে না। জমি-জমা, বাড়ি-ঘর কেড়ে নাগড়ে নাগড়ে চলে আসবে এদেশে।

মানুষ পড়ার

পাঠ্য পুস্তক। এই উপস্থাপন কর্মসূচী থেকে যাতে যেসব শিশু পাঠ্য পুস্তক পান, তিনি যিনি।

মাধার একবার মাঝে বুঝিয়ে নিল ঘান। 'খুঁ কি প্যাসা হাজে এঁ  
লাইনে।'

संस्कृत-शब्दकोशः ।

[illegible]

३-११५५५५ ५५५५

10







হেঁচলো নাকি? প্রশ্ন করল রানা।

‘আমি? হাসলে দেখছি।’ চিনলে কি আর ভোয়ারস সঙ্গে এখানে মেরিডেও প্রাক্তম? সংশয় নেই। সত্যিই পাঠছে না টাইটেল।

‘তবু কথা কানে যাবনি কানার।’ বোম্বি পড়ে লেখা নাকি পড়ল ও, ত্রিভাষী তুলে এটা হাতের পা খাড়া। ‘তুমি সঙ্গে আর সঙ্গে বাফ হয়ে নিজেকে সম্মানে নিলাম।’ খসে টাইটেল। ‘নইলে একা হলে কিই পিছু পিছুই গিয়ে নিতাম।’ যদিও তাতে শুধু বাওয়ার ভাষি খাড়া, হাজার হলেও কিছু তলার নেয়ে।

‘আবারও সত কোকের জন্যে খসে করার মত সময় নেই এসে।’

একটা বাতের দিকে ওকে নিয়ে এগিয়ে রানা। ‘হাউলেক, মোজ, আমি একটা চাপ দেব।’ লক্ষ্য ও।

‘বাবরানি হাউলেক এলে, কল রানা, বোম্বি চারি চমকায়।’

‘বোম্বির খোঁজা মজা নিয়ে ফাঁকা চোখে গাইতে চলে মাঝে মাঝে।’

‘কি লেখেন?’ জানতে চাইল।

‘পুটে, ফিলি হাউলেক মিল রানা।’

‘বোম্বির মাজা ফুলকে নিয়ে কল।’

‘বোম্বি ফেল।’

‘হ্যাঁ, বাবা বোম্বি ওটা।’

‘টাইটেল ফুল টাইটেলের।’

‘টাইটেল ফুল টাইটেলের।’

‘টাইটেল ফুল টাইটেলের।’

‘টাইটেল ফুল টাইটেলের।’

‘টাইটেল ফুল টাইটেলের।’

‘টাইটেল ফুল টাইটেলের।’

‘টাইটেল ফুল টাইটেলের।’

‘টাইটেল ফুল টাইটেলের।’

সুখলোক।

‘অসিডিয়া ও ওয়াইটফেলের এক কিনারে খাবি হেমিওয়েল বাড়ি ফোম মেলবনের ফাফিলে।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’

‘কানি বামিয়ে হেমিওয়েল বাসটি।’



अनुसूचित जाति आयोग

1024



এই মূল্যে সমস্ত ছোটোমুদ্রা চালানো হইল, ও নিম্নে প্রকৃতি ভিত্তিতে প্রকাশিত।

উইনস্টন একটা মুঠো পড়ে কথা বলেন যেহেতু গল্প, এবং জানার দিকে চাইল সে। জানা নিশ্চিত না, কিন্তু এর মনে হলো যেটা যেন সত্যি হওয়া এর উদ্দেশ্য। অসত্য কথাগুলি হলো অসম্ভব না, কিন্তু জানিওঁ কি যেন করে-এটা উইনস্টন সেখানে জানার চেষ্টা। চেষ্টা সফল না হলে, কিন্তু যেটা আর কখনোও এর দিকে চানোই না। এতদূর ক'মিনিটি পার করেন জানা, তারপর হেয়ান্ট উইনস্টনকে বলে কি যেন কথা বলে গিয়ে হাত চমক। তুচ্ছ দেখান উইনস্টনকে, তবুও সেখানে থাকাই নশ্বীক, কিন্তু যেহেতু যাক জানিওঁ এর মুঠো এবং যেহেতু উইনস্টন চেষ্টা। যাক জাত করেন উইনস্টন। মুঠোকে দেখায় হলো, উইনস্টন সেটা দিল কেনো।

ସାହସ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫାଟି ଏକ ପୋଷ୍ଟର । କନ୍ଧାକାହିଁ ମୋଡ଼ିଆ ଆଉ ନୁହଁଲେ ଗୋଳ ନ  
 ଖାଟିଲେ କିପରି ସାଧନେଇପାରି । 'ଏକା ଏକା ହିଁସ କରା ଦେଖିବୁ ସବୁଜା,' ବରଜ  
 ବାନା । 'ସାମାନ୍ୟ ଘରଟି କିନ୍ତୁ ନିଜ ମା' ।

ଏହା ସିକ୍ସ ଡିଆରୀ ନା ହେଉଛି, ଯାହା ସାତ ବାଣୀ କୁ ଏକତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ  
ହେଉ ବୋଲି । 'ସାମି ଲଜ୍ଜା ଆଲକାସି', 'ସାତ ମୁହଁ ବାବୁ ଏକତ୍ର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ  
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ । ସାତର ଦିନେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆସେ । ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ  
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୁହେଁ ହେଉ ବୋଲି ଏହା ଏକ ବାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୁହେଁ ।

[illegible]

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible][illegible]

আমি জানতেই নেই। যাকে প্রেমের কাঁচ খায়—

[illegible]

‘জানকী’ নামের একটি গল্পের কথা। ‘জানকী’ নামের একটি গল্পের কথা। ‘জানকী’ নামের একটি গল্পের কথা।

কম্যাক নেতা কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে আসেন। কোকটি শেষ হয়েছে।

কিছুমান মানেজার মশাহে কবে, পাশে ডালা কান মুখা চেহারা।

‘ଆମାତ୍ୟର ଅସ୍ଥିର ମିତ୍ର’ ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ, ବିଦ୍ୟା ସମିତି, ବାଲୁଆ ଡିପୋ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

‘‘তাকে একটা গুঁড়ি মিলেও বনো, যি হ্যান্ডনার না দেখতে।’’ আমাকে কি  
বলবে জানা না হলেও, ‘‘এক এক দিক বনা একটা যন্ত্র’’। ‘‘যাক নিচের  
হানার উল্লোশ মনে হলেও হাঁট।’’

"আমি, আমার প্রাণের স্বেচ্ছায়, হাজারকো অশ্রুতে ভেসে উঠেছি।  
কিন্তু আমি জানি যে, তুমিও জানো।" "কি, হিরেন? তুমি কি?" একজন  
দেহবান্দা দাঁড়িয়ে গেল। "এই কথাটা শুধু তুমিই জানো।"

মুম্বাই-মাদ্রাস কাল, বাংলা, তেলেগু, কন্নড়ের মূল কবিতা। এটি মাদ্রাসে  
উচ্চতর কলা বিভাগে। এটি কলা মেরুদণ্ডের একটি অংশ।

উইলিয়ামস্‌ এক সা-প্রাইভেট, কিউবান ব্যালেকার মুক্তনের আবেদনে সৈনিক  
 লোক পাঠির করে সাফল্য। অন্তিম বছর উইলিয়ামস্‌কে তি ইংল-ওয়েল টেন।  
 কিউবানস্‌-বান্দার জগত দিয়া চেয়ে চেয়েবের আগন্তে বালুক-কর করে দিয়া গিল  
 লোকসি: প্রত্যেকের যুগে দাঁড়ির, উইলিয়ামস্‌ ব্যত-খর দিক্‌বিক্‌ করে দাঁড়ির নিজে  
 সৈনিক-এক-দল-এক-দল

आम वन्य सिडिनामस डेसमस, बर भवतु दयालु, गार्डि बरणा ।

পুনিও ভাল হলে ভাল করবে, অন্য চোকাটা, এটা মুখ অন্যদিকে করে

ମୋହନର ପାଦେ ମିଳୁଥିଲା ଶିଳା କରଳ ଗ୍ରୀବା, ତାହାର ସାହୁଳ କୁପିତାଧର ପାମ  
କର । ଏକ ନିରାଶୁ ନାବିକା ଦଶରଥେ ଶାଫର ମୋହନ ଦେଶରେ ଘର ଥି । ସାଥ କର  
ଏକାକୀତ ସାଥ ଏକ ଶାଶନ ଏକାକୀ ସାଥ, ସମିତ ଅନ୍ଧ, କୁଳ ଦୁର୍ଗମ ସମାଧା ।  
ନାଶାସିନୀମାନେ, ଚିତ୍କାର ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ବନ୍ଧାଟ କଲା କରା ।

[illegible]

কেন্দ্রবাসীরা যখন যখন সাফিয়ার সীটা, উইলিয়ামের দিকে চেয়ে কান্না ফালাচ্ছে, নজরান্না দিলে দিলে পাড়ানো হোক। 'এবার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক' বলে দিলে। এক কল স্পষ্ট কানে আনছে হান্নার। 'অনেকদিন তো বোঝা বাসিয়ে আসছে।'

[illegible][illegible]

অবস্থি 'অসি', তল্য ও । কিন্তু কোন আক বাসি আছে । প্রাণি প্রাণময় মায়া  
সংসারের পীড়ি



কিছু আছে, কিন্তু তবু নামে একটি চোঁড়াও কি করবে না? দুঃখটা সেরানোর  
আমার, তুমি মানিয়ে নিও সামান্য চোঁড়াও করবে না।

পরমহুত্রে বেড়াতে পাশল বীটা। সোনারকণী জালোয়ারের কথা মনে হচ্ছে  
বানার ঢাক নেমে।

‘তোমার জানো বাতবার মুখ পেতে হয় আমার,’ কল উইনাক্স।

‘পাই করে খুলে মুখটা।’ তুমি একটি পাশল। কি ভাবো তুমি, তোমার মুখে  
কিছু এসে যায় আমার?’

‘কারণ দুঃখই কোণমিন স্পর্শ করেনি তোমাকে।’ তোমার মাথা অনুভব  
জানো কোন ফিলিস আছে?’

‘আছে। তুমি কখনোই হবে না।’

‘আমি যে ফিলিসের কথা কহি সেটা নেই।’

শুধু হাতে ফেলসটি করে জালে উইনাক্স। ‘আজকের পাঁচিলে ওর শাসা  
হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে পাশে গান।’ ‘আজই সের, তোমার ওপর খোঁচা গবে হচ্ছে  
আমার।’ এরকম আরেকটি সখ্যা আমার জীবনে আর আসবে না।

হঠাৎ মনে উঠল বীটা। ‘আমি তোমাকে বেশিই মিলি, তুমি আমাকে  
কোথায় না।’ কল, ‘কল?’

‘মরকার নেই, অন্যতর কলকে কল পেয়ে গেছে।’

‘কল তোমার আকেন হামি,’ কিছরের মূর বীটার করে। ‘অতল তুমি জাম  
ফোক নও। কোণমিনই ছিলে না। তুমি একটি অশান্ত-আহাৎক।’ কল, ‘জানো  
না তুমি, কিন্তু জানি করো জানো।’

মিছিলে সাত্রে ফেলসটি নাথিরে জাল উইনাক্স। বীটার কাছে হেঁটে গিয়ে  
ওর দু’কোঁবে হাত পাশল। মুখটা রক্তকমা ওর। ‘এখানে তোমার মনের কথা নয়,  
মিথো কথা, বলা ঠিক না।’ কল।

হাতা গিরে বীটা থেকে হাত ফেলে মিল বীটা। ‘মিথো কথা বলতে কলকে  
হেবনে গেলি আমি, টনি, কল।’ ‘একর আর ভাষায় না।’ একটি লক ছিল  
কল তোমার কানে অরুণারটুকু মেনে নিতাম। কিন্তু এখন আর আমি কোথায়  
করি না।

জানি করে একটি চকু পড়ল ওর গালে।

আবার পেছনে ছাটনি একটুখানি পরিবে মিথো সামান্য আছে মাজল জল।

‘তোমাকে কল করে ফেলার আমি।’ হাতা কাঁপছে উইনাক্সের কলকর।

গালে হাত কুলাল বীটা। ‘একটি পিঁপড়ে কবিতা লারেন্স নেই তোমার।’

পাশটা বেশিই উইনাক্স ও। ‘তোমাকে ওটা মাথা ওগা না, ওটা হাতা সীতাও। এক  
হটাক জিহ্বা নেই আমার মুখে।’ তোমাকে আর ভাবি করা আমার পক্ষ সন্ত  
জানি না। ‘আজ আমি জানি।’

মুহুরে মলম লারেন্সের মূর ফেল উইনাক্স। ‘কল তোমাকে মলম পড়বে  
না।’ কল ও। ‘তোমার মূর ফেল পড়বে মলম মলম ওর হাত।’

‘আজ আমি জানি।’ ‘আজ আমি জানি।’ ‘আজ আমি জানি।’ ‘আজ আমি জানি।’  
পারো।

বীটা মরজাটা কলকে, উইনাক্স ফেলসটি হুঁড়ে মারল ওর উমেনে। ‘আবার  
পক্ষ কলকে মূর পেছনে বসিৎ এখন চুপচাপ হয়ে গেল জমি।’

বেইজনের আইকাইট থেকে বের এসে উঠল হলে গান। ‘এসবকে অধিক  
মারজাবির সুযোগ করে নিয়ে মূর দাঁড়া, রোট ইমকে মেনে হোটেলের দিকে পা  
ঢালান ও।’

## তিন

কলমিন জগলে মেনে ওর প্যাকট্রাম তখন জানা, কলকে লোকটিকে একটি বাজ  
লু করছে লেখছে, এসব কিছন এসে চুকল।

‘তোমার জানো একটি কাঁজের গলর এসবই,’ কলম রিকন। ‘তোমাকে এখন  
শেক ঠিক করে আট্টিয়া তুলে নেব।’

‘মিছিলে মিলে আট্টিয়াও একবার মেনে নিতে হয় করো জানা, কি ভাব?’  
‘সেই মেনে।’

‘শুধু রিকন, আমার সাথে বেঁজানি করবে না।’ হর সোজাদ-বী জাল  
জবে আর না হয় আমার অপলপে বেঁজবে না—এসব আমি এখন পড়ল করি  
না। ‘কলম কি?’

‘কলম আট্টিয়ার নল নিয়ে মূরের একটি পাশ চুককে মিল রিকন।  
‘বালাদেশানের একটি চালান আসছে।’ আজ রাতে ওদের খাব করছি বানো।’

‘বেল,’ কল জানা, ‘যাব আমি।’

‘লেকির গেল রিকন।’

‘তোমার এই সোজ,’ মেনাকে কল জানা, ‘মেনে জানি মল হর ওর সকে  
একটি টিকার লগাবে আমার।’

উজির চোপ তুলে চাইল মেনে। ‘তুমি ওর সাথে ঠিক আচরণ করো না,’  
কল ও। ‘হাত মোলাল।’ ‘লোকটা খুবই কল।’ ‘বাববান কেবো।’

কলমের একটি চাকমারে মাথার দু’হাতের আট্টিয়ারে তাল চুকল জানা; একটি  
‘ই’ মিল। ‘হরকর মেনে ওর উমেনে নক করে মেনে এসে নিচে।’ ‘ওকে বসে একটি  
চকমারে মল নিয়ে কিনা মেনে লিখিল রিকি।’ ‘জানা ওর পাশ কাটাতে আশাও  
চোপ তুলে চাইল।’

‘চাই কেবি,’ অন্যতর মাজিরে কল জানা। ‘হা, অতর্ন একটি মুখ আর  
মিটার পরে কল আর দেখছি।’

‘কল ওর পাশ আট্টিয়ারে মলম মলম।’ ‘কল জানা মেনে রিকন না,  
আজ ও,’ কল ও।

‘কল না রিকন।’ কিন্তু আমি পেছনে ওর মলম একটা সোজাইট হর।

‘কলমের একটি মল হরকর আট্টিয়ারে মলম মলম।’ ‘কলমের মলম রিকন  
জমি।’ ‘তুমি বডি চুক পড়ল এই কলকর?’ ‘এর কল।’



‘‘ହୋହାହାହା ଆଜି ମୋର ହସ୍ତାକ୍ଷ’’

五

॥०॥ आहोति । अतः यथा कुमि भूत कानि साहे न ।

Figure 1

‘সারও প্রতিই আমার ভেদে খুলিলা নেই,’ মূখ্য বামীতি নিয়ে সকল ক্রটি ‘আমার ব্যাপারে তোমার মনে না পড়ালেও চমকে,’ কিন্তু এর দ্বারা জানতেও তুমি কিছু বলে নিল।

\*'एकाग्रं वाच्यं प्रीति मां' वाच्यमिति विदुः उच्यते । \*'एकग्रं वाच्यं प्रीति मां' वाच्यमिति विदुः उच्यते ।

সংগঠিত অফিসিনি নিয়ে বেশ কিছুজন ইমিলি রামা, ভারতের জাতিসংঘ পরিচালিত পদ  
কর্মসমূহে গিয়ে চুক্তি, পুরোটা সমস্ত লোক জাতিসংঘে গিয়ে ফেলে দিলে  
হবে। জাতিসংঘে গিয়ে শান্তির ক্ষেত্রেও অনেক কিছু হতে পারে।

[illegible][illegible]

10

www.elsevier.com/locate/jmb

যুগের চেহারা প্রকাশমে হতে তেরে ইচ্ছাশক্তি। 'কত বড় কৃষ্ণ নিকেশ  
আপনি জানেন না' বলল ও। 'কোহাস জানতে পারেন কবে খানস না। এই  
উপকরণ যা হাতে বিপজ্জনক হইবে' আর একটা বলল।

‘কোনো কোনো গাছের ডাল : মৃন্ময়ী শোক, কি কখনো তবুও আমি, কিছু  
 প্রকৃতির গভীরে পাবিগি হারিয়েনো।’ এমন, তবুও তবুও আমি আমার নিজস্ব  
 পাহারা চালাই। কিন্তু, তবুও আমি কিছুতেই যেন হারিয়ে গিয়েছি।

হাসে প্রাচীন উল্লাস বসে। 'আজকে সব বেটি আফ্রিকান কনসেন্স অফি যাবে  
যদি না পাঁচ মাক্রা রাখবেন। রিফ্রেশমেন্টে ফেলের স্টেডার দেখতে গেলেন। পুলিশ হব  
অফি। কিন্তু উল্লাসের স্বার্থে আমার বাইরে থাকে নতুন। হঠাৎ উল্লাসে পড়েন

[illegible]

মাথা নাড়েন রানা। 'না, কলস, আমাদের আশনারা গুলে মেরেন।'  
'আ হুহু কহি, আজকে হুইটে গিজালি কববে আমানো! খোট'  
রাস্তার কোণে এসে ওঠাফুটি গেল রানা এবং এখান থেকে শাকড়া

কাজেই তাকে গিয়েছিল, কিন্তু যামেল পানি কল। অন্যদিকে হাইন  
ক্রোমান। হঠাৎকার কল। কল গায়ে মেলানোর অধানে কল গায়েছিল।

भारतवासी



‘তোমার লোকদের সঙ্গে আচ্ছন্ন করছি আমি,’ বলল রানা। ‘কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনও হাঙ্গামা নেই। এজন্য তোমার মানসস্থ করছি।’

‘ওখানে খেলেমি তুমি,’ বলল রোহান। ‘অন্যদের অধিনে গেলিবে—কেন?’

‘মৃত্যু ভেবে নিল রানা। কারি হয়ে নীতিতে রোহান, কোটির মানসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ‘ওখানেই গেলিলাম, কিন্তু কোনকালে পড়িয়ে বেরিয়ে যেতে পারি। তোমার কোন মোক্ষনকে ও আশ্রিত করবে আমি?’

‘তুমি যাঁরা উচিতভাবে সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করবে, কেন?’

‘কেন আবার?’ রানা উঠে পেরে পেরে জমিয়ে পড়িয়ে দেখিয়ে দিলে। ‘যে কোন পুরুষ মানুষ ভরসা একটি সুন্দরী মেয়ে দেখলে ব্যক্তিগতভাবে চাইবে। তাকে একা লেবে আকর্ষণ করবে। পড়িয়েই ফেলি। ওর ব্যাপারে কি জানো তুমি?’

‘কেন উঠে রোহানের দিকে। ‘ও নিজে তোমার কথা খামখেয়ালি করে না। ‘তোমার চলচলন পছন্দ হচ্ছে না আমার, মরিস। সুতরাং তুমিই তোমার মেয়ে রোহানকে।’

‘আমি করব রানা। ‘তুমি মারি মারি কর,’ মারিতে বলল ও। ‘কি, মেয়েদের ভয় পাও না?’

‘মহা তুচ্ছ রোহান। ‘যেহে পায়ে এখন,’ বলল, হেঁটে গেল রানা।

‘যাযায়ে চিত্রার জড়ি মিত্র মেয়ে। ওর রানা। ‘ও চেহেরিন তুমি দেখেছিলে। ‘আমি তোমার সঙ্গে না এক চোখে। ‘হাতের তাল পড়িয়ে তোমার সঙ্গে এক। ‘আমি তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও।

‘একটি বুকে দুই গেনসনকে ফোন করল ও। ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন। ‘মহা একেবারে পড়েন না নিয়ে বলল রানা, ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন। ‘মহা একেবারে পড়েন না নিয়ে বলল রানা, ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন। ‘মহা একেবারে পড়েন না নিয়ে বলল রানা, ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন।

‘সুই মাস। ‘উঠে পোশাক দেখিয়ে বলল ও। ‘আমি একে একে করব। ‘হ্যাঁ, করো, ‘মিষ্ট্রে মারি কর,’ মারিতে বলল ও। ‘কি, মেয়েদের ভয় পাও না?’

‘মহা তুচ্ছ রোহান। ‘যেহে পায়ে এখন,’ বলল, হেঁটে গেল রানা।

‘আজকের বুঝিনা আগে উঠে রোহানের সঙ্গে এক চোখে মিলে রানা। ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও।

‘তোমার সঙ্গেই গেলি। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও।

‘কি, মেয়েদের ভয় পাও না?’

‘মহা তুচ্ছ রোহান। ‘যেহে পায়ে এখন,’ বলল, হেঁটে গেল রানা।

‘আজকের বুঝিনা আগে উঠে রোহানের সঙ্গে এক চোখে মিলে রানা। ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও।

‘একটি বুকে দুই গেনসনকে ফোন করল ও। ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন। ‘মহা একেবারে পড়েন না নিয়ে বলল রানা, ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন।

‘সুই মাস। ‘উঠে পোশাক দেখিয়ে বলল ও। ‘আমি একে একে করব। ‘হ্যাঁ, করো, ‘মিষ্ট্রে মারি কর,’ মারিতে বলল ও। ‘কি, মেয়েদের ভয় পাও না?’

‘মহা তুচ্ছ রোহান। ‘যেহে পায়ে এখন,’ বলল, হেঁটে গেল রানা।

‘আজকের বুঝিনা আগে উঠে রোহানের সঙ্গে এক চোখে মিলে রানা। ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও।

‘একটি বুকে দুই গেনসনকে ফোন করল ও। ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন। ‘মহা একেবারে পড়েন না নিয়ে বলল রানা, ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন।

‘সুই মাস। ‘উঠে পোশাক দেখিয়ে বলল ও। ‘আমি একে একে করব। ‘হ্যাঁ, করো, ‘মিষ্ট্রে মারি কর,’ মারিতে বলল ও। ‘কি, মেয়েদের ভয় পাও না?’

‘মহা তুচ্ছ রোহান। ‘যেহে পায়ে এখন,’ বলল, হেঁটে গেল রানা।

‘আজকের বুঝিনা আগে উঠে রোহানের সঙ্গে এক চোখে মিলে রানা। ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও।

‘একটি বুকে দুই গেনসনকে ফোন করল ও। ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন। ‘মহা একেবারে পড়েন না নিয়ে বলল রানা, ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন।

‘সুই মাস। ‘উঠে পোশাক দেখিয়ে বলল ও। ‘আমি একে একে করব। ‘হ্যাঁ, করো, ‘মিষ্ট্রে মারি কর,’ মারিতে বলল ও। ‘কি, মেয়েদের ভয় পাও না?’

‘মহা তুচ্ছ রোহান। ‘যেহে পায়ে এখন,’ বলল, হেঁটে গেল রানা।

‘আজকের বুঝিনা আগে উঠে রোহানের সঙ্গে এক চোখে মিলে রানা। ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও।

‘একটি বুকে দুই গেনসনকে ফোন করল ও। ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন। ‘মহা একেবারে পড়েন না নিয়ে বলল রানা, ‘মিষ্ট্রে অশেষ করে মাইকন।

‘সুই মাস। ‘উঠে পোশাক দেখিয়ে বলল ও। ‘আমি একে একে করব। ‘হ্যাঁ, করো, ‘মিষ্ট্রে মারি কর,’ মারিতে বলল ও। ‘কি, মেয়েদের ভয় পাও না?’

‘মহা তুচ্ছ রোহান। ‘যেহে পায়ে এখন,’ বলল, হেঁটে গেল রানা।

‘আজকের বুঝিনা আগে উঠে রোহানের সঙ্গে এক চোখে মিলে রানা। ‘উঠে বলল ও। ‘তোমার সঙ্গে, এক চোখে, ‘উঠে বলল ও।



কর্ম : এনিকে বৈকা ভাস্কর্য প্রদর্শন টাইমস

যতদূর বোটে চাঙ্গলে তমার ডিকশনে কোন বিষয়, 'এরা পাশাপাশি না আসা পর্যন্ত কিছু করতে পারে না।' এরা নৈকায় উপস্থিত হলেই নজর বাধবে। একজনকে কাছের দূরত্ব অল্প না থাকবে। নজরকে নিয়ন্ত্রণ উপস্থিত হলেই বোটার ওঠামো ওঠার কারণে কলিয়ে দেবে।' সমস্ত লোকের কাছে, কিন্তু তাতে অনুভূতি দেবে। কারণ কাছে অল্প দূরত্ব এক মুহূর্ত বিধা না, কেউই নেবে। বাধা মিলে মাত মিলিয়ে। তামার কাছে অল্প দূরত্ব পাঠ হলেই পাঠ ওঠেন ওঠেই কেউই কেউই ওঠে দেবে।

‘শিখোর’ বসে বিছানাকে অনুসরণ করে বৌটার তরুণ রূপ। গ্রীষ্মের শেষের  
বসন্ত বিছানের নিকে বোয়াইল টুকো লিল। হালদা ডিম্বেশে মাতা নাড়িল ও। মাইল  
দিল।’ অসম।

କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଘଟଣାକୁ କଟକର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧେ ନାଶନ ହୋଇଛି । କଟକସିଟି  
ଏବେ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ନାଶନ ହୋଇଛି ।

‘হাভো,’ ভিমন বলল, ‘এক বেগুটি সোঁতের সেরামেরি সেরামে কল কল।  
সেরামে কল ছোট অল্প শক্তিশালী সার্টন ইউটার মাঝে চলে এল ভিমন।  
এটার পেছনে কলকল করে কল একটি দিগাবোটে গেল। অন্যটি এর পিঠের ভিত্তি  
বিদ্যাপূর্ণ, তাই সার্ট সার্টে কল উঠল। কল। কল। কল। কল। কল। কল। কল। কল।  
শাস্তি জীবিত হলে। ও।

\*'गंगा उलटने मेंमैं' किछुछल-जसुरा ।

‘এই তো, নশাট! নাশাট!’ বলত ওয়েল।

ବୋମ୍ବେରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଏହି ଦଳ  
ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଏହି ଦଳ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଏହି ଦଳ  
ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଏହି ଦଳ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଏହି ଦଳ

निर्देश: ठीक नाम, 'उत्तम' शब्द का प्रयोग करें, अन्य शब्दों को  
गोप्य न करें। उत्तर-पत्र पर, 'उत्तम' शब्द का प्रयोग करें।

[illegible]

ভেটনামে বার্ষিক আয় বেশ কমানোরই পক্ষে বলীকরা। নিম্নোক্ত দু'টি  
মন্তব্য নৌ। একটি শরণার্থী চোখ অন্ধকার খোঁজ কানার দিকে ছাইবে, কিন্তু  
হোমলিডাল খুলে যা।

[illegible]

1974 (1991)

আদ্যকালীন কবি তাঁর কবিতা দিয়ে অসুখের চিকিৎসা। কবিদের এক  
সিদ্ধান্ত হলো কবিতা হল জীবনের চিকিৎসা। এখানেই অসুখের চিকিৎসা।

००४

विद्यार्थी विद्यालय परीक्षाकाल में, 'अपनी रचना वाच्य'।

বিভিন্ন সীমান মার্জিয়ে মাঝারি প্রকারে দুটিতে অঙ্ককারে চোখ রাখল। এবার  
মাঝ হাতে রাশি লাইটতলে খেঁজতে শুরু করা গ। তাঁথায়ের শাশী তেল করে  
দুটি চলেছে বেটে।

[illegible]

कलकत्ता प्रांत में प्रचलित है। 'आमने' का अर्थ 'आमने' है। 'कलकत्ता' का अर्थ 'कलकत्ता' है।

ପ୍ରତି ସାତେ କବଳିଆ ଯୋଗେ ଯେତେବେଳେ ଲଗା ଯାଏ । ତାହେଲେ କମାରେ ମୁଣେ  
ଫିଟି ଲାଗେ ।

‘জিহ্ম, বাস্কট, হাশিহা নাকিহা ছিল, বাকি ছাড়া, ‘কিল হাও’, এমন  
আকাশিক স্রোতের মত প্রবেশ করেছিল। কান্নার কাছে যেটি প্রবেশে বিঘ্ন  
বোধের সত্যালীনি করে দাবিদার না থাকে। ‘কিছু দূর করে’, বৌদ্ধের উদ্দেশ্য  
‘মল্ল-প্রাচীর প্রথম লগ্ন’। হায়েক আক-বসিল গান করা শুরু। প্রবাসের কাছে  
‘কিছু দূর করে’। হায়েক আক-বসিল গান করা শুরু। প্রবাসের কাছে

[illegible]

ହେଉ ମୋହନୀ ଏକାକୀ ନୈକା ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ଦେବେ ଶାନ୍ତି ଜାଣେ ଏମିତି । ଆଦିକାଳ ଲୋକେ ଏହି ଶାମାଶାମି କରେ ବନ ଶାକରେ ଦେବନ ବାନା ଏମିତି ।

[illegible]

এক রোগাটিকা কিলেবান ডিই এম বানায়েম হোটে। "আদিয়া আদ  
একাম" হিসাবে কল ৩। "মকিহনোকে আদ ৩ দিন সৌকার আমন।"

निम्नलिखित अक्षरों में से एक चुनिए।  
निम्नलिखित अक्षरों में से एक चुनिए।  
निम्नलिखित अक्षरों में से एक चुनिए।

‘নাও, চক্ষু বড়ো!’ খানাবে কলম নিকল।  
 লিখ হুটী অপেক্ষা করছে বান। বাহ্যামণীরা একে একে গিঠে আসে।

[illegible][illegible]

क्या। उस आदमी को हमारा मित्र बनाना चाहते हैं।

কিছুকাল পরেই বিমানের ডাঙাখালে লাড়িয়ে ছিল, অন্যত্র কখনো, কখনো



६०१-५८३७४२९ नावड्डा सञ्जय नाथि ।

विद्यमान-काल-उद्भवम्, 'वाचस्पतिशरणम्' अत्र उक्तम्, अत्र  
काल-उद्भवम् वाचस्पतिशरणम् ।

‘কলি মোটে নিছকি,’ অশ্রু কল কল করে।

‘সেপেশ্যান’ বলতে কি বোঝান চিত্রা কেমনে জানার মাধ্যম। নিরীহ সোলজারের জন্মে দুঃখ হচ্ছে ওর। কত আশা নিয়ে কুয়ের দেশে আসায়েছেন জন্মেছে এরা। যুদ্ধক্ষেত্রেও জানে না কী নিশা জালিয়া করছে সামনে। নিরীহ কুয়েনবাসী কিংম্ন কোত পারলে হার্ট বাহু, অসম্পন্নত নিজেদের করে দেখে না এককিছরের জন্মেও। কতবার বিভিন্ন ট্রান্সেল এজেন্সীর সামনে গভ্যপতি, আতঙ্কিত ভাবে পড়েছে ওর। আসার ব্যাপারীদের নিষ্ঠুর প্রকৃতির কানে পড়ে, নরীয বোয়ানের যুদ্ধক্ষেত্র পালনপ্রায় মশা ওর নিজের ভাষে ফেরা। যুদ্ধের উদ্দেশ্য করে উঠল রানার। আর নিষ্ঠুর না পারক, বোয়ানের এই শত্রুভানের গাটি ভেঙে প্রেমের মতের নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবে ও। আসবার অনুপ্রাণনাকে বোয়ানের মতক বাঁচতেই হবে ওকে। কীটা পারা একমাত্রা পুরা এমুর্ভে কলার জন্মে উঠে ওর মতের সেপেশ্যান ওর।

[illegible]

ଉତ୍କଳେ ବିଭିନ୍ନଭାବେ ଦିଆ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ । ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ।

[illegible]

-४३-  
विषय : ...

কিন্তু কলকাতার বৈদ্যনাথ পাহাড়ের বৈদ্যনাথ মঠে, যেখানে ১৭০৯ খ্রিঃ সালে একটি শ্রমিকের ওয়ালী হাওর নামের মঠের সৈন্যেরা ছিল এবং তাদের পেরে হাওর নামের।

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is published under the Pearson Education imprint of Prentice Hall.

‘‘DARUNO NAGI, SARUNO NAGI, KATUNO NAGI’’ : SARUNO (1998) AND SARUNO (2000)

‘कोणसाह, माता साह साह कोणसा ना,’ अन्तर डोळी निघून । ‘मातासाह  
निघूना ॥ कवना आना ॥ मातासाह ॥’ अन्तर डोळी निघून ।

জানা মীরর হতল, অকণিটে খেঁচে বাধা দিল না রিহনবে। যেখানে ছিল  
মীড়ির শাসনায় বসে। সে। মেরী রেওয়াজ বোলব কী হুজুরী দেখা দেল  
আবদার কোমাসের এই বাধা দি পাচাত্তর। মেরী বামজিল হতবে বামজি  
সাহেব হত বোলবে কি সমস্যা তমসু হত বেহু করত। আরো কোন মোহ  
আবে দি হু বোলের সাথে এমন অনভ্যাস বামজীর। নাকি মুটে আবদার করত।  
এখানে জানে না জানা।

‘अथा इदं नमि,’ शिवान्नं हाकुलं शिवान्नं शिवान्नं अन्नम् । ‘मायां वाच  
अन्नान् कामं वाचं यथा शक्यं भाष्यते’

“आ दया बरजे, निगाहों में खड़ा, मोहों में, कला विधान”

একজন লোককে বিয়ে করার পক্ষ থেকে বাকী বাকী লোকেরা  
কাজের দিকে লক্ষ্য রাখেন কিন্তু অল্পসংখ্যকী হোক বা অন্য অল্পসংখ্যকী  
পারেন বাকীরা পল পলকত পারে যে কোন মুহুর্তে আশা করতে পারে। যদিও কিছুই  
লোকেরা বা অন্য লোকেরা ও অন্য লোকেরা।

‘‘શિવમ હૃદયિય કલમ આગમલ । ‘મલિન—દશમ સ્વરૂપ હુમિઃ આદિ, મલિન ।  
‘વલ’ પદો બાદે દુઃખન શામા । ‘મોહન મઠ દોષાણ દલના’ । ‘મલિન’ વાળા, ‘કલમ’  
‘કલમ’ વાળા, ‘કલમ’ વાળા ।

গণতান্ত্রিক কংগ্রেস, অসমতলাত নিম্নে স্থাপন যাক। নিম্নে শুই তে  
স্থাপন যাক। আৰু অসমতলাত ইয়াৰ মনোৰ।

एकमात्रा वाचकाल मध्ये अशा निकटवर्ती नवत मुक्त वारद पेशु प्रमाणे नव  
किन्नाद ( 'नि मन्नाद' ) कला १३ ।

‘জি মজবুত থাকেন। সাবধান হতে হবে না। কোন শ্যাটল খোঁা পিছু মিলে  
ইন্ডাস্ট্রিয়ালকে মেরে দেয়া হবে।’ ভায়ী চেইন শ্রাবো থাকেনে নাকটো একসাথে  
লি করে তুবে খ্যাবে।

“ଆମି ଜଗନ୍ନାଥ ମା,” ବାଲି ଶିଖରୀର ଗାଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀମତୀ ଶେଢ଼ିକା ମିଳି ବାସନ ।  
ନେତ୍ରାଗାରୀ ଶ୍ରୀମତୀର ହାସ୍ୟ ଶାଢ଼ୀର ଗଳ୍ପମାନେ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲି ଶିଖରୀ ।  
“ହାଲୁକାକି ନିଜେ ଶ୍ରୀମତୀର ହାସ୍ୟ ଶାଢ଼ୀର ଗଳ୍ପମାନେ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲି ଶିଖରୀ ।”  
ଶ୍ରୀମତୀର ହାସ୍ୟ ଶାଢ଼ୀର ଗଳ୍ପମାନେ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲି ଶିଖରୀ ।

संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का अर्थ है 'संस्कृत'। यह एक प्राचीन भारतीय भाषा है।

শিল্পের প্রচলিত রোগে শ্রম-এর অভাবের কারণে প্রতি মাসে মাত্র তিন-চার জনের মাত্র শ্রম পাওয়া যায়, কিন্তু প্রচলিত শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমের অভাবের কারণে প্রতি মাসে মাত্র তিন-চার জনের মাত্র শ্রম পাওয়া যায়।

[illegible][illegible]



মহাত্মা ও বিপ্লব নেতাদের লোকটার মুখের চেহারা। 'সমস্যা' বলল রানা।  
দেখো হাসল রিখন। 'শালারা শিকল পরতে রাগি না। একটার চোখে তলি  
ফেলে তবে চোখোমুখি খান্না।'

চলে আসল চান্দায়ে রানা। বুড়ি পেয়েছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করেনি।  
'বাও, চুড়ীটাকে সঙ্গে রাখতে বলোনে এমনকে,' একসময় বলল রিখন।  
'শান্ত শিষ্ট মনে হলে কি হবে, বঠান চিকার ছুড়ে নিলে নরক নেমে আসবে  
আজকে।'

জাহাজের পেছন দিকে ছোট্ট কেবিনটার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল রানা। কেবিনের  
ভেতরে ঢুকে খান্না মাতাল ও। বিদেশী মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা কহছে ওজনের  
বাচ্চা। নিশ্চয়ই যুগ্মে মেয়েটি, তার নাক ও চোখ থেকে রক্ত পড়ছে।

এক পা আসলে পেছনে ওজনের কন্ডার চেপে ধরল রানা। ইচ্ছাচা টান  
মেয়েটির কাছ থেকে ছিটকে চলে এসে সে। একটি নৌকা জাহাজ পেয়ে দু'মুঠা  
একটা ছুঁচি কাড়ল রানা লোকটার মাথের ওপর, একই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকিত হত  
পা-ও চাচিয়েছে। ছোট্ট কেবিনটার ওদিকে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল ওজন। বেশি  
না, চেতনা বোপ পাওয়ায় কোনো রানার নুটো মাঝেই মথের। অচেতন লোকটার  
কন্ডার ধরে মিড়িহিত করে ওটনে বের করে আনল রানা কেবিন থেকে  
খোয়াগাভার পাড়িয়ে আছর করার অবস্থাতে একটি হাত তুলল কিশোরী  
উদ্দেশ্যে।

ককপিট থেকে গলা বাড়িয়েছে রিখন। 'কি হচ্ছে এদিকে?' গর্জিল ও।  
প্রায় করল না রানা। স্বাধায়ে চলে গেল ও ওজনকে।  
ইতোমধ্যে রানা দিগে পেয়ে উঠে বসেছে ওজন, মধ্যমত মাথা হেঁচকি  
সারা মুখ বজাক ওর। অস্পষ্ট সুরে প্রশ্নের মতন কি বর খিচি খেঁড়ত  
আজকে। 'কিছুই চাইল না ওর দিকে রানা, ককপিটের দিকে এগিয়ে নেমে  
পড়ল নিজে।

'কি হচ্ছে কি?' জবাব চাইল রিখন।  
গলা সাহায্য রাখতে কো পেতে হলো রানাকে। 'ওজন পরচানটা মেয়েটির  
ওপর চড়াও হয়েছিল। উড়িত শক্তি নিয়েছি।'

শ্রাণ করল রিখন, মুখে কিছু বলল না।  
রানাও চাপ করে বইল। বোয়ের বানিকের চলমান বুনে বাড়িটার দিকে লক্ষ  
ওর। রিখন কিছু সন্দেহ করে বসার আগেই তার চোখ সরিয়ে গেল ও। ওটাই  
পাট্টের বোটা কিনা ভাবছে রানা।

ওজন, জিমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ওটাকে দেখতে পেয়ে চিকার করে  
চঁপিয়াগি গিল। ওদিকে চোখ পড়তেই চরকির মতন ছিটকি বুকে গেল রিখনের  
হাত।

'কোণীপার্ট,' বলল ও, 'কোণীপার্ট কন্ডার কাড়বে না আমানত।'  
বোয়ী তখনও বা ও দাঁড়িয়ে ছুটে বসেছে, কিন্তু তার একই মেয়ের হাল  
কিছুই উকি দিল। ককপিটের ওজন ও ওজন দেখে হাসল পড়িয়ে।

বাতিটা লক্ষ করে বসে, ওটাকে সামান্য হাত নিয়ে ওজনের উদ্দেশ্যে

এগোতে দেখল। 'মেয়ে কেমনে?' শান্ত করে বলল ও।

ওজনের উদ্দেশ্যে গলা বাড়ল রিখন, যতখানি সম্ভব বাড়িয়ে গিল বোয়ী  
পাতি। জিনতে জিনতে ককপিট নেমে এল ওজন। খুন দৃষ্টিতে রানাকে একবার  
দেখে গিল ও, কিন্তু লাবণ্যমি খেল রিখনের। 'ইহল ধরো। আমি পিঠলো ব্যবস্থা  
করি।'

ওজন বইল নিজে পেছনদিকে আঁচ হলে রিখন। রানা ককপিট থেকে  
উঠে এসে ওর পিছু গিল। আলোটা নিকটবর্তী হলে জমল, এবং ওজনের আলোয়  
মাগর ওজন ছোট বোয়ীর অবস্থান জানা হয়ে গেল রানার। প্রচণ্ড স্পষ্ট পতি  
ভাঙি। পানির ওপরে উঠিয়ে ছেড়ে পানির নু'পাশ।

মুখে ফেলবে মনে চলে, 'কিছুই বলল রানা।

এক্সন-ওজনের উদ্দেশ্যে রিখন চিকার ছাড়ে নিয়ো লোকটা একটা বাল্য  
পান চান্না করল। রানার হাতে ওটা দিয়ে, নিয়ো কাছ থেকে আরেকটা গিল  
রিখন।

'চুড়ীটাকে সঙ্গে,' বলল রিখন, 'দেখ মিশিয়ে যাও পড়েছে।' ওটা  
চান্নাতে থাকবে।

ওটা পড়ল রানা। নুটো তলি করল ও, সতর্ক বইল হাতে ওজনের হাত  
তখনও লক্ষ নিয়ে যায়। প্রায় বম্বারোলাভাবে কান্না করল রিখনও। ওটা ওরে  
থেকেই দেখতে পেলে, খাতমাল বোয়ীর অগ্রাধাণ থেকে ফুলকি। ওটা দিয়ে  
পড়ল রানা কাঠের দিলে।

কোণীপার্ট পাখী কন্ডার দিলে মাথা নোয়াল রানা। ওজনমটে  
ফলকমিগলো দৃষ্টি কাড়ল ওর এবং কানে এল বোয়ীর পাশে কান্না বনানো  
ভাঙির গুপ ধাপ শব্দ। কোণীপার্টের ভারী মাথাটিতে ওজন রানা কেন  
রিখনের মাথাচাড়া দিয়ে পাখী গিল চান্না-ওর মাথা হলে না।

ককপিটের আড়াল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করে কান্না-ওর হাতল ওজন।  
'নোমাই তোমাদের, একটু কিছু করো। ওরা যে একটা এসে পড়বে।'

নিজের কন্ডারের পেছন থেকে উকি দিল রিখন, শ্রুতপক্ষের বোয়ীকে  
ছ'জিনে মাথা মেলল ও এবং কাঠের চলটা ছিটকে উঠতে মাথা নামান আধার।

মাথা ফিরিয়ে চাইল রানা। বিদ্যুৎ থেকে একটা অংশ বলে মনে হলো  
ওর। এমনই চমককরভাবে শ্রুতটাকে মিশিয়ে দিতে পেরেছে। 'সাবধান, মাথা  
করে মারে,' রানার উদ্দেশ্যে বাক ছেড়ে কাত হলো রিখন এবং ওজনের মতন ছোট্ট  
একটা জিনিস ছুড়ে গিল প্রতিক্রিয়ার বোয়ীর ওপর।

চোখ ধাঁধানো আলো ও ভাবাবে একটা বিস্ফোরণের পর একপাশে হেল  
পড়ল কোণীপার্টের বোয়ী।

'হায়েন,' ওজনের উদ্দেশ্যে চোখল রিখন, এবং উঠে গেল বিদ্যুৎ  
বোয়ীকে আটপাঠি আওনের মাঝে বিস্ফোরণের হাতে লেগার ওজন।  
ইতোমধ্যে রানার কাছ থেকে এল ও। 'এ জিনিস এবারই একটা কাত  
কান্না।' বুঝি কত মেয়েদের। কান্না-ওটা বোয়ী ও মাঝে-মাঝে-ওটা  
একই হাতের পেটে ফেলে, ব্যর্থ হত টুপটা।

শাহজানের খাতি



বৌদ্ধ মতের উত্থান জানা। জলন্ত বোধিবা থেকে খুঁটি লগ্নাতে পাঠিয়ে না ও, আশ্বিনে পুনঃস্থাপন করণী। সুপ্রজ্ঞান আচার্য্য পবিত্র হইবে ওটা। আশ্বিনে গীত্রে উঠে নিমিষান ও। ত্রিগুন ইত্যাদ্যে কামনে গলে গেছে। নূতন ধোমে ধোমে জ্বলা একটা নতুন গাতির দিনের নির্মল কলহ হৈ। হুইল খানিকটা স্থান জ্বলন।

‘मान दास एवम् अस्मि’ इत्यादि उद्देश्येन कृतं उद्देश्यं विज्ञेयम् । ‘आचार्यस्य कृतं कृतम् ।’

গীতিয়ে নৈকে অনুজ বাউজকে ক্রমশ কাছে আসাত নৈকি থান। একল গুণি  
কাছে লাগায় পান। অনেক সময় নেয়া বড়ো গাছ হোয়াবাক।

বাংলা লুটীয়ার নিচে ঘোঁটেলে বিবল রানা। বাতি জ্বালার আগেরই ট্রেন শেষেরে কেউ একজন আছে এখান। কোন শব্দ না শেনেও একাধী নয় ও পরিষ্কার উপলব্ধি করছে। স্বেচ্ছাবে পা ছাড়া রানা, রান আগেরই পোলকমেন্টায়ে মোরগোড়ার দিচ্ছিলে থাকতে অবস্থিবোধ করছিল। বাহায়ে কি বোঝা আছে, সেন্সির সুগল। কোমলি অতন্ত বাত করে শিকলী বের করল ও, তারপর মোরগোড়ার সুইচটা কয়ে পেয়ে গুন করল।

\*কারো জেল, একশালি বৈদ্য ও ত্রৈশ চি চাইনে আর একখোকা কতো।

সানার বিদ্যালয় উঠে কল্লি হীটা হিউটলিন। মুটো না বাহ বুকের আছে শহর করে গরে রোহায়ে বেলশীটলক। সানাকে দেখতে দেখে গলে পড়ল সানার ও শীটনে বাইরে হাত মুটো সানার বালিশে আর কল্লি পড়িগতি করলে বস।

শিক্ষণ সফল হানো। মাথায় একটাই ভাবনা কেনো কলহে গরু চলে ফুটল এবং  
এই মোহে মগ্ন হলে গরু বিস্ময়ের টান-টান সহ-ফলনে সিঁচাই করে। এই শীট  
বাসস্থায় কলহা কোন প্রাণী শুধে না।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরে

[illegible]

अध्यापन एवं अनुसंधान : प्रा. प्रमोद कुमार शर्मा :

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

कक्षा का नाम \_\_\_\_\_

“काम आनन्द” नीलाचल (अनन्त) १००० ठेका रू० देना विलम्ब ।

“ବିଜ୍ଞାନ ସମୟକ୍ରମେ”  
 “ବିଜ୍ଞାନ : ଏକାଧାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି କେବଳ ଜାଣିବା ବିଜ୍ଞାନୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।”

‘কেউ নেথেকে তোমাকে এখানে আসতে।’

মাথা মাড়ল ঝাঁপ। ফাল্গুনে হতে গেছে প্রাণ ফুঁসে চোঁরা। আঁহুরচোঁরে  
নড়োকে উঠল বিছোঁরা। পাড়লা শীতের বিচ্ছেদে প্রাণ মূটের নড়া আঁহুরচোঁরা  
চোঁরা গেলে। বাহালায়ি শুভে আনন্দটাই পাঁহুরচোঁরা। শুনিবের বত জোঁরা  
করাই ফেন। কাল।

निहायक शोभना बना। 'होमामात्र एकदो बालिका मित्र आता कि, रोव,  
कना। 'आमिहाई मदन हत एवम् कि नदी होमात्र, ठिक ना?'

কতক করে উঠে বসল জিহাদা বীণা। 'ক-ফি সার তুমি এসব।'  
মাথা নাকুল জানি। 'কতক নীচ। তুমি তো আর হেই পুণীটি নও।'

एकदिवस नीलकण्ठः शिरसां पुष्पकं विधत्, किञ्च शिरसां नाशय । किञ्च शिरसां नाशय ।  
पुष्पकं शिरसां नाशय ।

সামনে কেতোর উপর এক পাটি জুতো তুলে নিল রাস। পটীর জন্যেও সে  
পটীকা কাল গাঁ। কখনো হতে চকচকী ঢাক। পড়ে আছে। মেয়েটির কোলে।

কৃতক নিম্ন সূত্রটিতে ৩। 'উ' করে আর্দ্রাশনি কৃতক গণিতকে কৃতক ক্রমে নিম্ন ক্রমে।  
অধিকার দিচ্চ করে করে, সুধায়ে সুখ করে কল্যাণ করে পল্লব।

কল্যাণী শৈবক অর্জনে যোগদান করে করে একটি ত্রিখ নিম্ন দান। হ্যাট আন  
কল্যাণী কুল ফেলান ও। আত্মন সমান ফেল যত্নের মধ্যে। খোলা আনানাদির কাছে

‘অনি এয় কিছুই জানি না।’

ନିହନାସ ନିହେ ଏକେ ଏକେ କୋମେ କଳା ବାମ । 'ମେଲେଇ ସବୁ ବାହାକାହିଁ ତୁମ  
ଏ ସବୁ ଶେକେ ମୁଁ ହାବେ ଜଡ଼ ବେଶି ବୁଧି ହବ ଆମି । ଖୁନ୍ନା ମାୟେ କୌଣାର କୋମ ଇନ୍ଦେ

কোশানির স্বাক্ষরে সত্যের পারদ বিঁটা: 'আমি বুঝে গিয়ে থাকে। ও শব্দে ছিল

মোহনোদয় । কেউ স্থান করে কোনে গোধ ।  
 চলে আত্মা চামান রানা । 'কার কথা কলহ' শাস্ত্র সূত্রে প্রম কলহ ।

‘‘তিনি—ঈশ্বরপ্রাণ, আমি যার আশে হিন্দু।’’  
 চিত্তব্য শব্দে সঙ্গীত। ‘কোথায় সে?’ শেষোক্ত বস্তু।

ହାତ ଗଢ଼ିଆ ନିଃସନ୍ଧ ସିଞ୍ଚି । ଗୋଡ଼ଙ୍କ ଡେଇଡ଼େ ବସିବା ଦାନାଦେ । ଏକ ଯେମିତି  
ନାମି ନେହିଁ କ୍ଷତ ଯୋଦ୍ଧା । ଆଜିନ୍ଦା ଗଢ଼ିଆ ଏହାଙ୍କ । 'କ୍ଷତ ଯୋଦ୍ଧା', କବି ।

“एवमेव आत्मनोऽपि स्वर्गो आसीत् ।”

[illegible]

‘आजिह दान’ धानुस कक दान उरल भिनि ।  
 बाध भादुस भुस । ‘दुमि आउ भविदा’ नः लघान भावः किम दान

কথা কবে তোমার কাছে  
স্বপ্নের মতো



ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ওয়াশিংটনটা হবে এল রানা।  
 বিলারী জেড খুঁজে নিয়ে ডেকে উঠে পড়ল ও। ফিরে ফুল মেনেই কেবিনে।  
 মিশমিশে অগভীর। পাওয়া গেল না উইনস্টাকে। পোটা ঘোটে 'গল্পতরু' করে  
 ত্রাণী চালিয়েও কিছু পেল না। পোটিহোল বন্ধ করে স্ট্রীক কেবিনের আলোটি  
 জ্বালল ও। ইতস্তত ফুটসে ছিটানো কাপড়চোপড় সেবে ধারণা করল উইনস্টা  
 নিশ্চয় এখানেই ঘুমিয়েছে।

ডেন্ট অফ ড্রয়ারগুলো সাহায্যে পড়ীক্ষা করল ও।

একমাত্র বিশ্রামের যে জিনিসটি আবিষ্কার করল সেটা হচ্ছে রক্তির একটি  
 ছোট্ট ছবি, সেখান থেকে হলো বেশ ক'বছর আগের আর তোলা। ওয়াশিংটন স্থান দিল  
 রানা ছবিটাকে। তারপর ড্রয়ার বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে নিল।

মেনে কেবিনে আবারও ফিরে গিয়ে কার্পেটটা নিরীক্ষা করল ও। গভীর  
 মনোযোগে পরীক্ষা করার পরই কেবল ধরতে পারল কার্পেটের ছোট্ট একটি অংশ  
 সম্প্রতি খোয়া হয়েছে। সেদিন উঠে নাড়াল ও। উইনস্টা বোটে নেই এ ব্যাপারের  
 পুরোপুরি নিশ্চয়নেই এখন রানা।

উইনস্টা কি মারা গেছে? রীতির কথা কি বিদ্যালয়গো? লোকটা খুন হয়ে  
 থাকলে দাশটা সওয়াল কে আর কার্পেটই বা সাফ করল কে? রীতি নিজেই কি  
 হত্যা করেছে তাকে? বোটে এসেই দু'জনের মধ্যে যে উত্তর মাননুবাস খানেক  
 রানা ভাঙে অসম্ভব নয় কাজটি।

মাথা ঝলিয়ে যাচ্ছে রানার, কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। জেজিটে পা  
 রাখতে, ওয়াশিংটনটির ওলিকটাতে বাতি মেডানো মন্তনভ এক সেফানি এসে  
 ধোঁয়াছে লক্ষ করল। এক তুলসি ওটাকে দেখে নিজেই মাটিতে লুপা হওয়া রানা।  
 শরমুহুর্তে একটা চাপা পর্জন কেলে এল গাড়িটা থেকে একা বুঝতে বেশ পেতে  
 হলো না তাকে মজা করে সাইনেলার লাগানো পিঙ্ক ছোঁড়া হুজুহ। পিঙ্কটা  
 ধের করে যোমনকে তেমন শুয়ে বইল রানা। গাড়ির ড্রাইভ চানু হলো এক  
 যাবুমার রাডার চাকার ঘর্ষণে স্পার করে একটা শব্দ উঠল। তারপর মোড় ঘুরে  
 কিছুদূরে বেরিয়ে গেল গাড়িটি।

উঠে নাড়িয়ে থাকা আড়াল কাপড় থেকে রানা। জটিল হয়ে উঠছে পোটা  
 ব্যাপারটা। যেটে প্যারাডাইসে ফিরল ও, তারার আড়াল নিয়ে এবং  
 পেছনলিকার হাতাগুলো ব্যবহার করে।

রীতি তেমনি করে রয়েছে। মুখের জেগারায় বাস ওর, টোয়েন্টকোনে বঁকা  
 একটা হাসি।

রানা একটা চোয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। 'ড্রাম ব্রেন ইলকহ ও কি তখন  
 মেনেই কেবিনে ছিল?' তখন তখন মিলিয়ে হাতা কিভাবে করল ও।

রীতি।

মাথা ঝলান রানা, এমন-এই কাপড় বেরিয়ে। 'এক সন্ধ্যা নিয়ে হাওয়া  
 হওয়া' করল ও। 'উল' করল কাপড়টি জালি না, ব্যবসা লাইটকে হালি পুঁজি।  
 বামারেই বইলে হোমকে অন্যতে পুঁজি। 'ওর ড্রামি' তখন খুন করে বাস পানিতে  
 ফেলে নিয়েছে কিংবা ওর ড্রামি ড্রামি। কুঁচি মিজব কোন কারণে ফিরে এসে

বামারী সন্ধ্যা ফেলতে। কি, কাপড়টা হোমার নাকি?

নয়া লতা হাত দুটো বাড়িয়েছিল রীতি। 'আমার হাতা সন্ধ্যা? ওরকম মানবের  
 নতন একটা জোকসে—

কেবিনে উঠে-খাওয়া প্রায় খাড়া সিঁড়িটার কথা স্বপ্নে করল রানা, মাথা  
 নোমান। 'না, কল, 'ড্রামি' বোঝে।'

মুখের ফিরে আনারে রীতিকে একা তার অতটা উজ্জ্বল দেখানো না। 'ওরা  
 লাল লুকিয়ে ফেললে,' বলল সে। 'কাপড় বোঝার মাথা নেই ও মারা গেছে, তখি  
 না।'

তখি ফুল রানা। 'ই'

কিনারী সন্ধ্যা অকল রীতি, 'শাকিরা খেতে টেনে নিল খালিগতি। 'আমাকে  
 সেখানে কেনল কাপড়? আই, হলো না গো।' বলল রীতি, চোখে চিনালি ভর  
 করেই আবার।

'হোমার বোন মেটা কোথায়?' ফল করে প্রশ্ন করল রানা।

ও লাক্স মিহেই এক উজ্জ্বল হবে না, কিন্তু সেখান থেকে হলো করেই গড়।  
 সামনে ঝেঁপে পড়ে টেনে নিজেই মিকে ওর মুখ ফেলান রানা। চোখে হতজকির  
 দুটি মেয়েজি। 'হোমার বোন কই?' পুনরাবৃত্তি করল রানা।

'ওর কাপড়ে কি জানো ড্রামি? কিভাবে জানো?' বলল রীতি।

ওর পাশ ঘেঁষে বলল রানা। 'হোমরা অবিকল দুটো মিলে মানার মতন,  
 বলল ও। 'এমন মিল সত্যতার চোখে পড়ে না।' পাকটের ততন-হাত টুকিয়ে  
 মেজিব বাস থেকে উদ্ধার করা চিঠিটা বের করে আনল ও। 'সেখা-এটা।'

শূন্য মুঠিতে চিঠিটা পড়ে তারপর মাথা ঝাঁকাল রীতি। 'জানি না, বলল,  
 'বোহাল কে? নেলসনই বা কে?'

টেবিলের সামনে গিয়ে একটা নোটেশপার প্যাড ও পেন্সিল নিয়ে ফিরে এল  
 রানা। 'চিঠিটা লেখো ড্রামি' বলল ও।

রীতি হটফটিয়ে উঠে বসতে, ছাত্র বলল, 'মোড়াও।' কারাও এখনে ওর  
 লাক্সমা জ্যাকেট বের করে এসে ফুঁড়ে দিল মোয়েটের মিকে। তারপর বাধননে  
 গিয়ে ক'নেকস অস্পষ্ট করল। ফিরে ঘরন এক মেয়েটি তখন ইকোনে লতা  
 হাতাগুলো শুটিয়ে।

'কেন, শিখতে বলছ কেন?' প্রশ্ন করল রীতি।

'সেখা।' কাটপোটা জ্বাধ নিল রানা।

বনধন করে প্যাডে চিঠিটা লিখে বাড়িয়ে থকল রীতি। দুটো হাতের লেখা  
 মিলিয়ে দেখল রানা। কিন্তু মিল নেই। প্যাডটা টেবিলে ফুঁড়ে দিয়ে ধীর পায়ে  
 প্যাডাবি করতে শুরু করল ও। নার্ভিস চোখে তাকে লক্ষ করছে মেয়েটি।

'হোমার একটা কোন আছে, বেনসন?' শেষ পর্যন্ত জ্ঞান রানা।

আমরা বামারে করে তারপর করল রীতি, 'ইয়া, কিন্তু ওর মিল দেখা মাফান  
 নেই।'

'কতদূর কেন?'

'চাল-পিচ করে হবে, তখি মনে নেই।' মেজিব সঙ্গে বসিধা হত না আবার।



আমি কিভাবে চলব না চলব সে ব্যাপারে মাতুলসহী কল্যাণে চাইত ও। খপড়া  
হয়নি কখনও, কিন্তু এর সেরেফেলে রান-খপড়ার সাথে মালিরও নিজে পারিনি।  
শেবে বাবা মারা যাওয়ার পর আলনা হয়ে ফেলার।

‘মিথো কথা,’ গাভু সুরে বলল রানা। ‘এতদিন সেবা সেই, তাহলে তুমি  
হাতিয়ে গেছ এই পত্রা নিয়ে আমার কাছে কেন এসেছিল সে?’

সিমং রাঙা হয়ে উঠল রীটার মুখান। ‘আমর কিভাবে ও তোমার কাছে  
গেছিল? থাকলে, তুমি কে আগে সেটি বলে।’

‘আমি যে-ই বই সেটা তোমার ভারতে হবে না। মেট্রিকে শেল করে সেখান  
তুমি?’

বিদ্যাব্যস্ত হয়ে পড়ল রীটা। ‘তিনিও সাথে নিউ ইয়র্কে ছিলাম আমি। তখন  
হঠাৎ করে সেবা হয়ে যায়। তা খরো সুখীরা হবে। বেড়াতে গেছিলাম আমি।  
এর হোটেলে থেকেছিল আমাকে মেট্রি। সে এমনই কুলোমুলি যে বাস করা  
নিয়েছিলাম। তিনি ছিল আমার সাথে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর লাগছিল। তনিকে সরা  
করতে পারবে না মেট্রি, তাই আমি অন্য সেবা না করে পালিয়ে চলে এসেছি  
কুলোমুলি।’

রানা বিদ্যানার কিনারে এসে বলল। ‘হর তুমি মিথ্যার বেসতি খুলে বসেছ,  
আর নড়াচড়া কিছু একটি ব্যাপার আমার দুটি এলিয়ে হলে?’ বলল ও।

মুখপাশে মাথা নাড়ল রীটা। ‘আমি সত্যি বলছি,’ মুখ করে বলল ও। ‘মিথো  
বলে আমার কি লাভ বলা?’

‘তোমরা বাঙালীরা সম্পর্কে বোমকে কখনো কিছু এসেছিল তুমি?’

‘তোমরা বাঙালী? না, কেন করতে হবে?’

‘যারবার খালি পানটা এর কোতো না তো,’ খাঙ্কিয়ে উঠল রানা। ‘তিনি  
কনসিটেন্ট হয়ে যাও।’

যে তিমিরে ছিল রানা, এই মেয়েল সঙ্গে সেবা বহুবার পরে, সেই তিমিরেই  
জরে গেছে। একটি চেয়ে নিয়ে বলল ও, ‘হিউস্টন কেন? জেলি ন্যাকেন?’

‘কিয়ার পরে হিউস্টন হয়েছ,’ বলল মেট্রি। ‘এক বছর আগে আমার  
জিভোশ হয়ে গেছে।’

‘তোমার স্বামী কোথায়?’

মাথা নাড়ল রীটা। ‘আমি না,’ বলল সে। ‘খোপা?’

জবাব দিল না রানা। তার কানে এসল, ‘গত সপ্তাহ কলম্বোনের একটি  
লাজিতে সুন হয়েছ তোমার বোন।’

দীর্ঘ শীতবসন্ত। ‘আমি বিদ্যাস কবি না,’ শেষ পর্যন্ত বলে উঠল রীটা। ‘ওর  
চোখের দুটি রানার মুখের ওপর ওঠা-নামা করেছে।’

হাসি কলম রানা। ‘তোমরা না, কলম, কিন্তু তুমি সে তিনটি হয়েছে।  
হেমেটিকে কাম নেগেছিল কলম। সপ্তাহের জাণিও আমার কাছে এসেছিল  
বোমের। এর এমন নির্দিষ্ট গতিপতি যেমন নেবকি আমি, তুমি শেষ সেবে করে  
জান।’

‘তখনও কেউ চোখে ওলো রীটা। কেউই ইচ্ছাকৃত করে ঝাঁকুনি দিল রানাকে।’

‘মেট্রি মারা গেছে?’ বলল ও, ‘এমন নিষ্ঠুরের হতন কলে বলে একটা শোনাতে  
পারলে আমাকে?’ আমার জন্যে শোনাতে কলমও কি হলো না তোমার পাশাল  
হলো?’ মেট্রি—মেট্রি—

রীটার কণ্ঠীতে হাত রেখে এক খণ্ডিত সুরে বলল রানা। ‘হাস্য না,’ বলল  
ও। ‘খুব কাঁচা অভিনয়। মেট্রির জন্যে কিছু এসে যায় না তোমার।’ ঢাকনি  
সিনেমাতেও কোনদিন চাপ দেবে না তুমি, মনে মনে কলম।

ওর নিকে চেয়ে খিঁচিল হানিতে তেড়ে পড়ল রীটা। মুখে একটা হাত চাপা  
নিয়েছে সে, চোখে বিদ্রিত চাহনি। ‘আমার এরকম করা একমুখ উদ্বিগ্ন হতনি,’  
বলল ও। ‘আমাকে বোমের আমার।’ বিদ্যানার গভীরে পড়ে বানিশে মুখ ওলম  
ও। ‘মহাভারতমকে হাঙ্গর।’

হঠাৎ বিদ্যাস চমকের মতন একটা চিৎরা বলে বলে রানার মাথায়। রীটার  
মাথায় একটা হাত রেখে একে বানিশে ট্রেনে খলল, এবং অন্য হাতে শীটা টেনে  
আমিয়ে দিল। মেয়েটিকে ওভাবে ধরে রেখে, কামের ওপর হাতকা টানে তুলে  
দিল পায়জামা জ্যাকেটের এবং মন নিয়ে শীটা পরীক্ষা করে দেখল। তারপর  
জ্যাকেট নামিয়ে শীটার ট্রেনে নিয়ে, উপস্থানে সার এল।

মোড়ের ওপর রীটার দেহ, জলদ্বায় করতে চোখ। ‘বোন—কেন কলমে এটা?’  
তেরিমের ঝড়িল।

‘তোমার বোনের নিউ ভার্জি কলসিটে ছিল, তা জানো?’ বলল রানা।

‘মেট্রি সবজাত্য, না?’ বলে কলমে ফেলল রীটা। ‘এর চোখ বেয়ে পানি  
পড়তে দেখে জানানার কাছে বেঁটে গেল রানা। তখনক কুলি বোধ করছে ও।  
‘কল সেবা হবে,’ অস্বস্তিকভাবে বলে দরজার নিকে পা বাড়ান। নিতলা পর্যন্ত  
ওকে অনুসরণ করল রীটার যোগানি। শীতি একটা কিছু না ঘটলে শাসন হয়ে  
নাও, আত্মগোষ্ঠানে কল রানা। নাইট ক্লার্কের কাছে গেল ও আরেকটা কলমে  
যাবতু করতে।

খুবকিত্তির সীত গলে কল রোন করে চলে, রানার বিদ্যানার জেলের পরামের নকশা  
এসেছে।

নিতম্বর মেয়ান খড়্গিয়ার নশীর মটা বাজতে অস্ত্রটিতে নড়াচড়ে উঠল  
ও। রাতের দুইয় নেমেছে ও, উইতিয়ার ভ্রাণ বিক্রি করছিল এক মাতুলী, তাকে  
ভাড়া করছে পুলিশ। ছেলেটার মুখ অরিকল ওর বন্ধু রাশেমের ছোট্টাই  
নিজামের মত। ‘হামুদ আই, বাঁচান, বাঁচান,’ করে মরণ চিৎকার করছিল  
ছেলেটা। স্বল্পের কাগজের প্রভাব, কাগ বেয়েছিল এ ঘরনের একটি খবর।  
ইসলামের আলী না হক এক বাঙালী যুবক মাতা পড়েছে পুলিশের গুলিতে।  
ভ্রমল। ‘তবে ছেলেটা বাগদানেরই বসেপা নিলান না, এতকুই আই।’ এতকি মাতার  
জানের উদ্দেশ্যে ধর সেবে সাতটি কলমের করতে ও। ওইম কণ্ঠীতে পড়তে হঠাৎ  
শিউনিট করে ‘হাত’ করে উঠল রানা। ‘মারা শীতে কুলি লেগেই আছে, অল্প অল্প  
খাদ্য করছে মানসিও।’ নিতম্বর আলোর কল আনন্দভরান বলে পড়লেও রোন  
কলম মাথায়। ‘একবার একবার জাতি জামের হাত কোক হুটকটিয়েইবিরিয়ে এসে  
খাবতলার খাতি



বিদ্যানার পায়ে কাছ কেউ বসে বসেই টের পেল ও এক নাকে এল সেটের  
হালকা গন্ধ। ও শুধিয়ে উঠতে ছিলখিল জলতরঙ্গ শোনার বীটা। আগবোজা  
চোখে ওর নিকে চাইল বান। এক ওর অর্ধসচেতন ইন্দ্রিয় জ্ঞানান ছিল অল্পবয়স  
সুন্দরী দেখাচ্ছে মেয়েটির। শরীর তাঁর করে বসে বসেই বীটা, হেলান দিয়েছে  
হাটের কিনারে, লাল-লবঙ্গ পা দুটো ছোড় করে চিকুর কোথায় তার ওপর, হাঁটু  
জড়িয়ে ধরে আছে দু'হাতে। উজ্জ্বল চোখে রানার নিকে তাকিয়ে বসেছে সে।

‘খুশি তোমাকে খুব ভিটট নাগে, মনে হয় এত প্রাণমানুষ আর হয় না,’  
কল্লী বীটা। ‘কিন্তু আসলেই কি তাই?’

‘খুশি তোমাকে খুব ভিটট নাগে, মনে হয় এত প্রাণমানুষ আর হয় না,’  
কল্লী বীটা। ‘কিন্তু আসলেই কি তাই?’

‘এখন এসো, কেননা?’ খেঁচ করে বলল। ‘যখন তোমাকে মরকার হবে আমি  
নিজেই জানার। এখন একটু খুশিতে মাও।’

‘দুটো হালকা বীটা।’ ‘তুমি খুব সুন্দর গো, সত্যি করে বলুন।  
কাজের উঠল বান। উঠে বসতে খুঁজতে একটা কামড় পেয়েছে মাথায়।

‘পায়ের, ফলাও, তেড়ে মোড় নাও, কি হলো?’  
‘মাথায় হাত বুড়ে গেল বীটা। ওর আঙ্গুরী নীল-ফোজোজো লাতি ছড়ালে।

‘আমাকে ভাল লাগে না তোমার?’ কেন, আমি কি দেখতে খারাপ?’  
‘হালকা তুমি’ মাঝখানে দিল বান।

বিদ্যানা থেকে পিছনে নেমে পড়ল বীটা। বানার পায়েমাঝে হাম্বলক  
দেখাচ্ছে ওকে। বড়ার নতন কলমে ওটা খর শরীরে।

‘তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ডান্টগিন থেকে কেমনে টেনে এনেছে খুঁজ।  
আমার ওরাজে ঘরে গিয়ে ছেল আপ করো না কেন, আমরা একসাথে ঢেকলানি  
করতে পারি। কাকের কথাও হয়।’

‘কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কেমনে টেনে এনেছে খুঁজ।  
আমার ওরাজে ঘরে গিয়ে ছেল আপ করো না কেন, আমরা একসাথে ঢেকলানি  
করতে পারি। কাকের কথাও হয়।’

‘কি হলো, এখনও গেলে না?’ গজল উঠল বান। ‘কল্লীতে ওর নিয়ে বসেছে।  
‘এমুতে একটা একা থাকতে চাই আমি।’

‘মম থেকে কল্লী কথাটা?’ কল্লী বীটা, চোখে লাল-লবঙ্গ ফলাও ওর। ‘কল্লীতে ওর নিয়ে বসেছে।  
এক নিকেও মের এসে ফেল হাস করল খুঁজিয়ে টানটিকে। বিদ্যানার কাছ এসে  
রানার পা খেঁচেন বনল।

‘মাথা বাকল বান। ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’

‘মেরে হালকা করে।’ ‘এখন মাও তো, বোন,’ কল্লী ও। ‘মেরে হালকা করে।’  
‘মেরে হালকা করে।’







অস্বাস্থ্যের কারণে একলাই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে ও, নিশ্চিত হওয়া যেই এটি।  
অস্বাস্থ্যের পক্ষেই পুস্তক চিত্রাঙ্কন রামা এবং শেষ করল রাইটর।

মুনের মধ্যে কেউ যদি এসে না থাকে, তুমি ছাড়া আর কেউ, তাহলে  
ছোটটির জন্যে বেশির ভাগে হবে না। কিন্তু তখনও নতুন আর পুরা পাবে না ও  
এটা নিশ্চিত। বীটা, তিরাবা আর যে-ই ছোক, ওর লাইসেন্স পেয়ার দেখে  
সেখানে। বীটার কাজ থেকে অনুভূতি হাজার ছোট করেও কিছু জানা যাবে না।  
সে জান করবে শুধুমাত্র কই পাচ্ছে, এবং ব্যাপারটির ইতি খটবে সেখানেই।  
অপাতা কখন কবে টাইমসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল রামা।

হাত পায়ে জানলে কুকুরের চোখে যে দুই ফুট এটা রিক 'আই' দিয়ে মাঝে  
প্রবেশ করল খ্রীমান টাইসন। বিবর্ণ গ্রে মুটি পুরান ছাত্র, মাঝারি হেজা ছিটটিয়ে  
হালকা ফেট মাটি। বালিনবোলের শোভাবর্ধন করছে ওর একটা লাল চকটিকে  
গোলাপ। ওটা ওখানেই জড়িয়েছে কিনা নিজের অজান্তেই জানতে সেখানে  
আবিষ্কার করল রামা।

হাতের ছোট্টোয় মুখ মুখে, সারিবদ্ধ বোতলের নিকে হারিমারা গোলাপ  
মুঠিতে চেঁচা করেছে টাইসন। বহুলত্ব একটা বীটার আনিয়ে ঘরের মুখ কোণে  
টাইসনকে নিয়ে এসে রামা। ওরা কলস পর করল রামা, 'গোনা, মোদ্র, আমার  
একটা কাজ করে দেবে?'

বৈঠি ফলের মতন চোখ মুঠি মেনে চাইল টাইসন। 'কলনাম না, কল।  
'খুশি হয়ে করবে এককম-ছোট্ট একটা কাজ আছে। কাজটা তেমন কিছু  
না, কিন্তু তার জন্যে মূল্যে ভরসা পাবে। তুমি চাইলে আমার সাথে চলে আসতে  
পারো, কিন্তু সেখানেই তোমাকে টাই দিয়ে আসতে হবে।

'তুমি আর ওর হয়ে কাজ করছ না?'  
রামা মাথা নাড়ল। 'না, কল।' ওর কাচবাবটা পুরান হুনি আঁকল। 'কাজ  
মুঠি।

মাঝে মাঝে টাইসন। 'তোমার চোখে যাবে,' অস্বস্তি মনে করল।  
'ওর কথা জাভো,' কল রামা। 'আমার ইচ্ছে না কাজ করব না, কল।'  
'মূল্যে ওনার কামাখি কিভাবে?' পুরন আঁখি সেখানে বুকে পড়তে  
চাইল।

'কলগোত্রা খেতে খেতে,' মজা করে কল রামা। 'হিরাদী লেজের ওই  
পরিচায় কথা মনে আছে?'

কিন্তু নিয়ে চোঁচি তিঝিয়ে নিল টাইসন। 'থাকবে না আবার?' কল ও।  
'শালার মাল একদান।

'ও এখন ওপরে, আমার নিছানায়।'  
কিছুক্ষণ টাইসন। 'কিন্তু তুমি খুশিই ওর কামাখি নিয়ে।' কল রামা।

মাঝে মাঝে কল।  
'মনে বাটী তুমি।' টাইসন পুরনায় সেখানে পড়ে আরও টাইসন। 'এক  
বিজ্ঞানায় কলসে পকেট মাটি করে গেছে আমার খর কলসে পারি।

আমার মাথা নাড়ল রামা। 'কল, ওপরে কি, টাইসন, ওকে নুর করত  
শালার মাল একদান।

টাইসন মুখ করেছি আমি।

উল করে বীটারটা টেবিলে নিক্ষেপ করল টাইসন। 'তাঁরা কখনো না ওয়া?'  
কল। 'সোনা, এতকটা দিচ্ছে কিন্তু, ওনা ও মজা করবে না বলে দিচ্ছি।'

'কলনাম তো, ওপরে পড়ে আছে ও।'

রামা আরও টাইসন, 'আবার ওপরে' আবিষ্কারায় 'অস্বস্তি' আরও  
ফিফটিয়ে মুঠে কল, 'কলনামটা আমারও নিছানায়' ও, মোদ্র, তোমার কল  
গোলাপ হয়ে থাকবে।

হালত্ব আলাপ অনেক হয়েছে, 'এবার আবার ওপরে'—সিদ্ধান্ত নিল রামা।

'অস্বস্তি ওপরে' মনে, 'কল ও।' কল এক ছোক ওনি কল মেয়েটির  
একপাশ থেকে কলনামটা মাথা মুঠে নিয়ে গেছে। আবার ছাড়াটা ছোট্টা করলে  
সে, ওনা, ওনা হেজো জানি নিতু মানে। হেজোকে ওর হাতে পাড়াটা দিতে  
হবে, পাড়া কাছটা সে করত পাড়ার।

রামা, 'কল কাজে' কল টাইসন, 'আর সেখানে তুমি মূল্যে ওনার নিছানায়  
কিছো?'

'কল, কাজ হয়ে গেছে।' বিদ্যুৎ সেখান রামাকে।

'হাসানে, কল।' আর, আমি তো বিনে পুরনায় ওর চাকর পাটতে 'কলি'  
আছি। এই চাকর যদি পড়িয়ে ফেলতে পাতি—

কল পড়ল রামা। 'ওর, ওসো ওর, পড়িয়ে করিয়ে দিই। কিন্তু মেয়ে  
বাপ, ওর ওনার চিত্রা মাঝায় এনা না। দরজার বাইরে কল থাকবে তুমি,  
কলসে পেছল ও মনে আছে, কলসিজে ওর কাছে মেয়েতে পেছল, ওক খাওয়ার ওর  
আছে—মাটিটা তোমারই, মনে রাখলে খুশি হবে।

মুঠিতে পাড়া করে রামার শিউ শিউ ওপরে উঠে ওর টাইসন। দরজার নক  
করে তেতরে মুঠে পড়ল রামা। খেলাশী সিমের নাটকিয়ে পড়ে ওয়ে রয়েছে  
বীটা, ওনা মিতত ও বালর নিয়েই মেনে বানানো হয়েছে জেলসি। রামা ওর নিকে  
চেঁচা কলসে পেছল, ফিফটিয়ে কল মেয়ে উঠল মুঠি।

'মাঝে মাঝে তোমার,' কল বীটা। 'নিজে পড়ল করে কিনেছ মুঠি?'

মাঝে নাড়ল রামা। 'তোমার মনে একজন বডিগার নিয়ে এসেছি। এ হেজো  
টাইসন। কল লোকসনের মূর্খ সারিয়ে থাকবে ও।

হেজোবিলস মুঠিতে টাইসনের আপদমস্তক জরিপ করল বীটা। 'এ হেজো  
নিজেই একটা কল লোক মনে হচ্ছে,' কল ও। 'এসো, টাইসন, একজন অনলা  
মাঝে মাঝে, অপরত্যা সুনদী প্রমোদিলার সঙ্গে পরিচিত হও।'

মোদ্রগোত্রা মুখ হী করে নাড়িয়ে টাইসন, কলনামাল করে চেঁচা করেছে।

সামনে এগিয়ে, একটা ছোবর টেনে পাবে কল নিয়ে গেল রামা। 'ও বাইরে  
কল পড়ল সেখানে, কল মুঠে কল।' কলসেই পড়ল মেয়ে কলসে কল।

টাইসনকে ওর থেকে টেনে ওর করে মজা করল রামা বীটার উঠলে।  
'আমার কাজটা খেতেই আসছি আমি, পুরনায় ওর, কলনা।' কলসে মোদ্রটি  
সব মুঠে পাড়া আছেই দরজাটা আনিয়ে কল। 'আও, ওর কল পাড়া,  
টাইসনকে কল।' কলসে ও ওর মাক পড়াবে না, মোদ্রা পেছল।



‘সে আর বলতে,’ মাথা নেড়ে বলল টাইসন। ‘মেয়েমানুষ তো নয়, গাভী বিলু একটা। বোমা! মাথাটা কেমন জানি ঘুরছে আমার।’

হোটেল থেকে মূরে, একটা টেলিফোন বুস চুকে ফেডারেল বিসিওর নতুন ভাষান করল রানা। ‘বাসিক বিল্ডিং’র পাশ লাইনে এসে হপকিন্স। ‘আমার বোটে বোমাটা কি আপনিই রেখেছিলেন?’ প্রথমেই বোমা হামলা চালান ফেডারেল এজেন্ট। ক্রুজ পোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

‘বাস দিন ব্রো,’ বলল রানা। ‘আপনার লোকেরাই সেখানে ওটা বসান করেছে। কত লোকের ওটা। অথচ এই রোহান লোকটা যুগের সাথে কি সুন্দর ভাল মিলিয়ে চলেছে। দেখবেন শিগিরিই পরজন্ম শাস-মারছে আপনাদের ওপর।’

হপকিন্স গর্জে উঠতে বাধা দিল রানা, ‘আমি একটা কামো করতে প্রস্তুত নোডানের বোঝ করছি। তিনটে ‘আর’ এবং দুটে ‘আট’ আছে এটার লাইসেন্স ফ্রেটে। কয়টা এগুলি দেয়া কি সম্ভব?’

‘অফিসে চলে আসুন আপনি,’ কল হপকিন্স। ‘আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।’

কাঁধের ওপর নিয়ে, বুনের মফলা কায় তেল করে তাঁর নিকট চাইল রানা। ‘আমি সুতোর ওপর নাড়িয়ে ফেলেছি,’ বলল ও। ‘আপনার ওখানে আর থাকি না। পরে না হয় অন্য কোথাও সেনা করব। সেনানীতির কি হলো?’

‘থরে বাড়ল।’

বুনের মেয়ালে ঠেস নিয়ে, সাদা পেইন্টওয়াটে চিহ্নবিহীন হস্তক্ষেপের অসংখ্য লেখাগুলো পড়তে লাগল রানা। হপকিন্স লাইনে এসে বলল ও, ‘শেষটা সত্য-সুতরো হতে চায়। কলকাতার বা মফা করে ছেড়েছেন আপনি—’

কথা কেড়ে মিল হপকিন্স, ‘ও নিয়ে আপনার ভারতে হবে না। আপনার গাড়িটা মনে হচ্ছে পাওয়া গেছে। মনি উইনল্ডার গাড়ি হওয়া কি সম্ভব?’

চোখ ফুটতে ততবে মিল রানা। ‘হ্যাঁ, সম্ভব।’

‘সিটিতে আরও অনেক আছে, কিন্তু সেসব খাতিরা মনে হচ্ছে উইনল্ডার।’

‘অন্যরা মরুকগে। আমার এতেই চলবে।’ বলল হপকিন্স, ‘একটা ফ্রেটে করে যদি রোহান এবং তার ওপা-পরিচালক আপনাকে এতে তুলে নিই, বাজার কিছু কাজ করে নেবেন?’

‘সেবে না মানে, হপকিন্স একশেবার চলে।’

‘উইনল্ডার সম্পর্কে হয় বেশি সন্দেহ জানতে চাই আমি।’ টীটা হিউস্টন নামে এক মহিলা এবং তার বোন রেমী রোম সম্পর্কে যা যা পারেন জানান রানাকে। ‘আপনার এই সন্দেহের ওপর বিশদভাবে জানতে চাই। হিউস্টন, রোম টীটার হয়ে সম্পর্কে করুন কি জান। যত বড়ো।’ ‘কিন্তু আর কোন সত্য প্রমাণ বোঝ মিল, টেলিফোন করাও আজ করে নিই।’ উইনল্ডার ওর ব্যাপারে কতটা জ্ঞান সত্যিই বের করা সম্ভব?’

‘নাড়ান, নাড়ান,’ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে হপকিন্স। ‘আপনি তো সত্যের

পরামর্শের খিট

জাম্বা লোক।’ ‘বরং বের করতে পারেন না?’ ‘জানেন না?’ গজর গজর করে বলল ও।

‘সিটিটির মিল রানা।’ ‘একটু যদি না পারেন তবে অতবড় স্পাইনটা তুলে নিচ্ছেন না কেন?’ ‘বরং লুপান, বললামই তো রোহানের পুরো সলটাকে আপনার পকেটে করে দেব।’ ‘আর আপনার পাড়ার জারিটি ফ্রাঙ্ক যে নশ হাজার অন্য মান করার না তাই বা কে বলতে পারে?’

‘আচ্ছা, বেশ,’ গলা নামান হপকিন্স। ‘আমি দেবব। কিন্তু সময় লাগবে আগেই বলে দিচ্ছি।’

‘তা নাহক।’ ‘সার্থ সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে সমস্ত ইনসুরেন্স চাই আমার।’

‘সেইটা গেল,’ গলায় বাক্য নিশিতে করার খেঁই ধরল হপকিন্স, ‘কিন্তু ওই বোমারোজির ব্যাপারটা কি হবে?’ কিন্তু ততক্ষণ রানা যখন ধরে ধাক্কা দেন।

‘বুদ বাড়ল ও, কলকাতা দু-তিন মূহে ডুডাল ট্রাটের নিকট পা বাড়ল।’ ‘হনরন করে হাটের ফাঁকে হাটবারে চিত্র-অবস্থা মাথা কুটতে লাগল ওর মাথার ভেতর।’ ‘তো সেনানের সলিক হচ্ছে উইনল্ডার।’ চিত্রের খোঁজকে যোগে ব্যাপারটা।

‘শেটটা খনিটার অংশ মারাত্মক কোন অসঙ্গতি-অস্বাভাবিকতা না থেকে পারে না।’ এই বীটা মেয়েটি পাড় খাতে টোকা দিতে চাইছে। ‘রোহানের সঙ্গে কি কোন আতাত আছে ওর?’ মেয়েটার একটা মিথো যখন ধরা পড়েছে, আরও থাকতে অসুবিধে কি?’

‘মেট্রী তেরো বাছানীর কথা বলেছিল কেন, বীটা তাকে এ ব্যাপারে কখনও কিছু বলে না থাকলে?’ বীটা যদি চিঠিটা লিখে না থাকে, এবং রানার বিশ্বাস লেগেছিল, তবে কে লিখল?’ কোন সন্দেহ নেই চিঠিটা ইচ্ছে করে তুলে দেয়া হয়েছে ওর হাতে ওটা।

‘রহস্যের কিনারা করুক রানা চিঠির সেনিকা তাইই চেয়েছে।’ হাতের সেনাটা মেয়েটি। ‘এখন পর্যন্ত আর একজন মার মাইনাকে পাওয়া গেছে এই তেরো। সে হচ্ছে রুডি।’

‘তবে কি রুডি লিখেছিল ওটা?’ ‘না—’ ‘চাকরাণি এতই চমকে মিল তাকে যে খমকে নাড়ান রানা মাথারপাশ—মেট্রী নিজেই?’

‘একটা চালকুনড়োর সঙ্গে আরেকটা বলে উত্তো লাগত রানার।’ হেঁতকা লোকটা ওর পাশ ঘুরে যাওয়ার সময় চোখ বাড়িয়ে গেল। ‘মিনরের পোকানো হেঁটে গিয়ে ঢুকল রানা।’

‘নরজা কলতে বাঘার বেজে উঠল।’ এবং পর্দার পোশাক থেকে সহসা উদয় হলো রোহান। ‘ওর কাশডোপড় থেকে মারিয়ারানার কীপ, অরুচিকর গন্ধ নাকে আসছে, মড়ার মতন বজ্রপনা মুখে চোখ দুটোকে দেখাচ্ছে একেজোতা কাঁচের নিকরার মত।’

‘একটু আখ্যাতকর থেকে সেখান রান।’ ‘তোমার নর পশম কখন বুঝি?’ ‘সবকসে নিয়ে গুণায়াল করে রান।’

‘এখনে কি চাই তোমার?’ ‘আজ আমার কল রোহান।’ ‘সারা রাতের ঘুম সেতুসে রান।’ ‘এই, টেলিফোন লাইন একটু লেগা করছে এখন,’ বলল রানকা মূহে। ‘আমি লোক, কি বলো।’ ‘তোমাতে তো এখানে আগে

পড়তানের খিট

b-5



কখনও দেখিনি? কখনও, কখনও কাছে এসেছি, কিন্তু না।

কাউন্সিলের শরীরের ভর চাপান রোহান। খবর বাতাবরণ অনুভূতি রীতিমত অনুভব। 'এখন বলুন ওকে আমি হোটে মারবার করেছি।' বলল রোহান, 'নিজেনের মধ্যে মারামারি আমার শাসন নয়।

মোম কপালে তুলল রানা। 'সিদ্ধি খুব ব্যর্থতা কথা। কিন্তু আমার সামনে কোন মেয়েকে অপমান করতে চাইলে বারে বারে মার খেতে হবে যে ওকে।' সিটলি করছে রোহানের চোখ। 'কিন্তুও তোমার মন চলে পদম ককাত পারছে না।

মাথা নাড়ল রানা, কিন্তু নিজে ঢুক ঢুক পদ করত। 'এক অস্বাভাবিক ইচ্ছার কি আছে, প্রথম থেকেই এক অন্যকে সহ্য করতে পারছি না আমার।

'তুমি বরং কিছুদিন ছুটি নাও।' নব পরীক্ষা করছে রোহান।

এবং কাছে হেঁটে এল রানা। 'হাম, তবে তো কথাই নেই।

ঠোটে বাঁকা করল রোহান। 'এটাকেই হানি মনে করে নে।' 'এক কাজ করে। তুমি একটা কাজ বাছাই করো না কেন। আমার পর যদি সালামতে বাছতে পারতে তাহলে।

ওর গায়ের কাছে এখন রানা। 'যদিওটা ঘটিবে কলঙ্ক অ্যাট্রিভেট বা অস্বাভাবিক কিছু।

কাঁধ ঝাঁকল রোহান। 'তুমি অনেক বেশি জেনে গেছ, কিন্তু কিনা? বলল 'তোমাদের অবস্থা তাকে কোন ভাষা হবে না। অফিস করে নিচ্ছে আমি এক তোমার জানা নেই কোথেকে কুলে কোথায় ডেলিভারি নেয়া হয়েছে বাতানিওলোকে, কিন্তু তারপরেও কিছু হতা জানো।

'আমি কোন মাল চমক না, বলল রানা। 'সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হবে না।

টাই সিকটাক করে নিল রোহান। 'সে তোমার ব্যাপার। আমি জোয়ার করি না, মলে খুঁতে নাড়ল ও। হাত বাড়িয়ে ওকে এক কাপিত মনোভূতি কথায় বলা।

'আমাদের সম্পর্কটা তোমাকে একটা বুঝিয়ে দিতে চাই, বলল ও এক রোহানের গ্যালে হাতে একটা মাঝারি পায়ের খুঁচি হাতে। 'খুব জোরে না মারলেও ছিটকে পড়ে গেল রোহান।

চিত হয়ে কনুইতে ওর দিতে জয়ে বইল ও। 'লোকটার নলু লাল চামড়ায় একটা কালচে দাগ কুটে উঠেছে। দাঁড়ের মাল নিয়ে মাপের মত হিসাবসানি বোঝাতে ওর। গোপনরত মতন ভয়ভর লাগল ওকে রানার চোখে।

'এখন জামলে ইটা, বলল রানা। 'আমার মৃত্যু নিয়ে পড়ার মনে বড় বড় ব্যাধ শুনেই তার মাগে না আমার। আমার সঙ্গে লাগতে চাইলে চেষ্টা করে নেয়া, কিন্তু খাওয়াই বলে নিশি। মাঝি তোমাকে দেখে নেবে। রোহানের নিয়ত কামার কটুটি করতে লাগল না তুমি। হাত-পা হেঁটে বলা করে হাঁক, জিনে করবে রানায় ওয়ে ওয়ে।

আজকে মনে উঠে মনোভূতি রোহান। 'এক একটা মাল ব্যাপার সেটা প্রজ্ঞাপতির পাগল মতন কিশোরে লাগল। 'কিন্তু মত প্রাপ্তি চেষ্টা করছে ও।

'মুত ইও, বলল রানা। 'বাড়ি গিয়ে কথা এক জোক মাঝোলে বাও; কাজে লাগবে।

বিনবাক্যরয়ে বোঝেই মাল রোহান, দরজাটা নাপিরে নিবোতে শেখেন।

'মুত তুল করলে, বলল টেলার।

কঠিন খাতি মাল মালিরে আবে ওলোনা রানা। 'উপায় আলো পড়ার ফলে মাল গড়ে গিয়ে চোখ মুটে, কিন্তু ওর মুখে ফোটা ফোটা ঘাম জমেছে মেহোতে পায়ের রানা।

'এতই মাল দরদ শরতাসটাকে মুতে ধরে তুলেই পাঠাতে, বলল রানা।

চোখ, মাল নাও দেখল রানা। 'আমি ওকে এক পরসাত মাম দিই না, বলল চিট করে মিলিয়ে ফেল ওর কথায়। 'তারপরেও কলি, কল তুল।

'হাশো, তবে উইল গ্রান। 'কলও না কলও ওকে মালি নোমিচে আনা দরকার ছিল। শাল ইত্যাদি কি, রাজা হয়ে গেছে শরতের।

'ও তাই।

'মাঝা। ওর সাথে মতখানি জড়িত তুমি?'

না, একটা মালি করল টেলার। 'হাতটা পেটা ধরে অববুতে বুঝিয়ে এনে প্রাণ করল। 'এ সময় কিছু ওর। আমি ওয় বন একটা মুটে।

'তোমার আর কোন উপায় নেই যে ওর সাথে গীটহড়া বীধতে হলে।' জিজ্ঞাসা প্রশ্ন গেল রানার কানে।

মাথা নাড়ল টেলার। 'সেইই তো, বলল। 'খেতে পড়তে হবে না।

'কি? ওর ব্যাপারটা কি?'

কাজের ওপারে মল করে মনে উঠল দুর্বল চোখজোড়া। 'ওকে এর মাঝে টেনে না।

'ও রোহানের প্রতি মূর্খ, বলল রানা।

এসোমেনো মুকলমে আগে বেড়ে, রানার চিনুকে বা প্রতি একটা খুঁচি মাড়ল টেলার। 'মোক্ষম হওয়া উচিত ছিল মারটা, কিন্তু টেলারের পায়ে জোরে নেই। এক তুল নলু না রানা। 'ওয়েট ক্যানিগারি আলো, বলল রানা। 'ওজন বাড়িয়ে তারপর লাগতে এসে।' আরেকটা পাল তুলে কি যেন হেঁটে মিলিয়ে লাগল টেলার, হাতটা বিস্ময় বাড়িতে চালান করল শরতের। ওর পায়ে মুটা বসিয়ে দিল রানা। 'এক করে একটা পদ করে হাটু ভেঙে গেল টেলারের, একপাশে পড়ল নিজে পিছল বের করে আসল ও। নাচের ভঙ্গিতে একটা নৌল নিয়ে ওর বাড়িতে করে এক লাতি মাল্য রানা। নবশা কাটা কাঠের মোকোতে উড়ে গিয়ে ঠকস করে পড়ল পিছলটা, তারপর লাফিয়ে চড়াও হলো পুরু কার্পেটের ওপর। বুকে পড়ে বলার ধরে জিনে তুলল টেলারকে রানা।

সেইটাকে প্রবল ওয়েট উইলি নিয়ে রানা, 'ওকে কোথেকে নিয়ে তোমার নামে লাগলি করাত চাই না আমি। আমারে তুল বুঝা না, বন্ধ।

মাড়ের ওপর থেকে টাইট সনাল মিলে, কিন্তু একটা করাত গিয়ে রানার মাল, ওর রানার মালের মাল নিয়ে চেয়ে বসে। 'আমার অলম উইলিগি ওর মুখের চেহারাটা জাতি বীধে। পেয়ে এক লোককে বাড়িয়ে থাকতে দেখল রানা।



লিফটের চুম্বকীয় কাঁচে কুম্ভ প্রতিমূর্তি দেখতে পেয়েছে লোকটার। একটি হাত লুপ্তে উঠে সেতে দেখে ঘুরে নাড়ানোর চেষ্টা করল ও। কিন্তু মাথায় আঁকান তেঁতে পড়ায় মুখ পুতড়ে পড়ল সে। লিফটের কোঠার বোতামে থাকা খোঁচ নাকের চানকী চড়ে গেল জানায়।

## চার

জ্ঞান কিবতে, নবার আগে হাদ থেকে তারের কুড়িয়ে কুলজ, না বাড়িটা চোখে পড়ল জানায়। এবার লুক করল মরটারে কোন জানানা নেই। চোখ কুল, হুপিং ভেতরকার অক্সিয়াম দপদপানিটা সহ্য করার চেষ্টা করল এতপর। চোখের পাতা শুদ করে জলছে বেন বাড়িটা, গড়িয়ে সরে যেতে চাইল জানা। নরকে চড়রে পারছে না আক্সিয়াম করে মাথা তুলে চাইল ও। এটুকু নরাকচাতাই মনে হলো কিছু যেন বিস্ফোরিত হলো চোখের পেছনে, এবং আবারও গড়ে পড়তে বাধ্য হলো। বেশ অনিশ্চয় পরে মাথার কাপুনিটা চলে গেলে চেষ্টা করল ফের।

খাটো পাতা পুরানো একটি মাদুরে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে লক্ষ করল, খাটের জং ধরা লোহার সঙ্গে বেধে রেখেছে হাতকোড়া। খাটো হাতা সোটা ঘুর বা-বা করছে। নেবোর পাটাতনে সিগারেটের টুকরো ও হাই পাড়ো গুদাই ফরতর। ধুলো স্তরমা পূজ হয়ে জমটি বেঁধে আছে। একটি খবরের কাগজের নানা পৃষ্ঠা বিকল্পভাবে ছড়ানো, এবং কোনো হাইয়ের পাতা দেখা গেল ম্যায়ারগ্রেসে, কেউ যেন লম্বা এক হাতা কাগজ খুঁটিয়েছে। এনারা একসামর, কেমন ভাষণ, যেটা পছন্দ আসছে বাতাসে।

বিশ্রাম মিল রানা। হাত খোলার কোন চেষ্টার মধ্যে আস না। শব্দ, সমাধিস্থভাবে শুয়ে আছে ও, আঙ্গুর রশ্মি থেকে বীজহুত হোব সামান্য উঁচরানো, শ্বাস নিচ্ছে ধীরে ধীরে। তবে জানখাতা মাথায় প্রতিটি ফিল্মিংসমির লম্ব তনতে পাচ্ছে। ওভাবে উৎকর্ষ হয়ে পড়ে খারাপ, প্রাণে প্রবণে অক্সিজেনের কিছু শব্দ কানে এল ওর, কিন্তু পরে চিনতে পারল ওগুলো পাঁজির শব্দ, একমিলে কপ্তের বিকল্পিত্তানি এবং দুই সাপকর্ষীরে বিকল্পিত্ত শব্দ তুলে দেউ ভাঙার আওয়াজ।

শেষ পর্যন্ত যুমানের সিদ্ধান্ত মিল রানা, কারণ এ মুহুরে সেটাই পূর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পানানোর ধাক্কা করার অবস্থায় নেই ও। সমস্তমান সম্পূর্ণ হারিয়ে কনছে রানা, কলন সঙ্গর্য যখন হলো ওর এটুকু জানল থামা ঘুমিয়েছে, কারণ শরীরটা এখন বেশ খরচের কাগজে পর। মাথায় কেঁচো নরকানি করে ও অধুনা নয় ও, বুনির জরুরিভাবে কপাক অসুভাষী বড়ি পেয়ে। নরকায় হাইরে খালেকের তার দেরা পিচকি কপাক আগাদ ঘুমিয়ে কনছে ওর। মালি বুনিয়ে নরকায় লুপি মেরে কোনা মিলে কনছে পেরা ও। মেরে মুলল রানা। লম্বি অক্সিজেন হ্রাস আয়তী হ্রাসের সময় এখনও আবেশ।

যে একজন বেঁটে এল ওর কাছে, বাড়িটা আর ওর মাঝখানে এসে মাড়তে চোখের ওপর থেকে অবস্থিতি দূর হলো। দীর্ঘ নীরবতা, তারপর একটি বৌঁধ শব্দের পর আবারও আবেশটির অজ্ঞাতর ঢল হলো। পারের আঙাখাটা চলে গেল নরকায় কাচাকাছি। চোখ মেনে ডাকল জানা। বেঁটে টোকো একটা পিঠি ও দুটো ছোট ছোট টায় মেনে লোকটা লুক লুক কোন গরনা গেল না ও, কিন্তু তন কানো, তেন চকচকে তুল ও ককিরতা ঢাকল নৈশে আশ্রয় করে নিল হরতো কিউবান হর আগতুক।

কুক ভরে শব্দ মেনে হাতের কাজ চালু করে নিল জানা। কমে বেঁধেছে হাত দুটো ওরা, কিন্তু হাতানো অবস্থায় মনে হলো না ওর। হাত দুটো পেছনে নিয়ে হাঁচকা টান মিল ও, নীরে কাটছে নিজের রোট। কিন্তু চোখে অন্ধকার নেখতে জল কনছে মাথ মিল রানা। মিসোড় পড়ে রইল, আর তর হাঁপাচ্ছে। আনো-বাতাস ফেলুক যা আসছে নরকায় ওপরের আড়কাট নিয়ে। হরত চেষ্টাবটা অসম্ভব জমেট খান বড়। শিরে বেঁটে যাচ্ছে শাটটা জানা খেমে ওঠায়। ককী দুটো আশে আশে ওপাশ-ওপাশ নাড়িল ও। একটু ফেল মিল পড়তে বাধন। ওরু মিল মাথার বামাটা না ককত, মনে মনে কল রানা। মিল মেরে হাত মোচড়াল আবার ও। জান হাতটা কমে ভিজো থাকায়, একটু একটু করে কতট মাক গলে পিছনে ফেলিয়ে আসতে কনছে, কিন্তু বা হাতটাকে কোন সাহায্য করতে পারল না ও। আবেশিত্তমনি আটকে পড়ে থাকতে হলো।

ধীরে মুখ উঠে বসে আঙুল নিয়ে আনতো স্পর্শ করল ও মাথাটা। মাথার পেছনটা থকথকে নরম মঠ, কিন্তু কোন ফোলাভাব বা জখম নেই। শ্বাস হাসল জানা। হারপার শরীর বাকিয়ে বা হাতের বাধনটা পরীক্ষা করল। খাটের নিচে এমনভাবে বেঁধেছে যে অনুভব করা যায়, দেখা যায় না। অনেক চেষ্টা কীরেও পিঠটাকে বাগে আনতে পারল না ও। অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে নিজের ওপাজকে অতিশাণ নিতে লাগল।

মালি চিরা কনছে জানার মাথায়। কে মারল ওকে পেছন থেকে? রোরাস। মাকি অন্য কেউ? যে-ই মেরে থাকুক, সেটা নয়, এমন ওকতুপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কি করা হবে ওকে নিয়ে।

বিজ্ঞানায় আরও উঠে কল মেঝেতে পা নাড়িয়ে আনল জানা। উল্লস পায়ে নিধে হলো এবার, বা হাতের কারণে পুরোপুরি সোজা হাত পারছে না। নাড়ানোর ফলে হাতুড়ি পড়ল যেন মাথায়, কিন্তু নরকায় নিধে এগোতে বেটে যেতে লাগল অনুভূতিটা, বাটটাকে নিজের সঙ্গে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে জানা। নরকায় জানা দেয়া আছে নিশ্চিত করে, বিজ্ঞানটা আগের ভয়গায় কিরিয়ে এনে দেয়ালে বেঁধিয়ে বসে পড়া ও।

খাটো কুক কলন বসে ওর কল মেরে। ওর পাড় কাপার্য চাইল ওর ককত ওকল ককটী। হর শিরে যাচ্ছে ওর পায়ে কেকা মাড়ল, কোন কক হক না।

পাড়ার পাসে মালিক হলো জানা, খাটের উঠে পড়ে ককত ককত ককত মিল রানা হাতটা। ককটী মালি হক না হক শুক গেল নরকায় এক বসে ওকল পর্যায়ের মালি।



কিন্তু বোম্বাস। মরজুর সাধনা ক্ষেত্রে এসে নিজেরায়ে বিধম আশে গিয়ে।  
বোম্বাস বিদ্যানার পাশে এসে খেয়ে নিজের। বানী দাঁত তুলে চাইলে জোখাচোখি  
হয়ে গেল।

“वीर्यं बोधामुद्वेगं बुभुक्षं ज्योतिरसिद्धिः” शृङ्गल रत्नाशाम् ।

[illegible]

মুখ মুখ কাঁপছে ভয়ে। পানির বাঁহুতে ঘোমতায় লুকাই এতদূর পানার।  
 চোখের পাতা কঁটিল মতন উল্লু। এ। 'আগে গুলি শেষে নিউ, বুলি বোহাস।'  
 হাল ভুগেটি সিঁহনে লজির; বানার নাকের ঠিক নিচে ছোট্ট হাড়কাঁঠ গাঠিকলো  
 দিয়ে একটু হসি কাঁড়। মাথা সবিরে নিরাবিল। পানি বাঁহুতে আসতে চেষ্টা,  
 কিন্তু তড়তে মুনির হেঁচ সামান্যই এতদূর পাবল। নীচে দাঁত খাঁখাঁ বাঁহু হেলা  
 নই।

‘‘ଜନନୀ ଶକ୍ତୀୟ’’ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

तस्मात् निश्चयः । भूतलानि च भूमा अस्मात् ८, किन्तु एक गच्छति किन्तु तस्मात् गच्छति ।  
 तस्मात् भूतलानि च भूमा अस्मात् ८, किन्तु एक गच्छति किन्तु तस्मात् गच्छति ।

‘एताः पुनि श्रुतिः शब्दश्च एतावन्तः ।’ इति श्रुतिः एतावत् सामान्यं वाच्यते ।  
एतत् स्वरं श्रुतिः निम्नं विधानम् । ‘अथ एतावत् श्रुतिः एतावत् ।’

সুখভোগের জগত। বিধানিত এক কিন্নরে ললল রোহনে। বাহাটা নিশিখা  
করতে বাপনি চান। সপের লোক মুখো না থাকলে এক হাতের রোহনে শালি  
নাড়ো জেতে নিতে লাগত। কে জানে রিজন ও ওয়েন চান্নে সেজে গ্যারে  
আপোনা করবে কির কাল কাল।

চাঁদ মাথায় তোরঙ্গ নামানে খাঁক বানান্দ গালে। ঠাস ঠাস খণ্ড খণ্ড বাল।  
 ছোপের তারা ছুরছে, কিন্তু না এককূল নড়ল, না টি শব্দটি জ্বল রানী গোছা।  
 ঘরে বসল আবারও বোহাস। ওঃ দেহের খরসর কাপুলি খাটতে গলে মোহালের  
 তোকপটিকি কাটিয়ে নিল। ঘনিষ্ঠটি পাখলটে দেখায়ে গেল, চোখে-মাখে সব  
 ছোলাটে-মুগি। 'এখানে কেন এসেছ তুমি?' গাঢ় কণ্ঠে গেল ওর। 'কি বুঝলে  
 নীতি অমরত'

‘তোমাকে বনেছিলাম, আমার মনে ছায়া বসিয়েছিলাম এতদিন না,’ বলল  
সুদেব বসন্ত রানী। ‘আমি এখন তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। তোমার  
মাজা না তৈরি থাকল না।’

বা হা করে তেলে উঠল শব্দে। ‘শালি আন্ত লাল’ বলে, ‘একটা খাবি  
পড়তে না পড়তেই মাথা খারাপ হয়ে গেল।’

असमर ठीपक राज आकरा यतिन पुतायन सभ, राजा राजास, विमल  
राम ज्ञान सभ राज राजास पुतायन, सभ यतिन राजास विमल  
राजास राजास राजास

१०. गौतम, दुव गौतम सम्प्रदाय (आचार्य गौतम) (अर्थ) छात्राचार्य ना भन्नु । अर्थको भन्नुपर्ने

अथवा

मिडि, अमरावती जंगल क्षेत्र में

নিধে হলো হোহান। সিংহের উদ্দেশে হাতছানি মিল : 'ভয় করো,' বলল।  
 রানী হাতটা পলিয়েছে। 'মি' শব্দটুকি চড়াও হলো সিংহন। বিজলী খেলো খেলো  
 রানীর গায়ে। হাঁটুর টিক নিচে নড়ান করে শব্দ লাগিষ্ঠা বজান করল সিংহন।  
 দু'হাতে হাঁটু চেপে ধরে কান করে পড়ে পড়ে দেখলো। হঠাৎটা বিশ্বাসিত হোহ,  
 পালিগাল্যের তুলি বুড়ি মুখে। কখন হেঁকে হালতে পাটে উঠে বসল রান।  
 শুধু হালের মুখ খণ্ডে হাতুনি মিলে জড়ন। কিন্তু রানী পর তলপেটা লক্ষ্য করে দু'হা  
 একটা ঘুরি ঘানিয়ে মিল। ঘুর মিয়ে হাল করে বাতাম দেহিরে এল  
 কখনো-না-শিখো।

কল্যাণকামের প্রায়শ্চিত্ত প্রাপ্তি এবং মামলার সমাপ্তি, অতঃপর মামলায়  
প্রায়শ্চিত্ত প্রাপ্তি। গভর্ণমেন্ট নিজে প্রায়শ্চিত্ত করবে ও প্রায়শ্চিত্ত মূল দিয়ে, স্থানীয়  
প্রায়শ্চিত্ত প্রাপ্তি করবে।

জামের কাছে গিঁটির কাছে রেজান। চোখে ভর না আসে। রান ভীত  
 হাকিয়ে পাশা কান করে। গিঁট ঘোড়ের মনে চলছে। পাশের একটি  
 পাশা দেখে এক একজন কান গুলে দিল। রানটিনি করছে রান। পাশের  
 চোখ মনে মনে একজনকে পাশে পেতে। কী-করছে লোকটা সে  
 মনে মনে পাশের কাছে। রান কান করে এক একটা  
 পাশের কাছে। রান থেকে একজন কান গুলে দিল।

[illegible]

আলেক প্যাঁচাশে বড়ল রানা, খাণ্ডি ও নাছোড়বান্দা বিগুনকে চিঠি দেই দিয়ে।  
‘চলো! চলি, বাবা পল্লব গলে উঠল।’ ভাসে খানি বিগুনকে পায়ে।

হাস্যভঙ্গি নিয়ে খেয়ে এল বানার দিকে এবং কিশোরবু ভয়েন। এর ফলাফলে লেহটা বানাকে লাফা দিয়ে বোলে দিল মিষ্টান্নের ওপর। ভাস্তাভাটা মেহের নিয়ে নিয়ে লাড়ুইর ডানা, ফলে দু'এক সেকেন্ড মধ্যে দু'খ মিষ্টান্ন নিয়ে গরম পড়েন। গোটা মুহুর্তে শক্তিশালী পাখি হঠাৎ করে, তারপা উঠে মিষ্টান্নে এক লা তুলে লাগি মেহের ঢাকঢাকো মাটিতে ফেলল ডানা। উঠে চাঁড়াল ভয়েন শব্দধ্বনি এবং ফেলম ফেলে এসে রিফান নাড়াশার মতন কণ্ঠস্বাণী চেপে পড়ল বানার। ভয়েন এবার এগিয়ে এসে তিন-চারটে খুনি বাতুল বানার শরীরে। লোকটা তুলতুলে হলো কি হবে খুনিভোয়ায় টেনাটি পাইয়ে ছাড়ল বানাকে। তারপরও ও নয়, বানাকে চিত্তিত করে তুলল রিফান। লোকটিন বাসি পরিচরহে গোবরমা গম্বায় ওর মাথা ঝিমঝিম করতে টের পাচ্ছে বানা। মেহেরে দু'খ লাড়ুইর, শরীর পড়ল লাড়ুইর সোফটলিভে টুলে ফিলিং। অপর, অসীম ও ফিলিং সোফটলিভে হাতের করে পেল লোকটরে। পল থেকে হাত ছেড়ে, ফিফিকা করে পালানোর ব্যাড়া বুঁদ করে এসে মিলে।

[illegible]



করা পক্ষি এদিশা থেকে মুক্তি নেই রানার। লিটে এটাকে নিয়ে রানার নিশে হল, লাখি টুকল রিজন। হাঁটুর পেছনে লাখি খেয়ে উঠে পড়ে গেল ও। অটিকে থাকা ব্যতীর সমস্ত মনের পক্ষিতে যুদ্ধের আশ্রয় করে গেল ঘন, এবং বেলনার অধোমুখ রানা রিজনটা নিয়ে পেছনে রিজনের ওপর নতুন করে আড়তে পড়ল। ডিবুরের নিয়ে লোহার হেডপিঙ্গের বাড়ি খেল রিজন এবং খাটো পিঠে নিয়ে শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে রানা আবার আঘাত হানল পেছনের প্রতিপক্ষের ওপর। কোমি ছেড়ে তিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে রিজনের চোখ, বাতাসে খামচি মাথায় ও অশ্রুর মতন। খাটো মুনিয় আঘাতের পর আঘাত করে চলল রানা।

ওয়েন এর ওপর হামলে পড়ে মাথা খির আঘাত করতে শুরু করলেও রানা রিজনকে খাটের বাড়ি মারা ধামাল না। লোমটাকে ধাক্কা বসল পেছনে, ওকে টেকেনে গেল, বাকি দুজনকে সামলানো করিন হবে না। কামচেনীল রং মাথা করেছে রিজন, দুর্বলভাবে দুলছে তার ঘাম। বোহান পাক খেয়ে নৌড়ে এসে পেছন থেকে রিজনটা এক অতিকায় সঠিয়ে দিল। হাত ও হাঁটুর ওপর একাক পদমে করে পড়ল রিজন, আঘাত অনুভব ককুরের মতন কুইকুই শব্দ বেরোচ্ছে ওর থালা দিয়ে।

রানার চোখের তিক ওপরটায় তেটে গিয়ে মরমর করে শুরু পড়ানো। চোখে আশ্রয় দেখছে কল খোলা হাতটা নিয়ে চারদিকে হাতড়ানো ও। ওয়েনের পেটে আঘাত দানিয়ে দিল। তীক্ষ্ণ আত্মরক্ষা করে পলাতে চেষ্টা করল ওয়েন, কিন্তু রানা খাটো সামনে মৌল খাইয়ে এনে ওর ওপর সরোত্তে আঘাত হানল।

হোহান কীড়িয়ে থেকে খাটের পিছনের কঁক নিয়ে ওয়েন লক্ষ করছে, কিন্তু কাছে পৌছতে পারছে না সাহায্য করতে। রিজনটা ও টেনে সরানো চেষ্টা করাও, রানা একটা হাত নিয়ে আটকান ওটাকে। ওয়েনের পেট থেকে এখনও খামচি ছাড়েনি রানা, লোকটা আত্মনাম করে পা লাগিয়ে মানিয়ে। রানার মুখে কিল মারতে চেষ্টা করছে সে, কিন্তু রানা তার মনে মোড়ক আরও বাড়াল—খাটো ফুকের কাছে মানিয়ে ইচ্ছে মত পেট চিমটে চলেছে ও ওয়েনের।

নৌড়ে বেরিয়ে গেল বোহান, এক স্প্যানিশে চোকে চলল ওকে রানা। নহস এক কটকা মেরে নিজেকে মুক্ত করল ওয়েন। সবচেয়ে বাদা দেখাচ্ছে ফুকা চোখা ওর, অসাড় পা এলিয়ে পড়ে গেল পূর্ণ করে, আত্মরক্ষা সৃষ্টি হলো। ওয়ে ওয়ে দেখছে রানাকে।

হাসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। ওয়েনের এক লাথ খেড়ে রিজনটা ধরেসেই নিশে করে দিল। অসম্ভবত্ব আত্মরক্ষা বাকি পেয়েছে এখন ওর হাত। এবার তত্ত্ব হাতে রিজনের সবটুকু থেকে লোহার স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে উঠে মীড়াল ও। লোহার স্ট্যান্ডে হাত রাখা থাকার এখনও মোকাদ্দা অবস্থায় রয়েছে সে, তবুও আগের চাইতে এখন তার কাম। লোহার দিকে রানা দিল। ওয়েনের পিঠে চোকে বসে ছিল রিজন, এখনও পিঠে বসে, পাশে রিজনের সামনে এক লোহার পোড়ানো একটা খুঁটা মেরে ফেলা রানা। একমুহুরে উঠে পড়ল রিজন, হাতের মাথা ঢেকে।

থর থেকে আসতে পারে বেরিয়ে এক ওয়েন আগের ওপর নিয়ে হাঁড়িয়ে গেল পরামর্শের সীট।

হচ্ছে ওর। প্যাসেজে পৌছতে হাঁড়ির পাশে বীর হয়ে এল, এবার হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে হাঁড়ি ভেঙে পড়ে গেল। হাটো অসম্ভব কঁকা কঁকা ঠেকাছে, বেদন ব্যথা শুরু হয়েছে বুকে। হামাওজির ভাসিতে কিছুকল বসে বসে রানা, ওয়ে পড়তে ঘন চাইছে রিজন, কিন্তু উপায় নেই যে। দোয়ালে একটা হাত রেখে উঠে দাঁড়ানো আবার। রক্তের লগ্ন একটা মাল ফেলল ও লোহার ইসনেটে কাপড়ে। পারেন না, জানান দিল ওর মন, এবং হুড়মুড় করে আবার ও পড়ে গেল রানা।

নিজ থেকে ভেসে এল অসম্ভব ককুরের চোখাখোচি এবং খবে ফিরে বেতে চেষ্টা করল রানা। দ্রুত সিঁড়ি উপরে উঠে আসছে কাবা যেন তনতে পেল। হাটো হুড়মুড় করে আরেকবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ওটা যেন আল্লাই করে অটিকে নেয়া হয়েছে পোকটোর লগ্নে। রানা কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে দুজন উত্তেজিত সিঁড়ি বান খেয়ে এল ওর উদ্দেশ্যে। প্যাসাখানি করে ভূপাতিত হলো ওরা হিনজনে। কিতাবানদের একজন ওর টুটি চিপে ধরছে এবং আরেকজন পা মুড়ে তুলে নিরোহ শুলে। রানা টের গেল এটে ওটা ধাবে না এনের সঙ্গে।

‘বেশি জোরে না!’ বোহানের গর্জন কানে এল রানার, তবুওর কে যেন ওর মাথার বাড়ি নিরোহ মুখ পুকে পড়ে গেল। আবার ওকে ঘাস করার আশা মূর্খের একটা মুখের চোখা পেল ওর জিন হাত, দুর্বল পাকটা করার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জল আলোটা উজ্জল হয়ে গেল চোখের সামনে। খাটা-পাকা একজোড়া ফুকা ওয়েন উঠল কখনো। এবং পরক্ষণে চারদিক ঢাকা পড়ে গেল সমস্ত কামিগোলা ছাড়া করে।

উজ্জল কুয়াশা ফুড়ে উদয় হলো একটা ছায়ামূর্তি। ওটা কোন দেকলু কিনা চোখে থেকে খোঁজে চেষ্টা করল রানা। না, তা নয়, ছায়ামূর্তিটা রিজির। ওয় ওপর বুকে পড়ে রিজন যেন বলছে সে, কিন্তু তনতে পাচ্ছে না রানা, বিভ্রান্ত করে আতঙ্কিত, হ্যালো, সেরি।

কামরাটা এখন আকৃতি পাচ্ছে ওর চোখে এবং শিশে যোরে শুরু করেছে উজ্জল কুয়াশা। রিজির পেছনে ছাপলমুখো এক বাটক মীড়িয়ে। তার কীপ কপ্তর যেন বহু দূর থেকে কেলে এল, ‘ওর আর ভয় নেই। ওকে ওখানে ওইয়ে রাখো। আমি চো আছি, দরকার পড়লেই চলে আসব।’

‘পানি’ বলে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম আরার ভিত্তে অনেকটা সুস্থ বাপ করল ও। বহু হয়েছে মাথার ভেতর হাতুড়ি বাড়ি এবং দরটা এখন স্থির রয়েছে। কারো মোর পেতে বসে রিডি, তারি চোখের পাতা ক্রমে মনে হচ্ছে ঘুম চাই ওর।

‘আত্মক ওরায়ে—’ বলল রানা, কিন্তু হাতি চট করে উঠে পড়ে শীটটা গিলেছিল ওর মন। ‘কল বোহান না, কল ও। কিন্তু ওয়েন চোখের। দুজনাই গিলে ছায়া ধাবে।’

চোখ বুজে রাখতে চেষ্টা করল রানা। পাকল না। রিজনটা আরামকায়ক এবং অসাড় হাটোটাও দূর হয়েছে। চোখ বুজা সত্যই ও।

বানিকটা পানি এনে দিল রিডি। ‘আরও শক্ত রিডি নিতে পারো না?’ বলল পরামর্শের সীট।



হাস্য।

‘তুমি অসুস্থ, ভালকর।’ জামাইই যা মেয়ে হয়েছে লক্ষী ছেলের মতন হয়েছে নাও।

একটু পরে জল দান। ‘আমি এখন কোথায়?’

‘হোয়াইট স্ট্রীটে, আমার কাছে।’

‘কিন্তু যে এখানে এলাম কোন ভবিষ্য না করে বললে প্রীতি?’

‘অনেক ব্যক্তি হয়েছে,’ বলল প্রীতি। ‘এখন যুগোভ।’ কান দান।

‘কনুইয়ের ওপর উঠে বসল রানা। মুখ বুজকে দেখিল আপনা থেকেই, কিন্তু কোন যাক্স অনুভব করল না। মুকুটের নোদ কনুই, এই যা।’ ‘আলোক খুঁজিয়েছি। এখনই বসো।’

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচম করল প্রীতি। ‘মুসোমনী লোকসমের নিয়ে এই এক আশা।’ ‘এসবই খেঁচা কল্যাণ কিছু থাকে না।’

‘রানা চুপ করে বসিল।’ ‘চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করছে।’

‘কপাল বুজকে আকাল প্রীতি।’ ‘নেত্রের তরবার ওপর খেলো বোম হয়ে ছিল। কি করেছিলে?’

‘ওর দিকে চেয়ে তরবার অঙ্গ রানা।’ ‘তুলে গেলি।’

‘নাও চান্সল প্রীতি।’ ‘ও জামায় সারীর জোমাকে অজান করে ওয়টাবলুকে খবর নিয়ে গেছে।’ ‘তোমার কি মশা করল এখানে আসতে চাই আমি।’ ‘মশা খুব ভুলে আঁড়ির হয়ে ওঠে মেলার।’ ‘এর খাওয়া হয় তোমার দিকে খোঁজল না নিম্ন গাভিনজাকে অসমাল করা হবে।’ ‘আমার বেশি কিছু বলতে হয়নি, নিজেই সেজে তোমার বেঁচেছে।’ ‘তোমাকে নিয়ে ফেরত এসেছে ও, সেবে মনে হচ্ছিল, কিন্তু চাপা পড়েছিলো।’ ‘আমাকে বলল জাকার ভেতক তোমায় সেখানে আনা করে।’

‘গাঢ়ী বিশ্বাস করল না রানা।’ ‘ওই লিচ্চি লোকটা আমাকে নিয়ে এসে রোহাসের নাকের ভগ্না নিয়ে।’ ‘রোহাস কথা মিল না?’

‘হাই তুমল প্রীতি।’ ‘ও ওখানে ছিল না।’ ‘সরাই-ওরা তরুন ছোট্টেলে।’

‘ও,’ বলল রানা। ‘নিকর পড়া ভাবছে ও, এবার বলল।’ ‘সাজ কত ব্যস্তি?’ ‘জান্য বলে করল।’ ‘যে মাল দেখেছে এখনও?’ ‘সাহ মিল প্রীতি।’ ‘চারদিন থেকে ওটার কথা থেকে মনে রয়েছে রানা, ভট্ট করে তিসেমটের বের করল।’ ‘ও অবশ্য জানে হ্যাঁহ আরও অনেক বেশি মিল।’ ‘আমার বোঝ করুন রোহাস?’ ‘কল একটা।’

‘হাই তুমল আবার প্রীতি।’ ‘করেনি জাকার, কিন্তু টেলিফোন না আমাকে একল পরের সান্দর করেনি।’ ‘তবে করবে।’ ‘কিন্তু ওর অজানা থাকে না।’

‘নাও উঠল রানা।’ ‘নাথলে আঁড়িল খুঁজিয়ে নিল।’ ‘খুঁজিয়ে ফেলল মলম মলম টেকল।’ ‘আমাকে আশ্রয় দিয়েছে জানসে তোমাকে আশ্রয় করে দেয়।’

‘সাহ করল প্রীতি।’ ‘মিল করল।’ ‘সাহ হাই তুমল আবার ও।’ ‘করেনি জাকার ও।’ ‘আমি বলে অসুস্থ করে।’ ‘ওর না রোহাস আশ্রয় করলে বলে ফেলতে।’

‘ওর হাসল রানা।’ ‘হাই রানা।’

‘হাই রানা সাহ রোহাস রানা ফেল প্রীতি।’ ‘একটু পরে একটা গোপালী উঠল।’ ‘কেনি গাভিন শব্দ ফিলে এসে।’ ‘বিশ্বাস্য কিনাও বলে চলে খুলে উঠে এসে রানার

শরাজানের মণি

নাথ।’ ‘সেলানী মাঝটি তুলে মিল ব্যস্তি।’ ‘ওই তুলে চোখ পিটপিট করল ও।’ ‘খুল তুলি লাগছে।’ ‘কল।’ ‘ওর মেয়ে-ওজনা করে কুণ্ড হয়ে পড়েছে মেয়েটা, কুণ্ডে কুণ্ডজতার ছেয়ে গেল রানার মস্তক।’

‘মুসোভ তুমি, শান্ত তুলে জল দান।’ ‘জলো জো পান সেজে শোনাতে পরি।’

‘পাল,’ ‘মুম জড়ানো প্রবী উচ্চারণ করে নিছা দেবীর কোলে ঢলে পড়ল প্রীতি।’

‘আমারে পড়ে খাল রানা।’ ‘প্রীতির ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে, তাবতে চাইছে রানা কথা।’ ‘এখনও মনেও হোয়ালা পাটিলে না ওর, অসংখ্য প্রশ্ন বিড় মুখাসে হাওয়া।’ ‘দমিক পরে ও নিজেই কল মুম তুলিয়ে ফেল।’

‘ফিলের জামো মুখে পড়তে মুম তেজে ফেল ও।’ ‘চোখ বলে কামরার জেদিকে দাঁড়ি বুলিয়ে মিল ও, টের গেল মাথা পড়বার এবং শরীরে ফেলনার অনুভূতি নেই।’ ‘বিশ্বাস্য নানুজার সন্ধ্যা শরীর একটা আড়ষ্ট টেকমেও, বেশ সুস্থ বোধ করল ও।’

‘আমার শীত বিদ্যার উঠে বসে ওর দিকে মিটিমিট করে চাইল প্রীতি।’ ‘আই, কেমন আছ?’

‘নাও বোঝিয়ে পড়ল রানার।’ ‘হাসিমা বোঝা মনেও যোগ ঠিকই স্পর্শ করল।’ ‘তুমি আমার জন্য অনেক করেছে,’ ‘কল ও।’ ‘কিন্তু কেন, বেবি?’

‘সাহ হ্যাঁহ প্রীতি।’ ‘ফেলে লাভ?’ ‘কল।’ ‘প্রথমবারই কি বিনিমি জোমাকে ভাষা দেবেছে আমার?’ ‘তোমাবল করল ও।’

‘কিন্তু জামা?’ ‘বিজ্ঞিত করে বলল রানা।’

‘আমাকে একটা হাত রানার গানে রাখল প্রীতি।’ ‘ভাবছিলাম, অনেক দেরি করে তোমার সঙ্গে আমার দেখাটা হলো।’

‘ওহ হাতটা ধরল রানা।’ ‘বোটার হেলি-মান-নেজার।’ ‘ভাবিচ্চি চান্সে করল।’

‘হঠাৎ ফেসে উঠেলেও চোখ মুটা গাভীর সেখানে প্রীতি।’ ‘আই, নাকার ব্যবস্থা করি।’ ‘আর বাঁ, ব্যবস্থামে রেজার পরে।’

‘রানার মণি কামানো হতে হতে টেকিলে নাক।’ ‘ফেলে ফেল।’ ‘ব্যবার দেবে প্রণাম ধরে না রানার কাছে, এসে বলেছে জোয়ারে।’

‘কাবারে আবিষ্কৃত ত্রেসিং পাইনটা নিশ্চয়ই টেকতে হবে।’ ‘রানার জোভালি পর্যন্ত হল হয়েছে ওটার এবং কামের কাছে চিমটিছে।’

‘বীভমস লাগছে তোমাকে,’ ‘খিলাখিলা হাসল প্রীতি।’

‘রানা নাথলে এমনিই সফলতার কল যে প্রীতিকে ব্যাধ হলে সাধারণ মেতে হনো আরও শোভা জিন্মক ডিম জাকতে।’ ‘খুব জননি সেরে উঠল ‘তুমি,’ ‘কল প্রীতি।’

‘সাহা কাকাল রানা।’ ‘আইলও কল করে বলে করল।’ ‘আমায়, বেবি, ফিলেতে সাহে কি তোমার বিশেষ কোন সম্পদ আছে?’

‘আমারক সাহা কলি জাকল প্রীতি সাহ জাম।’ ‘ওর সাহে অনেক ব্যস্ত পরে আছি।’ ‘আমার প্রতি সন্দেহ ও, এবং আমার গাফি বি ইন্ড ফেলি আমাডট মি।’

‘শরাজানের মণি



কীৰ্ত্তি আকাশ ও : 'জানেনই তো কেমন হয় এখানের সম্পর্ক'। পর চাইতে ভাল  
আর কাউকে বুঝে পাহিনি ফুল তাকে সুখী করার একটা মাতিতু তো বোঝ  
করছি।

মাথা নেড়ে চেহায়ে গিঠ ঠেকিতে কল্ল রানা। 'উইনাভার সাথে তোমার  
সম্পর্ক কেমন?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্রজিও মুখের চেহারা। চোখ থেকে মুছে গেছে হাসিখুশি  
ভাবটা। 'কাছে বুঝে আঠারো যা, আর গোয়েন্দা বুঝে হরিশ যা, তেজো করে  
কল্ল ও, সটান মাতিয়ে থাকেছে।' 'তোলাদের কাছে এত কথা বলি না আমি।'

'ও, জানো তাহলে?'

প্রেমিলের একতর করেছি ব্রজি। 'কেন না জানেন।'

'তেনর?'

'নিচাই।'

'কিন্তু তেনর আমাকে বাচিয়েছে।'

'সেটা গার্ডনারের প্রতি কণা শুধরে।' 'প্রেমিলের নিয়ে চলে গেল ব্রজি।

বলে বলে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগল রানা। ব্রজি ফিরে এসে বলল ও, 'একটু  
সহযোগিতা করলে কি হয়, রেবি? দু'জনেরই মরাতো তাতে উপকার হতে  
পারে।'

টেনরনের ওপর দিয়ে নুয়ে গড়ল ব্রজি। মুখের চেহারা গুণ্ডা করিন ও  
স্বয়মহর্ষি। 'ওই লাইনে আমার কন্ড থেকে কিছু জানাত পারবে না তুমি' বলল  
ও, 'কাছেই বুঝে যাও।'

'বেশ', বলল রানা, 'তবে সবই কোল্য থাক।'

ব্রজি বাধরমে ঢুকতে একটু পরে টেনর এল। কঠোর দৃষ্টিতে রানাকে মাথায়  
লে ঠায় মাতিয়ে থেকে।

রানা বলল, 'খানাবান, দোস্ত। তুমি আমাকে কত বিপদ থেকে বাচিয়েছে।'

এক চুল নড়ল না টেনর। 'শরীর পেতে পেতে যখন, কেটে পড়ো। এই ঘোড়  
পায়ে তোনার আর বোহাস, দু'জনের জায়গা হবে না।'

'ঠিক যোগ্য', বিজ্ঞের মতন সঙ্গতি মিল রানা।

'গার্ডনারের সঙ্গে চুক্তিটা কি তোমার, পুলিসম্যান? প্রশ্ন করল টেনর। 'কি  
মিলি এটাই দু'জনের।'

'গার্ডনার বোহাসকে আঁকা করতে চায়। আমি ওর হয়ে শিকল ভালোছি।  
গার্ডনার যেমনটা বলে দিয়েছে আরকি।'

ফরের ভেতর আরেকটু ঢুকে এল টেনর। 'জলদি ভাগো, শরীর ছেড়ে, বলল।  
'বোহাস যদি জানতে পারে তোমাকে আমি ঠাই নিয়েছি কি ঠাই খেলো মালুম।'

বীজ গোলে টেনরকে এক মুহূর্তে হার। 'এক মুহূর্তে আমি সেরেছিলাম সব  
কাজে গিয়েছি আমার।' 'তোমার দাঁড় হলে হাক পাঠা ফরাসে কিছু পারিবে বলে  
আশা।'

'হু', গাই তো আঁখি। 'মাঝে দু'মি, কত দূর কত দূর করে গিই।' 'কীভাবে  
শাখ সেখানে টেনরকে।'

ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কল্য অনর্থক জানে রানা। 'তোমার যেমনই ইচ্ছে,'  
বলল ও।

সামান্য দ্বিধার পরে, শব্দট থেকে একটা 'ও' শব্দ শব্দাল বের করে টেনর  
বাকল টেনর। 'নিরাপদে যাতে শব্দ হাড়তে পারো। গার্ডনার অনেক করেছে  
আমার জন্যে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে যদি চলে না গিই তাহলে আমাকে দেখামাত্র  
গুলি কোরো—বুঝতে পারছ?'

বেরিয়ে গেল ও, দরজাটা আনপোরে আঁচিয়ে।

পিছুটা পুনে নিজে চলে করে, ধরে গুলি রানা। চিত্তার ভাঁজ ওর কপালে।

বাধরমে থেকে বেরিয়েছে ব্রজি। দিল্লিটা লক্ষ করে বলল, 'টেনর  
এসেছিল?'

জানাবেন মাথা আঁকাল রানা।

'হুজলি?'

'তোমার মতনই।'

বোঝ করে উঠল ব্রজি। 'ইতিহাস গাড়ি বের করাছি। যেখানে কন্ডে ভ্রম করে  
সেব।'

'বেশ', বলল রানা। চিত্তা ও। এবার মহিমার নিচে চাইল। 'বোহাস  
নিশ্চয়ই বাজের পানিতে কন্ডে রাখেছে। এখন নিশ্চয়ই কথা বলতে চাইবে তুমি।'

অবজায় বলা হয়ে গেছে ব্রজিও মুখের কোণ। 'উম্মান', বলল। 'তোমার  
কাপড় চোপড় কাবারে পারবে। ওগুলো পরে হোটেল চলে যও।' 'মাজার কাছে  
হোটেল ও।' 'আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি।'

চুক্তিলালি তৈরি হয়ে মিল রানা। কাপড়গুলো দেখে ওর মনে হলো যেন  
নড়ক দু'দিনায় কল্লও বিধবায় হয়েছিল ওগুলো। ভোয়াতা কল্ল না রানা। কাপড়  
পরে, দরজা নিয়ে বোহাসে পানেক্সে পা রাখল ও। নিচে ব্রজিও নুয়ে সেবা করার  
ইচ্ছে ওর। সিঁড়ির গোড়ায় দ্রুপ পায়ে হেঁটে এল ও। ফরাসি শক্তি কন্ড হতে গেছে  
এ ক'মিনে উপলব্ধি করল রানা। নড়াচড়া করতে কষ্ট হলোও, ধামাধামির দ্বারা  
ধরল না। কিন্তু ধামতে হলো চিকই সিঁড়ির মাঝায় পৌছে। নিচে ক্যাচিকে পড়ে  
আছে ব্রজি।

কাচ-পুতুরের মতন মাড়িয়ে একমুঠে চেয়ে গুলি রানা। তারপর হিপ পকেট  
থেকে অস্ত্রটা টেনে নিয়ে লক্ষ্যপূর্ণে দেখে এল নিচে। কোথাও কেউ নেই। কাছে  
আগতে, একটা ছুরি আঁকল বিজ্ঞ ব্রজির পিঠে দেখতে গেল। রানা ধমকে বলে  
পড়ে উঠে মিল ঠিকিকে। মাথাটা পেছনে এলিয়ে পড়লোও ঘাস চলছে ওখনও  
ওর।

ওকে ওপরে কয়ে নিয়ে আঁকতে প্রাণায় পবিত্রম করতে হলো রানার। যথেষ্ট  
ভাঙে ব্রজি, এক মুহূর্তে উপর করে নিচের পোয়ানোর পর রানা আঁকিতে কল্ল  
ওর কপালে কাঁপুনি উঠে গেছে। টেনরবোহাসের বিশালতায় এবার হিলিরে মিল  
হল। 'ময়াদে পান্ডা পান্ডা গেল টেনরকে বল।' 'আজ্ঞা করল ও, ব্রজির ওপর  
জোরে চোখে।

'কিটনেরান পান্ডা', 'ভেসে এল টেনরের হস্তমর্দীন কন্ডের।



‘শিখির চলে এলো,’ কল্লি রানা। ‘চল রাত্রিকে ঘুরি মেঝেতে।’ রিসিকার  
মাঝে রেখে বিছানার কাছে চলে এল ও।

চোখ মেলে চাইল রুজি। রানাকে দেখে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ওর  
উদ্দেশ্যে। ‘গোবেন্দাকে সাহায্য করেছি, মজলও সুখে নেই,’ কল্লি সুয়ে কল।

ছোরাটা বের করার সাহস হলো না রানার। ‘তুমি বল বড় বড়ো,’ জবাব  
দিল ও, ‘টেলিও একুনি এসে পড়বে।’

দরীক মোড়ক খোল রুজির। ‘আর সময় নেই,’ কল্লি, তারপর ব্যায়ের বিকৃত  
হয়ে খেল ওর মুখ।

‘গোবাস? থাও করো রানা।’

রুজির মুখে কথা নেই।

‘হীহী, আমাকে একটা সুর দাও,’ কল্লি রানা আতুল করে। ‘এক একায়ে  
পার পেতে নিয়ো না।’

‘ওস শেখা কিউবান,’ মীতে মীর ডেলে কল্লি রুজি।

মুখের চেয়ারা হঠাৎপন্থ হঠে শায়ে ওর লক করল রানা। ‘তততত করে কল  
ও, উইনাফার কাছে তোমার ঘনি কেন? ও কে হয় তোমার?’

রিসিকার সম্পদী সুয়ে আওরাল রুজি, ‘আমার সানী,’ কল্লি রানা চলে যাচ্ছে  
সে। পিত থেকে ঘুরিটা মেনে বের করে আনি রানা। চোখ মুখে আঁরখনি করে  
উইল রুজি। তারপর কল, ‘বাচালো, এই বকা ভাল।’

‘আমি এর বসলা নের,’ কল্লি রানা দৃঢ় করে। ‘গোবাসকে এক প্রতিদান  
পেতে হবে।’

‘পদমে সোধ নিয়ো,’ কিছুকিৎ করছে রুজি। ‘যদিও আমায় কমেও কোন  
মাত নেই।’

রানার মনে পড়ল রোয়াল কান্নাতে অচ দেখেছিল। খেলাসেই ‘আজ্ঞা পতিমান  
হেলে খাইয়ে দিল রুজিকে।

‘হী করে এখন খাস নিজে রুজি।’ ‘আমাকে আও কিউবান বাড়িয়ে  
রাখো—আমি সব বলে যেতে চাই—’ কল্লি চিত্ত করে।

ওর হাত ধরল রানা। ‘লোজালাপ্টা বসো,’ উইনাফার কি গোবাসের সঙ্গে  
জড়িত?’

ইতস্তত করল রুজি, তারপর মাথাটা এঁকিফাত করল। ‘হী, অজিত,’ কল্লি  
যাবে কল। ‘ও একজন ব্রাজে লোক, একা আমি কোনভাবেই ওর কাছে গুলী  
নই।’

‘ওর আয়েলটা কি?’

‘আঁবধ মোডেমের দিয়ে ব্রাণস তিকি করায়।’ চোখ বুজল ও। এরপর কল,  
‘আমর বেশি প্রাণ না, উকল।’

‘আমর বেশি প্রাণ না, উকল।’ ‘আমর বেশি প্রাণ না, উকল।’ ‘আমর বেশি প্রাণ না, উকল।’

একটা কল্লিয়ার বেশি প্রাণ কল্লি রানাকে। ‘আমর বেশি প্রাণ না, উকল।’ ‘আমর বেশি প্রাণ না, উকল।’ ‘আমর বেশি প্রাণ না, উকল।’

‘মিতি বেরে লুকাড় উইল আমায় বেরি,’ কল্লিয়ার কাছে সৌভে সেরা রানা।  
‘টেলিও ঘরে লুকল।’ ওরকরে ওর মুখের চিত্ত। রানাকে চেলে একপাশে সখিয়ে

৯৬ পরবর্তী পৃষ্ঠা

বিছানার কাছে সৌভে দিল। অনেক সৌভি শায়ে ফেলেছে ও। টেলিও ঘরে প্রবেশের  
মুহুর্ভাগে আগে মারা গেছে রুজি।

কান্না থেকে বেরিয়ে লুকাড় কাণিয়ে দিল রানা। ‘পাতেল ঘরে লুকাড় পা  
চলছে,’ এসময় একটা অন্যতর কান্নার শব্দ ভেসে এল মজার ওপাশ থেকে।

রানাকে দেখতে পেয়ে বড় বড় মুখে ‘গোবাস’ কল্লি রুজিকে এল প্যারাকায়স  
ছোটেলের মানেজার। ‘এই যে শায়ে, কোম চুলায় ছিলেন এতদিন?’ মাঝে  
কান্না থেকে লোকটার কান্না বার। ‘ছোটেলেরে আপনি পেয়েছেন কি, আঁহ?’

‘কেন, কি হয়েছে?’ লোকটার কল্লি রানা।

‘ছোটেলেরে ঘরে ফেরল মানেজার।’ ‘মি, মর্টারস আমায় কথা শুন। আপনি  
এখানে যা খুশি তাই করতে পারেন না।’

‘কিভাবে পড়ল রানা?’ ‘এক টেচায়েল কেন?’

‘চেষ্টা না? আমার লোকেরা লেডনার যেতে পারছে না। ডাকাতের মত  
একটা লোক বসে আছে কান্না, কাজকে মেরে নিচ্ছে না। পুলিশের ডব মেথারে  
কেন কিনা আপনি ব্যাক বন্ধিয়ে রেখে পেছেন। এর মানেটা কি, আঁহ?’

‘আমার কি প্রাণি কল্লি,’ কল্লি রানা। ‘চলে যাই।’ রুজিতে ওপরে উঠে  
এল ও, ‘আমর কান্নার প্রতিবাদ পায়ে চা মেখে।’ কল্লিয়ার কাছে সৌভে টাইলসের  
টিকিটেরে সেরা সেন না রানা, এক লুকাড় মজার কল্লি চুলা ভেতরে।

বিছানার বসে রীতি এক ওর কাছ ঘেঁষে টাইলস। ‘কল্লি রানা,’ রানা পলি  
ও মারি লুকল টাইলসের। ‘মোটা পিত মেরে ওর দরকার খায়র খাম পড়ছে।’

‘কঠ হয়ে গেছে রানা।’ ‘কি হচ্ছে কি এখানে?’

হাতের ‘হাস টুকে ফেরে দিল রীতি। ‘কোথায় ছিলে তুমি এতদিন?’ পাতা  
কল। ‘কি হয়েছিল তোমার?’

‘রানা মজারটা টেলিও নিয়ে এগিয়ে এল।’ ‘সে অনেক কথা,’ কল্লি। ‘এবার  
টাইলসের নিবে কিব কল্লি, ‘তুমি কি উনোম হওয়া শো করছ ব্যাকি?’

‘আমার মাইটির জেনো কল্লি ও,’ কল্লি রীতি, ‘কিন্তু এক সোজা?’

‘মাইটিরে বাক মাইল টাইলস।’ ‘আজ্ঞা এসে পড়ল তুমি,’ কল্লি উত্তেজিত  
করে। ‘এই মেখে একটা রানা হাঙ্গুতে।’

‘রানার মত নেই একল রানার।’ ‘কল্লি রুজি পে নিয়ে একটা শক্তির ব্যবস্থা  
করোনে খাও,’ কল্লি ও। ‘পদেত্রা মিনিটের মধ্যে সেন ছোটেলের পেছনে পাই  
গীয়ে।’

‘রীতিমত কল্লি ওর টাইলস কাপড় পড়তে।’ ‘তাতা খাও ব্যাকি?’

‘খাও কথা ছাড়া,’ রানার করে চাবুক। ‘ব্যাপারটা জড়ি।’

‘মোটা পাতল পড়তে বেরিয়ে গেল টাইলস।’ ‘কি জন্য এক রোমান, উইল  
পড়তে?’ ‘রীতিও উদ্দেশ্য করে রানা কল।’

‘রীতি টুকে ফেরে মেথারে নোম খাইয়ে পা নামিয়ে আমল রীতি।’  
‘আজ্ঞার লুকাড়পিতে এতদিন খায়েল লিঙ্গার বসে কান্নাভে জারছে,’ কল্লি  
ও। ‘উইলটা কি?’

৯৭ পরবর্তী পৃষ্ঠা



হানা নতুন একটা সুটি বাছাই করে পাঠে নিল। 'হা করে মেঝে নি।' 'হা'কে  
উঠল ব। 'হেঁচি হয়ে নাও। আমরা এখনি এ ঘোড়েল হাচাই।'

তৈরি হতে শুরু করে দিল বীটা। 'কিগো, কোথায় ছিলে এ ক'দিন আমাকে  
বলবে না?'

দুটি যিগে ভ্রমারতনো খসি করতে বাত হানা। 'একদল গুণা আমাকে  
কোঠাতে নিয়ে গেছিল। জনের চোখে খুসো দিয়ে পালিয়ে এসছি।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

সোজা জবাব দিল বানা, 'নেলসনের ওখানে।'

মাথা নাড়ল বীটা। 'আমি যাবে না, জল।'

দিল দুটা স্ট্রাপ করা হলে সিগে চলো বানা। 'কিছু মু'কলমে যুবরীর কাছে  
এসে তার কক্ষিতে একটা হাত রাখল। 'হা বলছি করো।'

'নেলসনের ওখানে না।' কঠোর কণ্ঠে কল বীটা।

'হুম্মোনের এক কথা। কোন বাস্তবিকতা সহ্য করব না আমি। হা আপনসে  
যাবে নাহতো তুমে নিয়ে যাব।'

ফোনের কাছে দিয়ি মি। পাঠাতে বলল বানা। লোক আসতে বাঁকে, ঘরে  
পায়চারি করতে লপল ও আত্মরহিত। বিজ্ঞানায় বলে চোখে অন্ধার নিয়ে লর  
'করছে একে বীটা। 'কি করতে ছা'ব তুমি?'

খট করে মুখ তুলল টাইল বানা। 'অনেক কিছু' জল। 'ওল কল্লো  
হোহান, যাপারটির শেষ করব আমি। শরতানটার খাটি বিনাশ না করা পর্যন্ত  
আমার শান্তি নেই।'

কোরা দিল আনতে দিগিরে দিল বানা। 'অনলর একহাও দিল দুটা ও  
অপর হাওতে বীটার কনুই চেপে বরল। 'চলো, কল-এ, এল দু'জনে একদলে  
লিমে এস নিচে।'

প্রকৃত এক পাড়ির ছইলেও পেছনে বসে আছে টাইলস। 'খসিকটা হওকি  
মেগায়ে শুকে, কিন্তু কোন প্রসন্ন করল না। বীটার শাপে উঠে বসল বানা।  
'নেলসনের জয়েন্ট, জ্যানি, জল।'

বীটা ঘুরে গেছে টাইলস। 'নেলসন' বলে উঠল। 'কেন, নেলসন কেন?'

সাহসে হুকে এসেছে বানা। 'নেলসন।' 'নুরবাসি করল, দুটি লিখত কোথায়  
টাইলসের মুখের ওপর। 'পছন্দ না বলে বিপির কোরে পারো, আমি নিজেই  
ড্রাইভ করব।'

হানার দিক থেকে বীটার দিকে স্থানান্তরিত হলো টাইলসের সিংহাসিত দৃষ্টি।  
'আরে তানাত, ব্রেক হাট, নার হুসুম হমানা করার কো'নেই। হা করত করিতে  
হাওল।'

বীক হ্যান। 'বাসে একটা সুটি দিল টাইলস।'

এক দিলের গোপিতা মুখে বসে বীটা। 'হা' বুলে লকটা কীমের লপা দিয়  
হানসে হাওতে বসল বানা। 'গোটা হাও বীটার শক্তিকর করল এল। বীক ঘুরে  
অব কুণ্ডলাত হাও ড্রাইভার পড়তে বীটা বলল, 'আমরা কোঠাতে নেত চাই না,  
বানা ওলর না জেনের আপতি হুসুম ও। নলসটা জীং করে লুকে ছেজিয়ে

পাড়িয়ে বানা।

'এসো হোমরা, কল অর্থে লুর।'

হাওতে এগরোটা বেজে ঘোরে। 'হা' না করছে কাসিনোর শব্দটা। 'মেইন  
হলে এক কিতাবনকে উচ্চশাকিনভাবে মেঝোত ইলেকট্রিক ক্রীনার ঢালাতে  
সেশল ওটা। ওলোকে নিজেই দিলে আসতে সাথে লোহাল লুরে পড়ল  
লোকটা। বীটার ওপর বীটা বোলে দৃষ্টি বর জবাবে ও কুঠকে চাইল যুবটা।

'নেলসন আছে।' হানা জবাব চাইল।

বীটারটার খান-সুইচে হাপ দিলে স্যান্টে বীটারে যাবল ওটাকে কিতাবন।

'সেই, কল।'

হাওত হাওতে না সত্যক হাওত দিল বানা। 'কুমি বাকো, সান্ধেপে বালল।  
বীটার হাও নেলসনের অধিনে উল্লেখ এগলে ও। 'হ্যাংসো, দুটা লুর  
কলে উল্লেখ জায়া হাওত লুরনা কিতাবনটা।

মহুর পলক্ষেপে লুরে অনুসরণ করল বীটা ও টাইলস। 'অধিনের বহরা চেনে  
লুর, লোকগাটার দীর্ঘিরে খেকে চোখ রাখল বানা হেতরে। 'জেনে' বলে ছিল  
নেলসন। 'লিনবাকের নড়ল একটা লুর হুনাতে বাত। 'কালো হাও গেল লুর  
মুখের চেতারা বানারক সাথে এল। লিনবাকলো এক কাপটির চানাম হয়ে গেল  
একটা মেঝোত।'

হেটে লুরে পড়ল বানা। 'হাওতি করতে আসিনি, কল কটিগোটা লুর,  
এসেছি মুখের শপা করতে।'

হাও কিলিয়ে বীটার পাড়লো স্যান্টের উল্লেখ বাল ও। 'এসো, আর  
নলসটা ছেজিয়ে দিয়ো।'

জেনের পেছনে দিল বসে হাওতে নেলসন। বীটা হেতরে আনতে মু'হাওতে  
আলুলে নেভেচেড়ে হাও খেকে দিলে করল কলারটা। বীটা একবারও ফিরে চাইল  
না এর দিকে। 'কামরার দূর প্রান্তে হেটে নিয়ে একটি চেয়ারে বসল ও। 'নলসটা  
ছেজিয়ে দিয়ো ওটাও পায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল টাইলস। 'সে-ও চাইছে না  
নেলসনের দিকে। উল্লেখনা মানা রাখা হেতর হেতর।

## পাঁচ

হাওর দিক মাঝোয় ফিল বানা। 'কলনাও দিগিরে বসে ছিল টাইলস, 'কঠোর  
একটা কুরো দিয়ো হেটে পথটির অন্ধিত্বিক কটিছে। একটি আলো জাভাটে  
পড়িটা ফিরিয়ে নিলে এসেছে টাইলস হানার কথা মত। 'ফালত পছন্দ না হলে  
বীটার পাড়িটা হানারক করত এক দিক হাওতে। 'হানা ওল পল কটিগোটা লুর  
কোড়ল হাওল, 'ওল জলকল আকৌল, এক টাইলস দিল মুখের হাওতে ওল গোট  
সহর। 'বসল শিকর পড়ে।'

মুখ তুলেছিল টাইলস, কিন্তু জলস সেতার আলোই কলোতর লোহল সাহায়ে

শরতানের বীটা



রানা। সেজ্ঞা বীটার রুমে চলে গেল ও।

বাহেনটা বীটার, এলাকটা স্পষ্ট বিয়ে বাড়িরে আশ মাইলটাক দূরে।  
রানার নাছোড় মনেতার দেখে নাচার হয়ে বীটার গেল বীটা স্পষ্ট পিয়েরে  
কাছে একটা বাহেলার বাস করে সে, ওটাও মেখাশোনা করে এক স্প্যানিশ  
মহিলা।

নেলসন বোহাসের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে রাজি না হওয়ায় শেষমেশ  
এখানেই আত্মনা গাড়তে হয়েছিল রানাকে। রীটা ওর প্রাইভেট ইন্ডেস্টিগেটর  
পরিচয় জ্ঞান করে চোখের পর দেখান দতরই হয়েছিল বটে মেন্সনের মুখে  
চেহারাটি। প্রাইভেট ইন্ডেস্টিগেটর যেন মানুষ নয়, কিন্নরদের কোন খাণী।  
নলিস ও পোয়েন্টা নাকি কিন্নর পরিচয়টা ওর কাছে। মধ্য চমক খেয়ে গিয়েছিল  
বেচারা টাইসনও। বোটে পড়ার খাফা করছিল, কিন্তু সত্যতে পাঁচশো ডলার করে  
পাবে, বন্ধিন না রানা বোহাসকে সমলে ধ্বংস করতে পারবে, জানার পর রানাকে  
সহযোগিতা করতে বুলি মনে রাজি হয়েছিল সে। আগাম হিসেবে শস্যক্ষেত জমার  
ওর পকেটে শুধো দিয়েছে রানা।

নেলসনের সামনে অনেক রকম প্রায় রেখেছিল রানা। ধনোভিন ও, টাইসন  
আর মেন্সনের গুলি পাটি মিলে শহরটা আত্মন করে ছাড়বে বোহাসের জন্যে।  
মোকদ্দার বোটে হাইজ্যাক থেকে শুরু করে ওর সফটওয়্যারে স্যাবোটাজ করা  
এবং নতুনশনে জীবনরাজি রেখে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযোজনা পর্যন্ত সবই  
করবে—কিন্তু নেলসন মাথা নেড়েছে কেবল। ওর নাক সাহসে ধমকিয়ে না  
শেষমেশ তাপ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল রানা। চাইবেই এক বি আই-কে এত  
জড়তে পারে ও, কিন্তু ওর ইচ্ছাটা ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে।

বীটাই কি রাজি হচ্ছিল আর সহজে? বোহাস একে আগে মেতে ফেলত  
রানা এ তা দেখানোর পরই না শুধু বাহেলার চিকানাটা বেরিয়েছে ওর পেট  
ভেতর।

জানা যায় থাকে বসে ছিল বীটা, ফাফালে নবুজ আলোয়ান গায়ে। বাইরে  
চোরে ছিল ও, রানা যথেষ্ট দূরত্রে চুপ করে ঘুম ফেরাল। 'কি চাই বোহাসে?' কাক  
ছাড়ে বলে উঠল।

মজাটা বন্ধ করে বিন রানা। 'ছোট একটা গল্প শোনাতে চাই। জেভানো  
দ্যুরো স্বর্গীয় ঘাটছে, এবং তার মলে উন্মাদশিল্পগুলো ব্যাচাই করার সুযোগ  
পাচ্ছ আমি। ভারি মজাও সব কাহিনী বেয়েছে কিন্তু।'

বীটা এসে পাটে বসল। 'এমনোর কিছু সত্য, কিন্তু অনুমান,' বলছে রানা।  
'কিন্তু মুঠেকে মেলালে ছোট্ট মধ্য মূল্যব একটা গল্প নেড়ার। ইলিনয়ের ছোট  
এক মধ্যম শহরে কাহিনীর শুরু। শহরের এক নব্বু লোকটা বিয়ে করল সুন্দরী  
এক যুবতীকে। সে পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু মুঠে বীটার মনে ছিল রাজ্যের  
উচ্চাকাঙ্ক্ষা। স্বামীর রাজ্যপাটের চেয়ে অনেক বেশি মনন করতে শুরু করল সে।  
আমাদের এই লোকের বন্ধ মিলে হিউস্টন, বাসমোটে উচ্চাকাঙ্ক্ষা করত। সুখি  
ওকে নিয়ে করেছিলো স্ট্র-পল্লি নব্বু শে-ও তার চোকে মুক্তি পেয়েত। সে সুখি  
পেয়েছিল। জেভানো আরাম জামেশ, কিন্নরদের জন্যে শহরতলীর কিন্তু টাক।

১০০

পায়বানের ঘাটি

কোলে না করে পারিল না হিউস্টন। তারপর আর ফ্লোরিডায় গিয়েছে না এসে  
উপায় বইল না তোমাদের।

কোলে ব্যাং কভ করল বীটা। 'আমার চোখের তপাও ছুঁতে পারবে না তুমি,  
কল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'চাড়াই বটে' বলল ও। 'আমি তোমার দিকে লালচি না  
তো। কলও দাঁও থাকতে। আলোনা হয়ে গেলে তুমি আর হিউস্টন। তেমন  
তোমরাই জানো, কিন্তু এবার বসন্তকে আবিষ্কার মিলে উইনাস্তার। আমায়  
জানা ওর মিনা-পারনা এক বৌকন আলুই করে তোমাকে, হিউস্টনকে ছেড়ে  
উইনাস্তার সঙ্গে চলে গেলো তুমি। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে ব্রুডি নামে  
এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল উইনাস্তা। বোহাস যে সব বাহুল্যমিশ্রিতের মধ্যে  
পালায় করে আনে তাদের আবেদন ভ্রমসে বিভ্রান্ত মাথ করে সে। একদো তাকে  
শুধু টিকা ওনতে মন, মাথাপিছু বিশ হাজার ডলার। হুডি সবই কিছুই জানত,  
কাজেই ওকে কোথায় কোথায় না রেখে উপায় ছিল না। উইনাস্তা ওকে মেন্সন  
কখনো কাছে টুকিয়ে নেয়, টেলর বোহাসেরই লোক। ভাল বেতন পেত হুডি,  
কাজ হেমন কিছু না, আবার উপরি হিসেবে টেলর ওর ওপর নজরও রাখত  
পারত। এমিলে হিউস্টনকে ডিকোর্স করে উইনাস্তাকে বিয়ে করতে চাই তুমি।  
উইনাস্তা জলারানি ও কিংবাহিত, এবং ফ্লোরিডার পৌছে হিউস্টন আর তুমি,  
ম'জনে হিউকে গাড়ে দু'মিলে। ওরপর একদিন নামা খাট খুর কী ওয়েশেই এসে  
ঠেকন বুতামনের বোটে, একে শুকুটা একটা কুণীর কাসিনেগুতে এনক্রয় করতে  
পেলে জেভানো। নেলসনকে, মানে তোমার দারানো স্বামীকে লেখানো বুজ পেলে  
তুমি। খুব চমকে গেছিলে, হাই না।'

নিচের টোট কামডায়ে বীটা। 'নিজেকে খুব ভালো মনে করো, নান' কড়ের  
মেঘ চর করেছ কাই ওর।

'নেলসন ওরফে হিউস্টন, কাসিনোটা জমাতে পারছে না, কাজেই সে  
জব্বার করল টাকা পেলে ডিকোর্স পেপার খই করে দেবে। উইনাস্তার কাছে  
টিকাটা চাইলে তুমি, কিন্তু সে নিতে অস্বীকার ওরল। সত্যিকসভাবে 'জায়ে নাক  
জান' হয়ে গেল তোমার। উইনাস্তার প্রতি বিশেষ মেনে মূল্যব নেই তোমার,  
কাজে বসু তার মিনার জানে। টিকাটা যেভাবে হোক নিছক কোণে কাগজে চাও  
তুমি, কিন্তু তার একটাই মাত্র বাজা—বিয়। ওসতে আরেকটা কালো বেরিয়েছে,  
উইনাস্তার সঙ্গে সিত টুগেনান করার নব্বু আমজান নামে এক বাহুল্যের মধ্যে  
চলিতো হয় তোমার। দু'জনে গা-জাটা মিলে জেভানো, কিন্তু মন তিকরী পড়তে  
হবে। এই আমজান অন্য জেভানোর চাকরি করত। হুডিও করে ঠাও হয়ে গেল  
সে। উইনাস্তা সতের ওর বেশি পেলে টিপ নিয়মিত জেভানো। জামেশ জা  
তাই কতটা নাকি লালচি হয়ে গেল ও। কি হয়েছে ও, সেমি।'

বীটাকে বসি করল বীটা।

হলে চলেই রানা, 'কাকো, রান নান। হুডিও ও কাসিনেগু মেনে গেল  
চাই। এবার বেশি মিলে তোমার রক্তমাংস বোমটিক। আমার কাছে এল সে।  
অপূর্ণ বাসন্ত হয়ে, মুক্তি ওর সম্পদে কিছুই জানতে পারেনি আমাকে।

শহরতলীর ঘাটি



তোমার নাচ-গানের সিন্দুরলোর পোছনটা বুড়ো পায়েনি ওয়া। এতে মনে হওয়া  
স্বাভাবিক, তোমার খোঁজটার স্বভাব-ভাবটা বেঁজা ছিল তোমার চাইতে, মনে  
ব্যামো-নাচি এতটুকু চলতে পেরেছে সে। আমার কাছে কেন সে এসেছিল  
বাড়ানোদের সম্পর্কে, সেলস বা বোহাল সম্পর্কেই বা কহুক কি জানত এখনও  
বাখ্যা করতে পারাই না আমি। তবে কসোথ কিনারা আমি কবই, নিশ্চয়  
থাকতে পারে। আমি এই কেসে মজুক বা জড়িয়েছি তোমার বোহালা ভাষা।  
একদমে আমার আসার কারণও সে। সিঁদুরলোটা আমারও আমার ভাষে এরকম  
টিকছে।

সেলসন ভয় পায় বোহালা আর উইনাতাকে। কেন সেটা একটা বুড়ো  
পাখি। ও যে হিউটন এটা কাজকে জানতে নিতে চায় না, কিন্তু আমি ব্যক্তি  
এর মতো পারি উইনাতাকে বুঝি বলে নিতে, আর না বলে থাকলেও সেলসন  
থতে নিয়েছে বলেই। উইনাতার সাথে সম্পর্ক ভাল থাকে না তোমার। উইনাতা  
বলি পুষ্টি বাখছে। লোকটা বিবাহিত সেটাও হতো জানে গেল তুমি, এক  
ভাষার মধ্যকার কুক মেয়ে কেমন এক। এখান জানের মাঝায় বুটে এল  
আমার কাছে আসারের জেনা। কুলে পড়ার জন্যে একটা গলা বুঝিয়ে তুমি,  
মনে পড়ল আমাকে। কিন্তু আসলে উইনাতাকে সামান্য খাতিত করেছিলে, খুন  
করতে পারেনি তুমি। এতদিন পরে বোহালা পাশে গাড়ি পার্ক করে ভেতরে বসে  
ছিল ও। আমাকে মেয়েই ফেলাছিল প্রায়, এবং পরে আমাকে পারল একে ছাড়া  
করা পর তুমি মনো কিছু একটা হাতিয়ে এনেছ যেটা থেকে। তিন-কতকি কথা।  
কাজী খেমেছে হীটার। 'বাস, এনিই'।

লাগ করল রানা। 'এত অল্পত প্রাথমিক কাজ শুরু করা যাবে, হাই না।'  
সীমা নিশুল।

উইনাতার সাথে সম্পর্ক চুকেচুকে গেছে তোমার। আমার একটা ওর খেমে  
লাগতে পারি। তোমার একটা ওর দু'শুধী কারনাগের সাথে সাথে হরতো  
উইনাতাও খসে হয়ে যাবে। এখন তুমি কি বলো? থাকবে আমার সাথে?

'ভাষতে হবে, বলল হীটা। 'যাও এখন তুমি, পরে জানাব।'

উঠে পড়ল রানা। 'আমি ওখানে আছি। তাজাতাউ হায়াসো, বলল। সবজার  
কাছে গিয়ে ব্রেক লম্বল হঠাৎ। 'বোলটাকে কেননা লাগত তোমার? আচরিত প্রণ  
করে বলল।

মোখ সরিয়ে নিল হীটা। 'জঘনা, কল। 'ওকে বুঝা করতাম আমি। ও  
একটা নীচ, হোমিনো বগড়টে মেয়েনাম ছিল।'

চোখ কপালে উঠে গেল রানার। 'তোমার বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করা  
যায় না, বলল। 'কিন্তু একরাগে বোঝায় মিথো মায়। ওর মনে মনে হয় এক  
মেয়ে দু'খান হরনা হরনা।

'কেন হরনা? নাহিই, তুমি হীটা। 'উইনাতা পেরেছে ও। খুঁজি  
কয়েছি আমি।

বলল রানা। 'পাড়াতে বসে, মনে পড়ল বলল এবং, 'একটা  
জাইচিনা পাখি আমি। তুমি আর উইনাতা ওর মূর্তন মনো লিট ইটকে ছিল।

তোমরা দু'বোন আর কয়েক মন। উইনাতা হরতো তুমি পড়ে গেছিল ওর।  
তুমি হরতো আপনিকর অবস্থা। তুমি আহিয়ার করে, খুন করে বসো ইয়াব  
বংশ। উইনাতা হরতো হিউটন মনোকে নিয়ে ওর লাশটা টুকরো টুকরো করিয়ে  
পাচরের খাবার করেছিল। ওই দুটো কি উইনাতার লোক?

'হায়, যাও তোমার, বিরক্তি অরুণ হীটা। 'নইলে আমাকে এরচেহে  
খাড়াপ ভাষতে বাধ্য করব।

খাড়াটা হুমকি করে দিয়েছে রানাকে। খাড়া ভেতর ফিরে এল সে  
আবার। 'খাড়াটা এমনই ঘটেছিল, এনি না? বলল ও। 'মেয়ে রেটনকে তুমিই  
খুন করেছ।

ওর মুখের ওপর হালকা সীমা। 'পালনের খাড়া, বলল। 'আমি কেন খুন  
করতে যায় তাকে?

একটুকু মৌচিক থেকে কি মনে ভেবে নিল রানা। 'নিজের জানে ঘটনাটা  
একদমে ঘটেনি, কিন্তু আরও অনেক জটিল। মেয়েটা খাড়া খাড়া, খাম করে  
কেনছিল যে মোকদ্দম। ওর পরিচয়টা কি? ওর অমিলে হোপল করা আত্মীয়  
লাশটারও কোন খাড়া পাওয়া থাকে না। খামলে হীটাকে একটা হীকা নিয়ে  
সেলাম ও। 'আজ তুমিই দিনে কতক দিয়ে খুন করুক বলি কিছু বলে আস।

হীটার ভিটে ক'মুহুর ছিল দু'হীতে জেত থেকে বেধিয়ে গেল ও, মেয়েটিকে  
না গাধিলা করার সুযোগ দিয়ে।

রানা এবার সিঁট-ওমে গিয়ে ফুল। উত্তেজনার একটা বেশ অনুভব করছে  
সু। তখন মনে মনে হাশে ওর এই হাশেও একটা সুভাষা হতে থাকে।  
মাইকবোলের কাছে গিয়ে একটা ছিট ছাল।

হর প্রবেশ করেছে কোন কোণে টাইল। 'আমার মনে একটা হাশ নাখি?  
আশঙ্কিত করে বলল।

মাথ বটিকা মরল রানা। 'ভেলে নাও, বলে হিটানে বলল।

লম্ব একটা ছিট ঘেলে ফেলসটার লিকে চোখ মিটিমিট করে চাইতে টাইল।

মিথ এক জেল গলায় ভেলে হাশের উচুটাপেঠে চোটে মুল।

চকিত চাইনি কুল ওর উবেশে রানা, মুখে কিছু বলল না।

চোখে অধিকতা বুটে উঠল টাইলনের, আকপার মতক বহুই বলল, 'বুধনে,  
কল, আমার জানি কেমন কেমন লাগছে। এরপরে আর বাইরে গেলে আমাকে  
নিয়ে বেয়ে, হ্যা। হীটার সাথে এক থাকতে সাহস পাছি না আমি।

এ কটকে চাইল রানা। 'তুমি মোহ, একটা ঘুরেফিরে এসে, যাও। আমাকে  
একটা খাড়া খেলেতে দাও। কেমন? হীটার গা জঘনোর মতনব বুকে আশায়ে  
চাইল রানা।

এক দু'খান ছিটকি গেল অরুণ টাইল। 'সিঁদুর, সিঁদুর, কথায়কথায়  
সুখ মল। 'হাই, একটা খাড়া পাড়ি করা। 'অনিত গায়ে বেধিয়ে গেল ও।

হিটানে গা এলিয়ে নিল রানা, হাশে ওর গায়ে গায়ে নিয়ে মনোমায় নিয়ে দুই  
অবস্থায় কল হীটা। 'বীজকণ ওরবে উঠল ও। 'হাতিল, হাতিল, একটা  
হীকা সাহায্য করছে ওকে। ও সমস্ত ইনকর্মেন রানাকে সেই মূর্তিরেছে, এবং  
মরতানের হীটা।



কথা নিয়েছে অগাধী ক'নিদের মধ্যে গাছও কিছু বুড়ে বের করেছে। ও এমনকি মেট্রী বোম্বি সম্পর্কেও পাওয়া লাগাতে পারবে আশা করছে, এমনকি পর্যন্ত যদিও কিছুই জানা যায়নি তার ব্যাপারে। নেলসন, ব'লিন ট্রোবেরা আকড়ে পড়ে আছে, নিয়ানন। ওকে বিদ্রোহের আওতাধার জানা যাবে না। কতটা খুঁজি রাখে লোকটা, জানছে জানা, রাজ্য দেখা যাবে। মেট্রী করে দেখতে ফটি কি।

গেথলিন্ডেরা বীটা মনন এক খানা তখনও রয়েছে ওখানে। এর পাশে এসে বসল গীটা।

'কি, ক'নিদ করলে?' প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ, ক'নিদ গীটা।

ক'নিদদের নীরবতা। তারপর মুখ ধাক্কা রানা। 'ইউনাক্সের ব্যাপারটা খানসে কি? তুমি কি ওর কাছ থেকে কিছু নিয়ে এসেছিলে নাকি?'

গীটা ওলটল গীটা। 'ক'নিদ মনে হলো একটা?'

'জাতি আন্দোলন করতে পারো। তোমাকে খামোকা শুনি করতে চাইবে কেন ও? প্রতিশোধ? খুবই রিকি। ও জানত তুমি আমার সাথে আছ। তোমার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে? হ্যাঁ, মেনে এটা।'

সাইডবোর্ডের কাছে গিয়ে একটি কাঠের বিধিটি চেপ্টে ধুল গীটা। কিন্তু এল ও টানডাক একটি ছোট্ট ওয়ালেট হাতে। রানার কোমরে বুড়ে বিল গীটা। 'এটা সাথে করে নিয়ে এসেছিলুম,' উলসীন সুরে বলল।

ওয়ালেটটির ভেতর বেশ কিছু কাগজ পাওয়া গেল। রানা মন দিল ওগুলোয়। গীটা ভদ্রতার ওর পা খেঁচো বসে লক করছিল; পরে, রানাকে কাগজগুলোর মধ্যে খুঁজে যেতে দেখে খর ছেড়ে কাগজে ঢলে গেল। অন্য রিন্ট নলেক অধিকারিত যোগাযোগ করল ও। তারপর আবার খর এসে ফুলল। পড়া থেকে চোখ না তুলে বসল রানা, 'খাওয়ার ব্যবস্থা করো, বেবি, যাও জগতে হয়ে আমাকে।'

রানাকে রেলে বেরিয়ে গেল গীটা। পরে, মিলে এসে রানাকে আশেপাশে জাহাজেই পেল। ওয়ালেট ও কাগজগুলোরো এখন অদৃশ্য হয়েছে।

'কি বুললে?' শুধাল গীটা।

ওর নিচের চাইন রানা। চোখে কঠোর মুষ্টি। 'ওরা কেউ জাহাজে এটা বাহ্যেগীটার কথা?'

রানা নেড়ে বসল গীটা, 'নাহ, জানেন না।'

অ চুপকে গেছে রানার। 'নিজের প্রশ্নার কিম্বদ এটা বলতে চাইছ?'

রানা নিশ্চিত নয় মুখ জ্বাকলে জরা গেল কিনা অনুভব, নাকি আলোব করসাজিতে সঠিক হলো ওর। নরালি কণ্ঠে বলল গীটা, 'ওদের কাম-কাজের খোজ করে দেখিও রানার, ওরা ক'নিদ করছিল পলিসের কাছে। তখন তাদেরই ওটা অস্ত্র করে পালাল পলিসের কাছে সুযোগের ইচ্ছা নিয়ে এটা, কেউ কিছু জানতে পারেনি।'

ওয়ালেট কি আছে বলেও।

'হুদেছি, কিন্তু মাঝামুঝি কিছুই করতে পারিনি।'

'পারেনি? ইউনাক্সের কাছে কিছু এই ওয়ালেটটা অমোলা সম্পন্ন। তারটে ব'লিন আছে ওতে, টিকা খুব পড়ে মানি রিসিট নিয়ে নিয়েছে তোহাস। নেলসনের কাছ থেকে মেট্রী টিকার বিনিময়ে দুটো আই-ইউ, এবং ব্যাঙ্গলীনের তালত কনালো হয় এমন শাস্ত্র পরোক্ষের সুল্লাটিকেনা।'

প্রাণ কল গীটা। 'তাতে জানার কি? আমি ওটা আর ওতলো কাশ করতে পারছি না, নিশ্চয় কণ্ঠে কল ও।'

দাত বের করে ছাবল রানা। 'কিন্তু আমি পারব,' বলে পটান উঠে দাঁড়াল। 'বড় সেরে একটি অন্যভাষণ দাও দেখি।'

জামাল সাগোয়া বুনে চেককী আঙুলের ইশতারা দেখিয়ে দিল গীটা। 'বুটে খাও।'

রানা গিয়ে ওয়ালেটের মরত কাগজের একটি খামে ভলল, এবং দ্রুত হাতে রানার চিত্রকর্ম নিয়ে, খামটির বিদ্যা মাটির নাম-টিকানা লিখল। নিউ ইয়র্কে রানা এজেন্সীর অফিসে যাবে গীটা।

ওর কীকেন ওপর নিচে শুটছিল গীটা, কলল, 'কি এই মোটে?—সম্প্রদেহের সুর।'

'অতুল মিলে টোকা দিল রানা খামটির গায়ে। 'আবার অফিস স্পেক্টোরি।' ওর কাছে এটা পটানের কলল।'

শুধনো বেবি, আমি নিজের মত করে পুরো ব্যাপারটা সামলাতে চাই। ইলো, ওরকমই এফ.বি. আইকে লোকের নিচে পাবি ওদের ওপর। তলত ওর করাও হলো যথেষ্ট মেট্রিকাল আছে এখানে। কিন্তু তোহালকে আমি নিজ হাতে শাস্ত দিতে চাই, নিরীহ ব্যাঙ্গলীদের নিয়ে আর যাতে ছিনিমিনি খেলতে না পারে। অন্যতম এক ফলস করার আগে আমি নিজেই প্রতিকাল করব, সেক্ষেত্রে খামো ব্যাঙ্গলীনেরা খেল পর্যন্ত পুলিশের হাতে ঠিকই পড়বে। এমন কুজতে পেয়েও বঁাকা হাসল রানা।

জাম খাকাল গীটা। 'এই হো চাই। শুধামর একা হাতে পারেনা করতে পারো এমন লোকদের বড় ভালবাসি আমি। সিলেমাং ছিরাদের দেখা না দিতাবে পিটিয়ে-পটিয়ে একাই দশটাকে ঘায়েল করে দেব।'

সিধে হালো রানা। 'হুঁ, কলল, 'কলল কললাম হিরো হব।' ব্যাঙ্গলে বেরিয়ে এল ও। 'চিটিটা পোনটিকামিলে ফেলো আমি। এসে বেহন, কলল, ইকমন? পলা চড়িয়ে বুলল।'

চিটি ফেলে ফেটার পথে একটি কেকল অফিস পেল ও। খরকে নাড়িয়ে, ব'লিন ভেবে নিয়ে, দুকে পড়ল ভেতরে। একটি কেকল নিয়ে ভেবে এসে লাড়ল।

অন্যজাতি পটিকা করে ওর দিকে লক্ষ্য করে চাইল ডাক। মোলালীরা এককম।

অ'লি, ওম ১০৪২ কজলেকটি ভিটিয়া, নিউ ইয়র্ক সিটি। বেহন জামালত সম্প্রদেহ তোহালকের অগাধী সিল্পটি কথা। শিখি, এম আর।'

এম করে, জাহাজের ডিবেশে মাঝা মেটে বেরিয়ে পড়ল আবার রানা। 'হললল







করাই আবার একবার লক্ষ্য। প্রাক্তন আর কল টেনা পড়েছে। থাকে এখানে  
 চলা নিরুত্তর্যাপ্ত পায় লোনার মিহাসনে কসর কটীক প্রোথাকৈ করত হবে।  
 নটীন উঠে সেড়ান এতরি নৈবল। চলো।

দেশতলতকৈ ডাঙৰ জলবায়ুৰ পৰিণতি সাহায্য কৰাৰ বাবে অৱশ্যেই কিছু চিন্তা কৰিব লাগিব। দেশতকৈ অধিক উষ্ণতাৰ হেতু প্ৰধানকৈ অৱশ্যেই পানীৰ উষ্ণতাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে হয়।

কুজাল কীটের একটি বাহুর নিচে থাকা কান্ডকে দেখান। জনগণিত বীজ  
বিস্তার কান্ডের এক শব্দের বিলম্বিত ২ বছর পর নিরাসন চাক্ষুশ প্রতিষ্ঠা  
নিয়ে, প্রতিষ্ঠিত প্রাণীদের জন্যে কুজাল কান্ডের নিম্নে

বিক্রয়যোগ্য, যান প্রাপ্তিস্থলে হোটেলের উদ্যোক্তাদের মাঝারে, একটি হোটেল এক বছর মধ্যে বানা বিলিত হবে ওদের সঙ্গে। গোলাগুলি ও বোমা নিয়ে আসবে গাড়িটি।

[illegible]

অনবদ্য স্বপ্নে ব্রহ্মিহ রাশা, হারাটো মুখের ওপর ঘড়টা পড়বে টোনে নিম্নে  
না না নতুন চোখ দুটো, এর ছায়াময় বসন্তের নেপথ্যেই হারাণী রাশানে  
হোহোনের কোন লোকজনের সাননে পড়ল মিন্দুমার আগ্রহ নেই, জী-জু-হুই  
ঝামা জানে, প্রোভাস গল্প পোজা করবে একে। টোনে পড়বে, পড়বেই চাঁদ  
ফটায়, পর্বতী চাঁদল মটীর চাঁদেই অনেক বেশি বিদ্য, কোমল আর শিথল  
অলোকা করবে—এব, রাশা হো হুই হুই হুই।

[illegible][illegible]

কিন্তু সামান্য এগোল নাও, নিজের বাড়িয়ে কান পেতে। এজিলাসর সীল ঢেঁলো  
সেই শব্দটা অন্যতর পাচ্ছে, ঠাণ্ডা, বীষণ এক টুকরো হালি ফুটে উঠল বের ছোট্টের  
কোলে। আচ্ছা, টার্ন নেদার ভলেনটী স্তরসমানে সামনে পেছিন খাড়াটা। এখন  
কিছু আসছে।

[illegible]

এই হল অগ্নিশিখা। মোকদ্দমার প্রতি বোঝে সেনা পরিদর্শক। পার্শ্বের ছাড়া আর সবার দৃষ্টি নেগেড। কয়েক কোণে শুধি পাশে অগ্নিতে লাইট উজ্জ্বল। নিম্নে অগ্নিশিখা ছোঁয়ায় এক দীর্ঘ কুসুম।

[illegible]

মাসগোড়া ঘোড়, কানিকটা কাছা মৌরু গাভিগাংক অকিডম কলন বাম, এক পা দ্রাক্ষা মিল কানিকোলা এক গমিডে। আতান খেংক এক বাঁকোত কল মিত্র উকি মাল্য ৪।

[illegible][illegible]

ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି ।

বীড় একটি নদী। কুলে যেতে দিলেন জন। হৈলোতে দাড়িয়ে একটি  
হায়ামুখি। 'সকল কল কল' শব্দটি শোনে হলে কল। 'শব্দ' জ্ঞান হল।  
'অপূর দেবদেবী আগমনে।'

अज्ञानस्य वीर्यं



কলিঙ্গ এক মহিলাকে। নিকটস্থ আবিসলীম কলে কলসে, 'পূর্ণিমা হাতকা' দিলবিল করে ওঠে আছে বলে এসে জানা। 'পালিও, সিন্দুর, কলস'। এটি বাস্তবিকতাই। এখানে নারীকে থাকলে ওলি লাগতে পারে। 'কল' শেষ করে না হাতই উজ্জ্বল জালো ও কানফারিনো বিশেষতঃ তোলনাও করে তুলল পলিগনিত্যক। নতুন হাতকোর আয়েতা নানা কানাকে ও মহিলাটিকে বাড়িয়া সরে গ্যাসেলডায় প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল।

एक शब्दाम् निराह । अणि इह-इहमे । अणोऽणि इह-इहमे ।

‘অন্যকম আদরকমো লাগেনে এবাতি মনে যাদে’ ‘লাগে নোপুনি মনিনা’

নিখাদ করবে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে বান। "সামনের দিকেও একটা ক্রমে নিয়ে চলে আসতে," মস্ত আভ্যন্তর। কম থাকতে পারে ভেবে যাঁহারে একটা মিত লক্ষ্য করে পা বাড়ান ও এবং হোটেট খেয়ে শুল নহিলার গারে লা নেড়ে। প্রশ্নও জিজ্ঞাস্যে কঙ্গ সে। দু'হাতে প্রাণের পা জড়িয়ে ধরা নহিল। "আমি কেউ ছাত্র মেই," কর্শি সুরে কল। "তুমি জানাল নিজে শুনি চলো আস এলা আমার ঘরে মাঝক।"

\*आवृत्ति (Frequency) माप— शिखर कक्षे स्थित ताम्र

આજ આજવાન સાઈદાનંત અપ્પાઈ નામ દોમલ કારન દોલ હઈ ।

‘পুলিত’ বলে উল্লিখিত হয়। আনন্দক দেখে নিম্নে উল্লিখিত পান্ন।

সারা জাতি-জাতিতে এই হাত থেকে সম্প্রদায় শিখাটা নিষ্কাশিত। এটা  
খোলা গান সারাভারের কাছে গিয়ে আসল এটা টপ করে। সারাভারী, শেট  
সোটাও সম্প্রদায় তিব্বতি হাফেদানা এবং হোম মার্চি হিফাইজি।

“কুমি বাঁচিয়েছে আশ্বাকে, যোন,” বলল রানা। “আনারসটা যখন ফেলি  
সেইসময় বাইরে থাকলে সোয়ান থেকে চোঁচ তুলত হত আশ্বাকে, তিনটি  
কোঁকালিঁচ খুলে তাকে আঁপুই কেটে পছন্দ চাই আমি।”

[illegible]

ঐসখ্য কনভার্সান্স, হাতধরি সেখল, একশত চল্লিশ মিনিটের মত ব্যয়  
মাঝে মেসার্সের প্রধানের সঙ্গে মিলির মত, এবং সবশেষে মাথা কৌকাল। এই  
না করে হত হোক, হতই হোক কেনা বাক্য।

পরিচয় হানি সূচী উইল মাইনাম অর্থাৎ, ডোমাসক দেশে প্রায়শ ছোট  
চাইলস কথা মনে পড়ে গেল। ডোমাসক বাল্যই ছিল সে। শি দুজর নাম,  
অন্যায় উইলস প্রায়শ ন। অল্প বয়সে, তার একটি মেয়ে ন।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

[illegible]

‘विक्रम’ नामक मिशन के तहत चाली बाली और बस आवासे के माध्यम से

স্বাভাবিক জ্ঞান। নবজন্ম বন্ধ করে দিয়ে একটি জোয়ারটায় জাহাজের ঘেসে পড়ল।  
 একটি মৈত্রী, স্বস্তি ও শক্তির পরিচয়। সেইসঙ্গে গাভী মাটির পথে বয়ে চলেছে।  
 ছেঁচে নিচ্ছে। দিনটি ধর্মীয় কৃতি কলকে সম্বলিত থেকে এবং জাহাজের  
 দু'পাশে প্রকাশিত দুটি কালিফের খেল। যার কথা-বার্তা মাল্যভালি হচ্ছে, কিন্তু  
 কি করা হচ্ছে অন্যতর শব্দে না বলা। অন্যতর বলে মজা পূরণের হবে, এবং  
 তাতে আলোচ্য চোখে পড়বে এমন। কালিফি এক মৌলি স্মৃতি স্মৃতি বিচক্ষণের  
 কথা ভাবতে লাগল। ও শাস্ত্রী আরেকটি মৌলি মিলিয়েছিল। এর মধ্য বলা করে  
 মৌলসন যে অর্থ পাও এমনভাবে তার স্মৃতি ভাব আন। বিশ্লেষণের হৃদয়  
 মাঝে ওলট খুঁটানি হচ্ছে বালি। জোড়ের ভেতর এবার হাত উঠল। ও  
 জাহাজের বই কুঁড়ে কুঁড়ে মিলি মিলি একশো ভাগের মৌলি। সিঁথে হয়ে ছেঁচের  
 মূল্য হওয়া জাহাজের মিলি কুঁড়ে মিলি মৌলি দুটি। বালির গাভী মৌলির  
 চাকি মৌলি না এর আর ইংরেজি ৩৩৫ এ মৌলি ভেঙে বোঝা যায় উল্লেখিত মৌলি  
 পড়ান।

वर्षाणि धाम विजयन धाम सुकल नदिना, धाम नाडक समार उदयना ।  
धाम धाम धाम ।

उत्तर : अन्तःकालीन ।

‘कलं विद्धि’ मन्त्रा अधिकाः । एषा हि एवासायन ज्ञानाः ।

विशिष्ट प्रकार के अन्न और दवाओं का उपयोग।

‘আমি নাহি বুঝি এতদে অলিঙ্গ্য চোখে।’  
‘আমি নাহি বুঝি এতদে অলিঙ্গ্য চোখে।’

‘शा. अथा आराधे’ इत्यत्र आराधः । ‘अथ आराधित्वा आत्मनः’

ସ୍ଥିର ବୈଦିକର ଗୃହିଣୀ, ଶାନ୍ତି ପାଶୁରର ଗୃହିଣୀ । ଶ୍ରୀ ମତ ଶ୍ରୀମତ ସ୍ତ୍ରୀମାତା ।  
ସ୍ଥାନର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମତ ସ୍ତ୍ରୀମାତା । ଶ୍ରୀ ମତ ଶ୍ରୀମତ ସ୍ତ୍ରୀମାତା ।

ସେହି ଦିନ ଏହି ମାଗିଷ୍ଟର ଖାଲକେ ଲିଖିତ ଲେଖି ପଡ଼ିବ । ତହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ  
ସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଏକ କୋଟି ଯାବତାନ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ କେହି ମିଶ୍ରର ଲେଖ  
ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଲେଖି ପଡ଼ିବ । ତାହା ଲେଖିବା କଥାରେ  
ଲେଖକ ସାଧାରଣମାନଙ୍କର । ଏକକୋଟି ଲିଖିତ ଲେଖିବା କଥାରେ ସାଧାରଣମାନଙ୍କର । ଏକକୋଟି  
ଲେଖିବା କଥାରେ ସାଧାରଣମାନଙ୍କର । ଏକକୋଟି ଲିଖିତ ଲେଖିବା କଥାରେ ସାଧାରଣମାନଙ୍କର ।

“অন্যদিক হতে লোহাশি খুন করল আমায় খালিকুর হকিজিৎ। যারা যারা  
যায় তাদের কি, যারা বেঁচে থাকে কেঁচুটা হতা আসল— বলা যায় এম যাঁহাদের  
ধর্মের উদ্দেশ্যে কল্যাণ বলায়। নিব্বিই বনু আব্বাসের বনু হাম্বল।”

‘কোমল’কে বলা হয় ‘কোমল’, ‘কোমল’ শব্দটি মূল শব্দটির বামপাশে  
‘কোমল’ কই বহুবার প্রতিশোধ নেবে। একটি গৌরব যত্নে। বিশেষতঃ মনোর

ସେନାଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମାରୀ : ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା କୁମାରୀ ଉପସାଧାରଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜିଣି ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା କୁମାରୀ ଉପସାଧାରଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜିଣି ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।



কার্যের পৌঁছে যান। সেখানে, ৩৬ জনের শ্রমিক শ্রমিকদের মোটেলের বাইরে অপেক্ষা করছে নারী। ভেতরে ঢুকে নৃসিংহের ডিভিশন স্ট্রটো ফ্রিক হলের নিচে তখনই বগনা দিন ওয়াটারফল্টের ডিকেশন।

‘দুটো পল্লভক আর শুকনো জলি-পানাজ আছে আমার সাথে,’ কলম লাব্ধী।  
‘লিপ্যঙ্কুর কাছে আছে এক বাণ বেণা।’ আদ্রাই জানে কাজ হবে কিনা  
কল্লোলায়। নিজের হাতে বানায় হুতা, জে নাফি হাত নিম্পিশ করত বেহালায়  
করান জেনো।

“আজকের রাত্রেই মেয়ে মোক্ষম চাপ সবার পায়ে না,” বলল রানা।

কাজ, মিয়ানমারীক বেশ ভাল আচরণে একটা বোটে কাঁকড়া ধরেছে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল রানা। পিছনে ও নট্টন সিগারেট মসকিছিল, অপেক্ষাভাণ। রানা বোটে উঠতে এগুলাধরম থেকে বেরিয়ে এল মিয়ানমারীক, দাঁত বেরে মনে হাসল রানার উদ্দেশ্যে, 'সব হেঁচকি আছে,' বলল। 'তুমি বন্ধুজী সীটটি নিয়ে।'

'ॐ' गणेश नाम । 'ऐनो कुरु मां कुरु' ।

অপরাধ তিনজনকে বোটে উঠতে, মিছে গিয়ে এগিয়ে চালু করল মিথ্যেভাষি।  
বোটটা খালিই করে কঁপতে শুরু করলে, নারী কন্ঠস্বর মেঘের খেঁচ খেঁচ গিয়ে  
সকলকে মিলে উঠতে থাকে।

‘আমেরা দিকে নেমে পারে ইঁটের ‘আমরা’, ‘বলল বানা। ‘আমাদের হজরত।  
‘আজ্ঞাহুদা করে সন্ধ্যাবেলাতে পারে।’

নাক দিয়ে একটা শব্দ করল নিম্নোক্তাভিঃ: 'চিন্তা এটাকে নিয়ে। বেশি  
 বুড়িয়ে গেছে,' বলল সে। 'স্পষ্ট কাম,' আলোকনের কথা নিয়ে ধীরে ধীরে শোনা  
 সাধারণের নিকট পরিচালনা করছে বোটাটাকে।

শিখরে এসেই এগিয়ে এসে ককপিটি চড়ল। ওর মেনকল শরীরের ভেতর  
চকচক করছে খাঁদ খালের। 'করে করে বোঝা এনেছি,' বলল ও। 'স্বপ্ন, কখন  
মে মাসে ওঠে।'

১০০০টি নগরাল স্থান মাথা থেকে। 'বোম্বা-গমের' কাছেরও আছে, 'বনান'।  
 'কিটা' বানানক জাণে একটি মেরেছিল আমায় নিকৈ।

জোয়ান খুনে পুতল শিশুদের 'ফেটেলি টাট' কাঁচের কল তৈরি।

এর মিলে প্রিয়মহিমে চেয়ে মাথা বাঁকান বন্য। 'ফাটেনি আবান' বললি বাড়ি বনিয়ে নিয়েছে। ভোমার কুটির শিল্পে কোন ফকি-কুকি নেই হো। শুকনো কাজে নাগার মাঝেই সন্ধান আছে কিন্তু

‘‘খোদা, ইচ্ছাকৃত হেরেখা!’’ বলে ধনেন্দু আরেকবার লুপ্তাশা করতে গেল।

सूचक र्थी वाङ्मयानां चण्डि कथायाः सामान्य आधारेण विनिर्दिष्ट भवन् श्रवणम् ।  
विशालोपस्थितेन सप्तकुलस्य ईश्वरस्य अग्रतः पश्चित्तः दक्षः तदनुजः कञ्चन "हृदय  
गोपालः"

आजकाल के लोग दवाइयों को बिलकुल अनजान हैं। दवाइयों को बिलकुल अनजान हैं।  
 दिन में दो बार दवाइयों को लेना है, आधा घण्टा पहले लेना है। (आधा घण्टा)

[illegible][illegible]

হোমিওপ্যাথি একটি স্বাভাবিক কার্যকারী। সেভাবে ব্যবহার করলে, জ্বরটি একটী বসন্তজনিত রোগে পরিণত হবার ঝুঁকি থাকবে। এক্ষেত্রে খেতে খেতেই রোগের লক্ষণগুলি হ্রাস পাবে। অন্যভাবে বলা হলো : "স্বাভাবিক জ্বর, স্বাভাবিক পদ্ধতিতে চলে যায়।" এই আশ্বাসের সঙ্গেই বসন্তের লক্ষণগুলি হ্রাস পাবে। একটী হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের পরামর্শে চলুন।

द्वितीयः अथ लक्षणं विवेचनं कर्तव्यम् ।

‘एकमे निपात एकमि नृपति एकमे नन्दर सायतिर नृपति, एतन्मा एतासमा,  
काला मणि।’ ‘आदि अक्षरः’ ‘आदिन निपातमा अक्षरमि नृपति।’

অথচ জানাযে গুরে বাপারের মেয়েদের এক পাশে চলে গেল তাদের বেটি।  
বিদ্যাহোতঃ হাত কাটতে কোটে দিল গুইও। মদু আক্ষেপের শব্দ শুক হলো  
জিল।

ন্যায়। সত্যিই ছিল সত্য। লক্ষ লক্ষ মেয়েকে উঠবে, নতুন বোলচাইলটা  
কিছু ছিল। অন্যরা মতিতে না লক্ষ্যে অবশিষ্ট মেট্রিকিটক ছিল কাল্প। সে। সদস্যদের  
শিরে বন্ধন পূরন সত্যেরই বোম্বার্ডিং হলেটা শিল্পেরই হাতে চাননি কখন  
সিদ্ধান্ত।

‘শোনে,’ বলে কল কল। ‘বোনার শব্দ কানে যাওয়া মাত্র এতদিন ঘোঁট  
ছেবে। চৈতন্যচিহ্ন কথাত ভাঙে পারে আমানত।’

“य एताभ्यामेव आरुह्य कुरु ना,” इत्यत्र भिराद्वर्णितम् । “एताभ्या निजान्तरा  
शिवधनं प्राप्नुयान् ।”

ସାଥେ ମିଶ୍ରି ଶୁଣାଣେ ଶ୍ରବଣ କର । ବାବୀର ଖୋଜେ ସେବନେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦେଖନ  
କାହାଣୀରା ଶେଷେ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଗଢ଼େ ଶାନ୍ତି ବିଶାଳ ନର ପାଦରେନ ଡାକି,  
କଳାବୀର ଶ୍ରୀ ଶେଷେ ଶେଷେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ । ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ  
କାନ୍ତେ । ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ । ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତେ

‘দোহেওমেই তো হাঁটিছি,’ শাটী বকল স্পিরে। ‘তোমরা বুঝ জালাশ খাম্ব  
মান হতো এজিলাসহক। এক জালাস কামের সময় হাতের একটাও কাটবে না।’

‘एतद्गुरुर्देवतायां शरणं आधत्ता, कर्मणां व्रता । मन्त्रान् आचम्य आचम्य शिवे नमः ।  
‘एतद्गुरुर्देवतायां शरणं आधत्ता, कर्मणां व्रता । मन्त्रान् आचम्य आचम्य शिवे नमः ।

স্বাধীনতা

[illegible]



দুয়ারের ভিত্তির পাশে একটা চুড়াই। হঠাৎ করে সবুজের কাছাকাছি পৌঁছে গেল বরা। অবশেষে ফিট নিচ্ছে উপকূলে সঙ্গীনে দেউ আঘাতে পড়বে আকিরাম।

“आमाना अदानी, अदानी दुनई आदानी,” सफल गाथा।

খাদ্য বাসনীর সঙ্গে প্রকৃতির একটি কাঠের কোবলি ঘেঁষে পড়ল শুনেও, একটি লম্বা কংক্রিটের সোটা, এবং সোয়ারের রক্ত বসানো কংক্রিটের সেখানে সোয়ার করা হুঁড়ি বিশাল মোটা পোটা। কোবলির মুঠো জালালা দিগে বেরিয়ে এসেছে মুঠো উজ্জল আলোর মেঝে, নকশাটি আঁখবোলা, ভাব ফলে সাগরের ইকোয় পানিতে ভেঙেছে তেরদা আনো পড়েছে।

শীতের নিচে হোম রোম লাঠিরে লুইস ব্রা। 'কোন্না খেব কবো,' অবশেষে কলর বানা, 'প্রত্যেক বুটী করে দাও।' বাস্তবসৌ স্বাক্ষর লিখ্যন্তের কাছে। আশে ফেব্রুয়ারি প্রত্যেকের করব আমরা। তারপর খোপ বুটে কোপ মারব যেটিভোর ওপর। সব কটা প্রভাব করে নিজে হবে।

শিলাজ্ঞান নামের মূল শব্দ দুটো লোম্বা হতে কল্প। সমান হাড় চলে এল।  
একদমো। নুই ইচ্ছা পাউলের ছোট ছোট টুকরা মিলে উঠে কলা বাজছে  
লোম্বাডমো। শিলাজ্ঞান লব্ধকে কালের আল-বুজির না দয়া পথি অদলনা কল্প  
কানা, আকশর কল্প, শাখী আর আমি কেউনিও সমান। ছুমি, শিলাজ্ঞান, নিচে  
বোটিজনের কাছ চলে যাও। নটন, ছুমি খাটনা এখান, কানোদের মিলন লেখনা  
লেন্দু এখান।

निम्नलिखित आठ भागों में से एक विभाग का चयन करें।

‘আ শিল্পদেব শিল্পদেবী চন্দ্রাবদে’, মুচকি দেহে কলম বালা।

माथा कोशिक पिपासु । 'शा.' काल, 'शाग निजः' वाक्य कदाच ।

होगा। यही बातें हमें हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने में मदद करती हैं। (डॉ. अरुण कुमार, २०१०)

51

বীকে নুহে বা কোয়ে, বাস কোয়ে শিরনে নেমে য়েত না পলি রান অর  
 ন্যাহী। তুমি বাতে যাও, আমি ডানে আছি। মনে রেখো একাত্ত প্রত্যক্ষন হাজ  
 কোন গোলাগুলি না।

साधना कोटि: विज्ञान प्रयोग प्रणाली। 'अज्ञानमय प्रणाली'।

অর্ধেকখানি হাত নামায় পর ত্রেক কখন দাঁড়াবে। এখান থেকে বেরিয়ে  
থেকে বেরিয়ে এসে পেয়াল ঘেঁষে যেতে চলেছে।

‘सत्यं वाचं तपश्च विदुः’ इति वाचं, विदुः अथ कस्य वाचं ?

সেখানেও ওপর একই উঠে দাঁড়িয়েছে তখন, বৃষ্টি পড়ছিল তখন একমুঠে চেঁচিয়ে বয়েছে লাগছে পিঠে। বজ্রের নামের নাম আবার বজ্র। যেখানে আঁহ বজ্র। বজ্রের বজ্রের নাম আঁহ। যেখানে নামের নামের বজ্রের নামের

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে, এই শিল্প খুব দ্রুত বর্ধিত হতে শুরু করে। ১৯৭৪ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। এরপর ১৯৭৬ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' এবং ১৯৭৮ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৮০ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৮২ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৮৪ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৮৬ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৮৮ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৯০ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৯২ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৯৪ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৯৬ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ১৯৯৮ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০০০ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০০২ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০০৪ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০০৬ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০০৮ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০১০ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০১২ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০১৪ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০১৬ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০১৮ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়। ২০২০ সালে 'স্বপ্নের রাজ্য' মুক্তি পায়।

निम्नलिखित व्याख्याएं साधन ३३, ३४ और ३५ के साथ एक साथ दिए गए हैं। इनमें से एक को चुनिए।  
 ३३. निम्नलिखित व्याख्याएं साधन ३३, ३४ और ३५ के साथ एक साथ दिए गए हैं। इनमें से एक को चुनिए।  
 ३४. निम्नलिखित व्याख्याएं साधन ३३, ३४ और ३५ के साथ एक साथ दिए गए हैं। इनमें से एक को चुनिए।  
 ३५. निम्नलिखित व्याख्याएं साधन ३३, ३४ और ३५ के साथ एक साथ दिए गए हैं। इनमें से एक को चुनिए।

କାହାଣୀ ଚମତ ନିଆଁ ଥିବା ଚାହିଦା ଯୁକ୍ତି, ବାସନା ଉପରେ ଖେଳିବା କାହାଣୀ ମାୟାମୟ ଲାଗି କରେ । "କାହାଣୀ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେ ନା," ବରଂ ଏକ ବିଚିତ୍ରତା ସାମ୍ପଲ୍ଲୀ ଡାକ ଯାଏ ।

[illegible]

সিলুয়েটে এখানে বসে। শেটলের ইয়াকব নুটো ড্রাম দেখতে পেতে বাগটি মারল ওরফোব্রা পোহলে। এবার দেখে কেবল থেকে একটি মেশিন-গান সক্রিয় হলো। সেইকালে ক্রমাগত আগুন ফাটা লক্ষ্যেও ফেরছিল বলে ভাবে। ড্রামে সঠিক লক্ষ্যেও কুলেট, আর শেটলের কড়া পক্ষী বলে মিল অস্ত্রও একটি, কয়েকো নুটো ড্রামই খারাপ হয়েছিল।

ই-জিওগ্রাফি করে অধিগ্রহণ করে চলেছে মেশিন-গাম। কুলেটের শিলাবৃষ্টি থেকে উঠেছে মাটির শব্দ। মিশিয়ে, কলিরে মূখ তুলে গড়ে পড়ল রান্না, আশা। করছে এই বুঝি তবু কুলেট মজান করতে হলো। শব্দগুলো হাত ভরে বোমা নুটে বের করল শু। এতটুকুে কালো বড়ন কুটোফলী করে, ভ্রামের উপর দিয়ে ছুড়ে মিলে কেবলমাত্র উল্লেখ। কিলে যেন বাড়ি থেকে মাটির পড়ল শুটি। রান্না আশা করছে এখনি ফাটবে।

কিন্তু নিম্নোক্তজন ব্যক্তি ইতিহাস পড়িয়াই ইতোশ কল্পনা থাকে :

মেশিন-গার্মের লম্ব খেঁচেছে ইতোমধ্যে, এতক্ষণের টানা জলিবাগানের পর লীরনভট্টর অসহ্য ঠেকছে কান। হানাভি নিয়ে ড্রাবেন কিনারে গলে উঠি মারল বানো সাবধানে। ফেব্রিনের বাতি মিডিয়ে মজা। বঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। পকেট হাতড়ে ডিট্রী পটকাটা বের করে। মরচা লম্বা করে ছুঁড়ে মারল বানো। বর হাতটা পুরো উঠেই প্রাণ ঘিরে পেল মেশিন-গার্মটা, এক চকিতে পিছিয়ে গেল বানো।

সন্ধ্যায় গিয়ে আঘাত ঘটনায় শক্তিকণী এবং মুহূর্তে চোখ বোধানো আঘাত।  
কোটের গেল অঙ্কুর, তারপর কানে আলা লাগানো বিকট শব্দ। হাঁটের নিকট,  
জঠর সর্বশেষ ধাক্কা এবং নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে কাঁতরাসে শিশু তরুণী। হিংস্রাচারের  
প্রচণ্ডতা বাধা জীবিতের মৃত্যুরিক ক্রমে, সেই শিশু রান্না। পড়ে যাওয়া বোম্বার্ড  
এক—শিশুকে একইর মত বিচার দিল অসুখি, অল্প হয়ে গেছে প্রতিশোধের  
বৈধিক-গমন। দুঃখের প্রকাশ আছে আঘাতের উল্লি মারার কথা, সেখানে কোন  
পরামর্শ। একজনীর কথা ফেনে জীবিতের কুলমে। অস্বাভাবিক পরামর্শ। এখন  
মৃত্যুগমনের ধীরে



আর পানিশ করা নয়, একটা গোড়াকার। ও চোরে বয়েছে, একমুখ কেবিনের  
পেছনদিকে আরও দুটো ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটল। অতীত ন্যাস্ত।

ড্রামের মাথায় সম্পন্নটাকে তৈরিতে, কেবিন লক্ষ্য করে দীর্ঘ চলিবশী করল  
রানা এবং সাঁচ করে আবার মাথা নামাল। প্রাথমিক কেবিনটা থেকে মেশিন  
গানের পাল্টা বিকিরণ জ্বালান এল। রানা এগার গুলিগোলা হসি খসে ড্রামের এক  
পাশ থেকে ছাড়া করল। এরপর কেন কে জানে হঠাৎ করে সুন্দরান হয়ে গেল  
চরমিক।

চোখ বুজে এক বালক চাইতে, শিখরকে ঢাল বেয়ে তল করে নেমে  
আলতে নৈকল রানা, এক হাতে বুক চেপে ধরে আছে। নিয়ে যে নামছে একমুখ  
খোলাসেই হয়ে পড়েছে তার কল, কিন্তু ওর মুখে বিজয়ীর হাসিটা কতলাল  
পরিমার দেখতে পাচ্ছে রানা। কিন্তু দুখ্যা, ধরা পড়ে গেছে ও, একটা  
অটোমেটিক হাইফেল গুলিতে লেগেছে গর কামেশ। মধ্য রাতা রাক্ষ শিখরে,  
শাটের ওতের হাত উপরে একটা বোমা বের করে 'আলল, বুকে মিল কেবিন লক্ষ্য  
করে। রোমাটিকে পানির মতন উড়াল দিতে সেখে মুহুর্তে আলি মামুন রানা  
বালির মামুন পরিণত হলো। রোমাটা কতই মাথায় পড়বে একমুখ একটা বিদ্যু  
অনুভূতি হামিল ওর। ফাঙ্কেই বালির বুক দেখে না মিশিয়ে আর উপায় কি?

রোমাটা কেবিনে আঘাত হেনে বিস্ফোরিত হলো বিকট শব্দে, দুনিয়াটা গেল  
কানের কাছে ছিড়ে-ফেটে ছোঁচির হয়ে গেল। নকলক করে আকাশ বাড়িয়ে তুলল  
মীষ একটা অগ্নিশিখা এবং মাউ মাউ আগুন ধরে গেল কেবিনটার ছাদে। এই  
লীকে দ্রুত নেমে এল শিখরে ঢাল বেয়ে প্রতিপক্ষের অনোযোগ না করেই। নিউ  
হয়ে, কেবিনের পাশ নিয়ে শিখরীরের মতন সৌড়ে এসে, কোণ নিল ড্রামের  
পেছনে রানার সঙ্গে।

'খোদা।' উজ্জ্বলিত করে বলল--'কেল সেখিয়ে নিয়োছে পলিগোলো। ইম্মত  
রোখেছে আমার।' অতীত, এমন রাত যদি লক্ষ্যের আসত।

'সাবধান।' বলল রানা। 'এমন রাত না এসেও ওরা কিন্তু ঠিকই বেরিয়ে  
আসবে।'

'ডাই তো চাই,' উৎসাহ ধরে না শিখরে। 'আরেকটু মকশা করা থাকে  
হাত।'

মুচকি হেসে রানা মাথা নোঁকাল।

খোদা মরজা লক্ষ্য করে নিজেসব কল শিখরে এবারের রোমাটা। দুইজনে  
ড্রামের পেছনে ওটিগুটি মেয়ে বসে থাকলে কি হবে, বিস্ফোরণের ভয়ানকতার  
জের তাদের ওপর দিয়েও গেল পানিশটা।

মহুর্ত পরে কায় ঘেন প্রাণীলিঙ্গার শোনা গেল। 'মাফ চাই। আমি ধরা  
শিখি।' আর সোজা সোজা মাঝি, সোফাই খোদাখোদ।

এক বুল লুলু না পলি। হাত বুতে বোঝিয়ে কল।

জলন্ত কেবিনটা থেকে নিগড়ে উলছে কেবিনে এল এক সোজ। মুখ আর  
মুখার হল কেবিনের ছাদে উড়ল বীষ কোণ, পলিগোলা সল্য পলিগোলা সল্য  
চোপড়ের। অগ্নিশিখার সম্পন্ন আরও মাঝির থেকে মূলত লোকটী—ওয়েন

রানালী। ড্রামের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে রানা, মুখে হাসি ধরে না।

সৌভাগ্যে সৌভাগ্যে এল একমুখ জাতি, ওর মত মুখটা শুকনো না করেই  
উজ্জ্বল। 'বালিগোলো কই?' প্রশ্ন করল ও।

'মাফা শেহে,' কই এই বুল বেবাল সৌভাগ্য লোকটার গলা নিচে। 'আমাকে  
লুকা না, মিস্টার, সোফাই খোদাখোদ।'

ওর থিগে শাটের কলারের কাছটা ধরা কেটে বলল রানা। 'কেন, নাকড়া  
বাল্য হলে পাশ হবে কই? নাকি নতুন শাটটা ময়লা হয়ে যায়ে?'

রানাকে চিনতে পেলে হাঁটু ছেঁড়ে পিল ওয়েন। 'ওরে ধাপ রে, আর মেজা  
না।' করল নাকড়া কই ওর।

'ভেতরে তার কে কে আছে?' বাবা গলায় জ্বালান চাইল রানা। 'অ্যা, ওও,  
ময়লা, চিল করে খোকা না।'

কাপড়ে কাপড়ে চলে লাড়ান ওয়েন। 'আর কেউ নেই। সবাই মাথা  
পড়বে।'

হুটতে হুটতে এল মটন। ওর হাতে অস্ত্রকে বুঝিতে মিল রানা। 'ওর  
লোভান কল।' ইম্মত, যেন কোন অস্ত্র না হয়। অীশা শব্দ পেয়েছে বোচ্চা।

'ডাই।' বুল মূম করে এক হুনিতে ওয়েনের পলিগে মিল মটন। তারপর  
আগের শাটের সঙ্গে পলিগে মিলে ময়লাবার পা রানাল লোকটার পরায় লক্ষ্য  
করে।

কলি। কলি মেজা না। ওর সাথে কথা আছে আমার,' বলল রানা।

'আমার ওপর ছেড়ে দাঁও,' বলল মটন। 'যখন মরজার, দেখবে কথা বলার  
জানো বোঝি হয়ে বসে আছে।' লালি কলতে লালি ও।

জানতেই ছেড়ে মেয়ালের ওমিকে কোটিগোলার কাছে চলে এল রানা। শিখরে  
মির্দানের অপেক্ষায় ছিল।

'একটা বালে বালিগোলো ছুঁয়ার করে মাও,' বলল রানা। 'বোচ্চা হুড়ে বীষ  
ফুট পিগে বিখাভোজিয়ার সঙ্গে যোগ দেবে আমার।' হাতে হাতের কইটা বাঁচবে।

ওয়েনের কাছে মিলে এল ও, লোকটা তখন অতিকষ্টে নিজেসব মাকড় কারুর  
কাকুতি মিলিত করে ওয়েনে নটনের কাছে। নলিগে য়েতে বলল রানা শিখরেকে  
সাহায্য করতে। 'কি একটী হলে তোমাদের আগেই সাবধান করিনি? এ তো  
সবে শুরু, উইমাল্ডা কই? জলনি বোমো, পাম, স্যা থো নটনকে ডাকছি।'

'ও এখানে কখনও আগে না,' কাকিয়ে উঠল ওয়েন। 'বিদ্বান কলো, ও  
কোথায় আছে আমি জানি না।'

মীও পেছান রানা। 'আম্মা, সেগ যায়ে।'

একটু পর নিজেসব হাটের চকট করে বুলল বোমো বিস্ফোরণের ভয়ানক জল  
একিগেলে ওয়েন মল লালল মীষ আশায়ে উলল লুলুটি পলিগে।

'ওলো, নাকড়া বাবা,' বলল রানা। 'উইমাল্ডা একটু বেবু করিয়ে আনি।'  
সম্পন্নদের নলের ওটোর অস্ত্রকে লালল উলল মিল ও। ওলো এমনই  
কাকুতি পে পাড়িয়ে দা। 'আম্মা না আম্মা,' অললললল ও জল মূর্ত।

'আমি বাঁচতে চাই, মিস্টার, আমি বাঁচতে চাই।'



অন্যরা দেখতে চড়ে প্রতীক্ষা করছিল রানার জন্যে।  
 প্রায় বোটে চাপতে এগিয়ে সীট নিল লারী। 'ওহ, এত সুখের রাত আমার  
 হীরক আর আসেনি। ভাবতেও পারিনি জাদ নিয়ে ফেরত যেতে পারব।'  
 'হোয়াস অংশে জানুক না তারপর মজা আরও জমবে।' মজা করল রানা।  
 'না, না, না। এদের চমকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করব। এখন হোয়াস কোনে মাঝে  
 থামবে কোন পদের মানব, কাজেই নাকি কিছু আর হত সহজ হবে না।'  
 বাঁপটিকে চমকানোর পরে মিয়াডোভিকে সফর দিল ওরা, এবং সে তার  
 বোট ডান্ড করে হারবারের দিক বাইরের দিকে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। সবাই তবু  
 মিয়াডোভিচের বোট চড়ল, নটন টাইমে হিটলে মিয়া টেল অ্যানকে তার হাত।  
 সবার শেষে বোট ড্যাগ করল স্পিডে এবং তার আগে, তরুরেলা বুনে দিয়ে  
 চুকিয়ে দিল বোটটিকে।  
 খোলা সাগরের উদ্দেশে বোট চালাতে শুরু করল খটনা জানায়ে চাইম  
 মিয়াডোভিচ। 'দী শম রে বাপ,' কঠে উত্তেজনা ভরা। 'খুয়ো গ্রামটি কেঁপে  
 উঠেছিল ক্রমিক প্লার মতন। খটনা আশঙ্ক করত পেয়েছে গ্রামবাসী, কিন্তু মজা  
 নটনে হারবার সাহস করে উঠতে পারেনি।'  
 সফরপে একে গোটা ঘটনা জানানো হলো।  
 'এই পাখটিকে নিয়ে এসো, নটন,' একটি পক্ষ বলল রানা। 'তবু সাথে কথা  
 বল।'

প্রায় নাটকীয় মাচের সেন নটন।  
 আলোয় উজ্জ্বলিত ঘোড়ী কেরিনটায় আনা হলো ওয়েলকে। পথচারী করে  
 কাপড়ে সে, মুখখানা করল করে চেয়ে আছে রানার দিকে।  
 'তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি, মাদা আমার,' বলল রানা। 'কিচকে চাইলে  
 কথা শুও। উইনাডাও কোমায় শব্দ।'  
 মাথা দোলালে ওয়েল। 'আমি জানি না,' বিড়বিড় করে বলল। 'কময় কোয়  
 লজি জানি না।'  
 নটনের দিকে চাইল রানা। 'কোয়াল জানে না,' বলল।  
 মুম করে একটা মুলি বড়ল ওয়েলকে নাকে। নটনের হাতটা শুলে ছলে  
 উঠতে জম্পট একটা শব্দ হয়েছিল, হারবার পছন্দ হলে বেল ওয়েলকে সুখের  
 ওপর।

'উইনাডা কই' নিম্পরে, শীতল রক্ত রানার।  
 কোপালে ওয়েল, আঙুল দি বো। 'ওকে আমার হাতে ফেঁকে লাগে,  
 বলল রানা। 'কোটির ভেতর প্রায় ওয়ে পিঙ্কটা এক টান বের করে আনল।  
 ওয়েলকে কাছে হেঁটে নিয়ে ওকে পড়ল মোফটার ওপর। 'ওটা' রক্ত বার  
 বলল। 'তুমে মারব মোফটার ওপর।'  
 পিঙ্কটায় ওয়েল আঙুলে মোফটার ওপর ওয়েলকে ওয়েল, ওয়েল দিল,  
 আঙুলে মোফটার ওয়েল, ওয়েলকে হিটল মোফটার ওয়েল।  
 ওয়েল দিল ওয়েলকে কিছু রক্ত ওয়েল রানা। 'কি,' ও ওয়েল হিটল  
 মোফটার ওয়েল।

মেয়ালে মাথা রাখল ওয়েল। চাপট করে ওয়েল রক্ত পড়ে চলেছে নাক  
 নিয়ে এবং মোফ তার একপক্ষের ওয়েল ও পিঙ্কটের দিক থেকে সরেনি। 'টাইসন  
 কোন করেছিল ওকে,' ফিফিস করে ওয়েল।

'টাইসন'

'হ্যাঁ'

দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল রানা। 'তুমি জানলে কি করে।'

আঙুল ইতোমধ্যে পুরোপুরি গাস করেছে ওয়েলকে, তীতি ওকে ঠেলে  
 নিয়েছে হিটলি ওয়েল, নিশ্বাস মুখের ওয়েল হাতে। কথা ওয়েল ও অ্যানকে ক্রান্তির  
 সঙ্গে, 'তোমরা এখন এসে আমি ওয়েল বাইরে থাকিলাম। উইনাডা কোন করে  
 ওয়েলকে, নলে টাইসন ওকে কোনে জানিয়ে নিয়েছে হিটলি মোফটার ওয়েল  
 কোমায় নুকিয়ে আছে। ওয়েলকে ওকে উইনাডা, এবং ওয়েল টেলের ওয়েল  
 মাকি মোফটার ওয়েল।

নটন হয়ে কেবলের মজা লুক করে ছুটল রানা। 'মিয়াডোভিচের উদ্দেশে  
 হাক ছাড়ল, স্পিডে হাডাও। খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আমাদের।'

'এটা' মুখোনে ক্রাবে না। বেশি চাপ নিলে ওয়েল মাঝে, বলল  
 মিয়াডোভিচ।

'জানিও হবে,' বলল রানা। 'আরও স্পিড চাই আমি।'

দী ওয়েল হারবারে বোটটা নাক ছোকাতে রানা বলল, 'নটন, তুমি সেন্সরের  
 কাছে একে নিয়ে যাও। আমি কিছু না জানানো পর্যন্ত যেন নুকিয়ে বাঁধে, পরে  
 সবার মত পুলিশের হাতে তুলে দেব।'

'কি মরকার,' বলল উইল নটন। 'নাথার এক বাড়ি যেতে পারিবে চুকিয়ে  
 মিলে বডি কি?'

দল করে ওয়েল উইল রানার নু মোফ। 'আ বললাম তো।'

বোট থেকে নেমে এসে একটা জলি মতন তৈরি কাল ওরা। হারবার ভেতর  
 পার্ক করে রাধা সেভানটা এসময় হঠাৎ চোখে পড়ল রানার। 'ওয়ে  
 পড়ে—নাথান' চিককার করে উঠেই নিজেকে বিশিয়ে দিল মাটিতে।

চক্কা জানালাটা থেকে ওয়েল ওয়েল হলে ক্রমিক। পিঙ্কট বের করে  
 তিনবার হিট করল রানা। ওয়েল ছাড়া আর সবাই ওয়ে পড়েছে, মোফটার  
 লোকটা রানার নির্দেশ মানবে কি, সে বাহ্যত নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খুঁয়ে  
 বসেছে। এক বাক বুসেট ওর বুটটা ধাক্কা করে মিতে ওয়েলকে ওয়েল মতন  
 নিশ্বাসে ওয়েল পড়ল।

নিম্নতর অংশের উইল ওয়েল, পাখিটার দিকে কিছুটা দৌড়ে নিয়ে নিশ্বাস  
 করল সেল মোফটার ওয়েল। মোফটার ওয়েল ওয়েল মতে ওয়েল ওয়েল সেল  
 ওয়েল ওয়েল এবং হারবার ওয়েল ওয়েল মতে। মোফটার ওয়েল মোফটার, বিকটি শব্দ  
 তুমে একপক্ষের ওয়েল ওয়েল দিল পাখিটারে।

উইল ওয়েল উইল নিশ্বাস রানা, উইল ওয়েল উইল ওয়েল, উইল ওয়েল ওয়েল  
 মোফটে গিয়ে উইল, ওয়েল ওয়েল ওয়েল ওয়েল ওয়েল। হামা মিতে সেটিয়ে ওয়েল  
 শ্যামলের পাঁচ



বিন্দুতে লোক কবিরামে আছিল দেখে। একজন তার সম্প্রদায় ভগ্নদ্বারের মত  
 কাটছে। দিগন্তব্যাপী ফলে প্রচলিত প্রত্যয়ে। সম্প্রদায়বিরোধে সত্য করে  
 বলি কখন জানা, আশ্রমে আসি দেখে মন খুঁজে পাল লোকটি। অক্ষয় প্রদে  
 পুটে এক নারী, প্রতিশ্রুতি একজনের চপে চড়াই হলো, তারক নির্ভে গড়িত  
 খেলে, অশ্রুতে সেজেছে লিঙ্গলব্ধ বৈষ্ণব সাধন।

‘‘তিনি মস্তুর লোকটো শরীফ মুন্সেফ একপাশে সবে গিছে পকেট হুয়াং খেচু কলি  
কল্যা কল্যাংকে, তান গাঠিনর নাক বরাবর কখন হাতের ধারা মুচুটেই খোয়ালত গরল  
নাও । বামি তমের নিচু খেচু লোকটার মূণা নকিরা দিল তানা, এগা পিছল ধরা  
কল্যাংগা ওপা পুয়া পতীরের কব নিরে মৌতান । পিছনের হাঁটুটিকে হাতের পদার  
ঘতন চালিয়ে অজান করে ছাড়ল লোকটাকে, বামা নিচে হতে না হতে  
খোয়ালকা গাঠি তেওঁত এল মোত হয়ে । আবার গুলিগুই’’

আজকের দিনে বড়ো ওড়ানো সেন্সাশ্যনালি পোষাকের জিনিস। শারীরিক  
আবেগ বৃদ্ধি করে দেয় এবং শরীরকে স্বাভাবিক মনে রাখায় সাহায্য করে। শারীরিক  
আবেগ বৃদ্ধি করে দেয় এবং শরীরকে স্বাভাবিক মনে রাখায় সাহায্য করে। শারীরিক  
আবেগ বৃদ্ধি করে দেয় এবং শরীরকে স্বাভাবিক মনে রাখায় সাহায্য করে।

ଏକାଧାରୀର ଆକାଶ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ିଆଳେ ଲମ୍ବା କରେ ତାହାହିଁ ତୁମି କଥା ଦ୍ରାଘ।  
 ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚିତ୍ତ ଧରି ଯେହାଳ କାହା କାହା ଶାଢ଼ି ଆସେ ଦେହାଳ ଜାଣେ । ନୂତନ ଓ  
 ମିଶ୍ରାତାଦିଷ୍ଟ ସ୍ବାଦେ ମିଳେ ଯେହେ, ବାଣୀ ବାଳାରେ ଦେଖନ, ଲମ୍ବାଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଡିଫେରେନ୍ସ  
 ମିଶ୍ରାତାଦିଷ୍ଟ ଶାଢ଼ି । ବଳୁଦେବ ଶୁଭାଶିଷ୍ଟ ଆଉ ବୋଧାହେଲେ ଆଶିଷ୍ଟ ଲମ୍ବା  
 ହେଉ ଡିଫେରେନ୍ସ ଦେଖ ବାଞ୍ଛା ।

এদিকে নতুন লোক মসজিদ, ডাকনা বাসা। লম্বা ও মধ্যমোচ্চের কবান থেকে আকাশে কুহেলি পড়বে শুভমেন্ত সঙ্গে, সংস্কার ঘন বেশিই হোক না কেন করা। বাসা ফিল্ডে হাইডে বাহুল্যটায়। তবু তবুই মইল ও; একা কলিঙ্গা লাড়িটাকে এর আদর লম্বা অত কাছাকাছি নাকলিয়ে রেখে, কলিঙ্গ লিপিটা এনে কাছের আলি-পাখিটায় ঢুক গড়ল সট করে।

মূত্রের পুষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, এটা রান্না বা পুষ্টিগত শব্দটাকে একত্রে  
কিছু আরেকটি গণিতীয় গণন। পুষ্টিগত শব্দ একে একে পুষ্টিগত আলাপের সময় করে  
এক।

স্বাধীনতা সঙ্গীত রচয়িতা সত্যজিৎ রায়ের 'স্বাধীনতা সঙ্গীত' গানের কথাগুলি  
 'স্বাধীনতা সঙ্গীত' গানের কথাগুলি 'স্বাধীনতা সঙ্গীত' গানের কথাগুলি 'স্বাধীনতা সঙ্গীত' গানের কথাগুলি

प्राईमर विचार विमर्श - कौन प्रथम विचार प्रदान किए बिना ही दूसरे को प्रेरित करता है। अर्थात् प्रथम विचार प्रदान करने वाला व्यक्ति प्राईमर विचार प्रदान करता है।

‘एषः शिखरः’ इत्येतत् शिखरं शिखरं नाम्नात्वात्।

आमनामा निदा भाषा दुनै कदम अघु पोजेमा पुगिदैन । एकापसमा छैन

উত্তরোত্তর শিষ্টাচার নিবৃত্তি দেখা দেয়।

[illegible]

‘‘ହୁଆଁନ ଦଶମ ପୁଅ ଏକ ବିରାଟ ବାଲ୍ୟ ଓମ୍ବର ନାମ ଫେଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଗଢ଼ିତ,  
ଦାବୀର ଏକ ନିକଟ ଶବ୍ଦର ଏକ। ଯେହେତୁ ଏହାର ‘ଫ’ ‘ଆମି କି ମିଟର ଏକ  
ଫୁଲ’

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

এক নম্বর ডলার খরির মিলি রানা। 'কুলে না, জিহবে জোরমের বোকা  
হানিলেব' এটা একটা কান্দো।' বলে, বাজিত 'ইন্ডেশন এপাল ৩।' কেকটা  
পুকেটে হুয়ে সমর মল্লার মোটে মিলি রানা। খটা বলে যেতে পা বাবল হেতরে

স্বাধীনতা সংগ্রামের কার্যক্রমে গড়ে উঠেছে সিইসন, কালচে গড়ের জোখটি একটি ছোপা ইতিহাসের এক মাথাটাকে ধরে। ইতিহাসের নতুন ছোপাগুলো আখ্যায়িকা, রানার মতো ছোপা গুলোই নতুন মূর্তি। মুখটি ছোপাগুলোই। ইতিহাসের নতুন মূর্তি। ইতিহাসের নতুন মূর্তি। ইতিহাসের নতুন মূর্তি।

মুষ্টিভিন্ন করে চেয়ে রইল রানা। ইতিকার্তব্য ভেবে উঠতে পারেনা না ও  
প্রাথমিকভাবে। টাইলস যে এ দুনিয়ার নানা কাটিয়েছে এতে অবশ্য কোন  
সন্দেহ নেই। কিন্তুটা কেব করে ধীর শাসে তলে দিয়ে ঢুকল রানা। জান পেতে  
কিছুক্ষণ নীড়িয়ে খোলে, তারপর বেতনরুমে প্রবেশ করল। ছোট্ট টান চেয়ারটায়  
বসে উইনস্টন, মুখের চেহারায়া হতভক্তি অতিথি। নুন বেগো নেমে শাটের  
কমান্ডের কাছে এসে জমাট বোধেছে আদিকটা বক্ত। চোখের মুষ্টি নিশ্চলক প্র  
হিল।

কামত্যাগ চাক্ষুসে দৃষ্টি কুলল জানা। কি বড়োই বুকতে বোণ পেতে যেনো না। সন্তোষের মিত্র মুখ করে বসে ছিল উইনাশ। স্মৃতির কথা কবছিল ও মীতির সঙ্গ। এলম্বা করে প্রবেশ করে উইনাশ। ছেলে এমন কেউ একজন। মুখ তুলে নিশ্বাসই ডাকিয়েছে উইনাশ। মেয়েকে কে মোকজি, খানডারানি, মল্লিকুণ্ড, এরা সেই সন্ধ্যায় সব কল্যাণী করে নিচ্ছে হৃদয়টি।

१३ काज शिव मासेने भुज्ये येवलेलें असो । येका वाक्याभास, किन्तु ज्ञाना-  
नानिशी विलास काज पण्डित ।

যদিও এই প্রকারে প্রত্যেক প্রজাতির পক্ষীই জীবিত থাকে, কিন্তু প্রত্যেক প্রজাতির পক্ষীই জীবিত থাকে।

संस्कृत-भाषा



পড়ল কিছরের ভেতর, পিছল নাক বরাবর তাক করে ধরে।

একটা কিছুটা চেয়ারের ব্যাকরেসী ঝাঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে টেলর। এক হাতে একটা নাক বোঁটা 'অটোমেটিক', কিন্তু বানাকে চিন্তিত খান্নামার হাতটা একপাশে এনে পড়ল মরা মানুষের মতন কুঁকড়ে শায়ল।

টেলরের খেঁচামা গল্প শেষে ও যে নারাজক আইত কুঁকড়ে বাকি বইল না জানায়।

'সব কথা শেষই হয়েছে' আর কয়েক কাল টেলর। ও চেয়ারটিও পাশ দিয়ে এদিকে আসার চেষ্টা করতে বানা তুচ্ছ এগিয়ে গেল সাহায্য করতে। 'তুয়ো না খান্নামা', জরাজীর্ণ গলার কলস টেলর। জানা এক পা পিছু হটে লোকটাকে কক্ষের দরজা দিয়ে বসতে দেখল। কক্ষের দরজা খোল মারা মুখ মেয়ে ভিত্তে গেছে ওর।

'তুমি পায়ে হঠকে বসো', বলল জানা। 'আমি ডাক্তার ডাকছি।'

'মাথা হেলান দূর করছি', টেলর। 'কথা আছে', হতভম্ব করে বলল ও। 'কোন ডাক্তার আমাকে নতুন অস্ত্রেরটা পেট ঘানিয়ে দিতে পারবে না।' ঘিরে ধীরে সামনে মুঁকে পড়ল ও, দু'হাত নিয়ে আত্মআত্মজাবে লেহের নিচের অংশ চাপ দিয়ে ধরেছে।

'কি হয়েছিল?'

'উইনস্ট্রাকে গুলি করেছিলাম আমি, আর-ওই টাইসন দুটোটা আমাকে চেয়েছে। ভেবেছিলাম একে বিধান করা যায়। এক গুলি করার আগেই পাটমি খুলেট বৈধি দিয়ে দিয়েছে। তবে সাব্বা এটাই, একে বেরের করছি।'

'উইনস্ট্রাকে খুন করার খোঁজ কেন?'

মেয়ের দিকে ঘোলাটে নরী নিব্বল টেলর। কথা যখন বলা কষ্টময় লক্ষম মেটা আর ফলসে। 'ওরা প্রতিবেদ খুন করেছে। তাই শোখবোখ করে মিনা। মোহাম্মদ ও খতম করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কপালে নেই।'

'আমাকে টাই মোহাম্মদ অপরাধে প্রতিবেদ মেয়েকে জা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু উইনস্ট্রা সবসময়ই প্রতিবেদ জানা থেকে সন্ন্যাসে চেয়েছে। অনেক বেশি জানার মেয়েটা। ও আর আমি, আনুজা দু'জনেই। হেডমাস্টার সম্পর্কের জানাও আমায়। সব কিছুই মনে হচ্ছে সীটা। ও আর ওর যারাদী প্রেমিক।'

'আমারাদ?'

'হ্যাঁ, যাকে ওরা গুলি করেছিল আমায়' বলল সে।

'তুমি জানতে নে কথা?'

চোখ কুঁকল টেলর। আরও পিছু করে হাতড়াপা দিল হাতে। এই ক্ষমতাটা ওরা মোক সামনে রাখলি। 'আমায়' বলল সে। 'কোনমত ওর কপালে ওকে কল করছে সে নিব্বলে। হ্যাঁ, ওটা বর দুনিয়ায় ওর গল দিতে, 'হ্যাঁ, ওরদেই। উইনস্ট্রা আমায়' কথা ফেরে ফেরে। হ্যাঁ, শোখল ভ্রম করছিল ওর সাথে। উইনস্ট্রা হ্যাঁ, ওকে জিট ইকবে কেউতে দিতে ওকে মোহাম্মদ তখন আমায়' বলল। মোহাম্মদের ডাকবি কল ও। উইনস্ট্রা সাথে ডাকল মোহাম্মদের

জানোই তো। উইনস্ট্রা সন্দেহ করে আমায়' সাথে সীটার সম্পর্কের কথাটা। ও মোহাম্মদ জানাতে সে দু'জন লোক পাঠান ওনের ওপর চোখ রাখতে। ওদের দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলো ওরা, খুন করে আমায়'কে। হাতামার অফিসে লুপ্টি পাঠান করার কলস করে উইনস্ট্রা।

'কেন, আমায়' অফিস কেন?' তার দাঁড়িয়ে বানা, খরটা মাখায় খাই মারতে জিজ্ঞাস করল।

মাথা হেলান টেলর। 'জানি না।' গভীর কোন উদ্দেশ্য ছিল ওর। 'কি হাতে এনেছে কথা বলার পলি, প্রতিটা পলি পলি করে উচ্চারণ করতে ব্যথা সহ্যেত হলে, অসহ্যে চাইতে যিশ্ব পারমাল।' নিউ ইয়র্কে বহুসময় কোন ব্যাপার ঘটেছিল। 'জাও ফলে সমস্তটা ওর।' দ্রুত নিঃশ্বাস হয়ে আসছে জীবনীশক্তি জেলের, কিন্তু তারদাম্য এমনমেন কোন খুঁই হাছে না। জীবনের শেষ মুহুর্তে শৌখিত সায়ত করণা ভিত্তা করতে ব্যক্তি নয় সে, জানা মনে মনে ওর দু'জনের প্রতি সম্মান না দেখিয়ে গলল না।

'হ্যাঁ মোহাম্মদ?'

'গোলাগুলি ওর হয়ে গানিয়ে যায় ও। আমি এখানে না এলে উইনস্ট্রার হাতে মারা পড়ত। এখন... মনে... হচ্ছে... লোকটাকে গুলি করার আগে... একটা সময় তোমার খরকা ছিল...'

ওকে খরতে দেবি করে ফেলল জান। গভীরে চেয়ার থেকে মেয়েতে পড়ে গেল ও। হ্যাঁ মুড়ে বসে টেলর মাথাটা কোলে তুলে নিল জান। 'পার্সনার ভাল মানুষ', আবছা করে বলল টেলর। 'ওকে বোঝো আমি তোমার পাশে ছিলাম। জাও যদি খণ কিছুটা-শোধ হয়।' চশমার পুরা কাচ ভ্রম করে জানার দিকে চোখ শিগিগট করে গেল ও, কিন্তু কলার প্রাণল চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

'আমি একে বলব তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছে', বলল জান।

ফিনফিনে ওরে বলল টেলর, 'মোহাম্মদকে... ছেড়ো না। উইনস্ট্রা ওনের পেছনে-একটা আত্মনা আছে ওর...'

জান হালকা টেলর জানার দিকে চেয়ে। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল মুখটা ওর, এক মুহুর্তে জাও মানুর থেকে বাশে পরিণত হলো সে।

ওর মাথাটা সন্তোষে মাটিতে নামিয়ে বেশে উঠে দাঁড়াল জান। কুমারো মু'হাত মুছে, উল্টো দিকের মোহাম্মদে নিশিমেব চেয়ে থাকল। 'একল বাকি দুইস একমাত্র মোহাম্মদ, কল মনে মনে, তারপর পাট চুকেই এই কেনেব। হঠাৎ টেলিয়ামটাও করা মনে পড়ে গেল। 'থেকেট থেকে বের করে দিচ্ছি খামটা। ফেলগিয়া লোনা।'

জিজ্ঞাস প্রতি-পটীকায় লুপ্টির জামায় টোটা গুলি কল মনে মনে মনিয়ে লুপ্টি আসলে হওয়া ওরদামের হারামে মেয়ে জুলি ওরদামেরে। গল্পনা করা সাম মেরী আমায়' খোলা দিচ্ছে। জি।

কেকটা হাতে মুড়ে লল খান্নাম জান। 'আজ্ঞা, মিনা ওর এই।'

টেলরের দিকে আড়েকবার টাইম ও, উইনস্ট্রা বীর পায়ে বেরিয়ে এল বাথলো হোটে।



বীটা কোথায়? উইনাল্ডা নেই, এখন আবার প্রকাশিত হয়ে যাওয়া কোথায় তার? নেলসনের ওখানে গায়ে এক ধারণা হলো রানি। বীটা অল্পাংশ অন্য কোথাও চলে গেছে পারে, কিন্তু নেলসনের ওখানে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। যোগেশ সামান্য তিন তিনজন লোককে গুলি চালায় মৃত্যু হলেও হয়তো, এটা নিশ্চয় রক্ষা পেয়েছে অস্ত্রের জন্যে। কাজেই এ অবস্থায় অপেক্ষিত আর কোন ধর বুদ্ধি প্রকাশের না এর মাধ্যম। হঠাৎ করে তার কাছেই অস্ত্রের গুলি আছে, যাতে চেনে ভাবলো। নেলসন ছাড়া এ ক্ষেত্রে আর কারও কথা মাথায় আনির কথা না এর।

নেইন বীটা কিং, একটা মূল গিয়ে ঢুকল রান। কেডারেল অফিসে কোন করে অফিস-পেয়ার নিচে কলী বহালীনের কথা জানান উপস্থিত। সে প্রসঙ্গ উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে কথা নিতে কোন কোরে নিল রান। তারপর একটা জারি ভেঙে ক্যান্ডিনোয় গেল। দু'জন পুলিশ লাহার নিশ্চল এঁরা, রান নৌতে স্থল বেয়ে উঠতে কড়া চোখে আপল ঢুক, তবে আটকাল না। এরা লোক চেনে। নেলসনের সতর্কতার বরদা মেখে হাসি চাপতে পারল না রান। বীটা হলি মাত্র কক্ষ হতে নেগেয়ে এ সময় তেতরে প্রবেশ করল। একটা মাত্র বাতি জ্বলত, এবং শার্ট-ব্রীচ পড়া দু'জন বিটবান ব্যাচ ধী ধী করছে হলটি। প্রত্যেক মুঠো জামি-পাট বিচারে দেয়ালে। রানকে দেখে চোখ বার চোখ তুলল ওরা।

'নেলসন আছে না?' অফিসের দিকে পা বাড়িয়ে গেল হুঁতে নিল রান। 'সাহেব-বাজ্ঞ এখন,' ওয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল বিটবানদের। কিন্তু রান এক ইটের দোড়ে হাবিয়ে নিয়ে, লরকা তোলা ঢুকে পেল কোরে। নেলসন, মিয়াডোভিচ ও নটিন দু'জনে ছিল হেঁচকি মিশে। একটা লোক-বিটম বোতল ও কটা পেলাস নীড়িয়ে ওদের সামনে, পুতলায় করছে ভিনাকি। মধ্য তুলে চাইল ওরা, মুখে চেতলায় চমকিত জাব, কিন্তু মাল্যকে দেখে ছিল নিল শরীরে। জে-কুকে চেয়ে ওই নেলসন। 'এটাকে কি করতে হবে?' পুতলায় করে উঠে ও। 'ল্যাটো আর পিগলে মারা পড়ছে, এরা দু'জন কেটে গেছে অস্ত্রের কপে নিয়ে। এই বিল্ডা রোনার সোয়ালনে উড়িয়ে দেয়াই শুন্য।'

নেলসনকে হোমোজা করায় মেজাজ সেই ঝড় জমার। হেঁচকি মুহুর্ত জেবে সহস্রটির লোকটার চোখে মেখে চাইল ও। 'হ্যাঁ কথা ছাড়ো, ইন্টারামি' অত ফটফট করছে কেন? যাবে কোথায় অত-পাট চোটা মুদ্রার হয়েই পলি? ল্যাটো আর পিগলে মারা গেছে, কিন্তু এমো কেটেছিল খাসে মরিনি আমি।' অস্ত্রের জালিয়ে নিয়ে আসিনি ওদের বাড়িতে? উইনাল্ডা মরেছে, উল্ল সওম ওয়েনে নেই, টাইসন নেই, ওতম ওয়েই মরার আরও হুঁসাতরান। জ্বর কি চলে তুমি?

কলুই আনিতক মরত কথা নেলসন। 'জি-জি' নিশ্চয়কৃতিক পদমে শৌর্য পি শৌর্য না ছাড়া এক।

মায়া বীকল তল। 'কাক-চণু তোমার ডাক দিল। আমি ওদের হাথু নিজেই হাতে করত চাই।'

'ও কাজের লোক,' বলে উঠল মিয়াডোভিচ। 'আমি আহি ওর সাথে।'

বোম্ব করে উঠে যায় জানাল নটিন। 'আমরা ভাবলে দেবি করছি কেন? বল রান। 'ইইবি জন-টা কোথায়?' 'নিয়ার বীচের কাছে একটা জয়েট।'

নেলসনের দিকে ফিরে নাড়াল রান। 'তোমাদের কাছে থাকি। কিং এনে কথা হবে তোমার সাথে।' এখানেই থেকো।'

অন্য দু'জনের উদ্দেশ্যে নিরুল ও। 'একজোড়া পাম্পসন নাও।'

চলে গেল নটিন। মিয়াডোভিচ বলল, 'আনিতক-ইনজান ওয়া' অস্ত্রের সুবটা লুটতে পারিনি ও।

মায়া লুটল রান। 'আমি একা থাকি। তোমরা পরে গিরে জজ্ঞাল মাল করবে।'

মিয়াডোভিচকে নিয়ে বৌরয়ে পড়ল রান। নটিন পাড়িতে রসে পাম্পসন সুটাব প্রাকশন পটীকা করাইল। মিয়াডোভিচ পাড়ি ছাড়লে বলল রান, 'তোমরা দু'জন ও সুটো প্রাচীর। বাইরে থাকবে তোমরা, পেলাডলির শপ শোনামার ভেতরে গিরে চোখের নামনে বা চোখের খসে করে মেবে। ফল আর কিছু পাবে না কলি পদার মতন, এখন থাকবে, বুকেই পেতেছ।'

'হেই একটা সাত কাটাখি হামোক,' মজুরা করল নটিন।

চুতাল হুটি করে লুটপাটতে চুটে চলেছে মত পাড়তি। গোটি আইল্যাত নিরুল করে চুতাল হুটিয়ে অবস্থান। রাত অনেক হয়েছে, কোন পাড়ি-জাড়ির মেনা ছিল না। পক্ষিগাজ দাবড়ায়ে যেন মিয়াডোভিচ, উড়ে চলেছে পাড়ি। 'হ্যাঁ! হুটিয়ে শৌর্যতে গতি কমিয়ে ভালে বোড় নিল ও। বাড়ি পিগলে শেষ মাল্য এনে, ফুটপাথ মেবে দাঁড় করাল পাড়ি। 'ওই যে, নিয়ার বীচের কোণায় চাইতি।'

পাড়ি থেকে নেমে ইটিতে লাল রান ব্যাচ বজায়র। কোটের নিচে পাম্পসন লুকিয়ে বাকি দু'জন অনুসন্ধান করছে।

'পেগননিকে ওর একটা আঙুলনা আছে,' বলল রান। 'জানতে তোমরা?'

'একটা হ্যারহাউজ আছে এটা জানি, হারতো ওটাই হবে,' বলল নটিন।

ঠিক হলে, জামালটা পটীকা করে দেখবে ওরা।

ইইবি জনের বার আঙ্গ-রাতের মতন কক্ষ হয়ে গেছে। আধানে কালো কাঠের ছোই একটা কাঠামোর মত, ধরা পড়ল ওটা। 'এই গুলি নিয়েই,' মৃদু করে বলল নটিন।

তোমরা মাজাও, আমি একটা টুকি মেবে আসি।' বলল রান।

অনি-পথটা ধরে পা বাড়াল ও, চারদিকে নিশ্চিন্ত অন্ধকার। কেমন একটা ভালমত গন্ধ নাকে আছবে, দীর্ঘমিন অব্যবহৃত স্থানে যেমনটা হয় প্রাক্তি। কানধানে ইটিয়ে ও, কোন গুলি-জুড়ি নেই, তবে কোন শব্দও হঠাৎ নিজে না। খলির দাবা একটা বুদে ছাড়াই। ভানে ফুট ইইবি জনের পেছনটার আনয়ত হাটকোনা, বহুতল ছানের একটা মেজলা বিলিঙ দেখতে পেল। ব্যাঙতক আনাপের পটুটিয়াত কালো একটা সিলুয়েট দেখি করছে ওটা। অস্ত্রের আনয়ত একটা দরজা ঘোরে পড়ল রানার, পেলায় চেষ্টা ফল ওই আনগোছে। বন্ধ।

শব্দবানের খাট



সহর এল, একটি আনন্দা নরকার এর। কোণ খুঁজে, লকিন মিলে পর কুজা নিহে  
এগোন। এমিফেও কোন আনন্দা মিলল না। পাহর বাকটায়, মেয়ান লাগে  
একটা লোহার ঘোটা পাইল এগনের ঠাঁয়রে মিশে গেছে আনন্দার কল কল।  
ছাদে ওঠা গিরে এটি কেহে আনন্দা কল কল।

সুইড ও নিরোডে গান্ধী-মুখ্য আশঙ্কনগর স্বর্গীনের কাছে ফিরে এল হান।  
‘সামান্যি চন্দ্রাভি, কল্ল-এ।’ একদাশ্রম লজ্জা ওয়াস। তোমাদের কাজ হচ্ছে  
বাইরে গিয়ে থাকা এবং পূর্বা বেলুনো মাক নোশিন চালু করা। যখন, আর কিছু  
করতে হবে না। কখন সাধনান, ধরা পড়ে যোবে না, ওম্-বাণী মেয়ে গনি  
করাইটি তোমাদের দায়িত্ব।’

ନୀଳ ଚମଡ଼େ ଘୋଡ଼ା ମେଲି ହାଲୁକା ବିଲ୍ବାଦତାଳି ।

“আমি ছাশে উঠে ওদেরকে ছোঁমাগের কাছে পাঠায়” কাল রান্না। “কোন  
কলিক নাম এখা কাছিসি লতা কলৌই লটিকান লেবে। আমায় গন্যে তারতে ছবে  
মা।”

সমাজীকি মৌল করে সমাজি জনান। হানা এবার খায়াব বর্জনা মিল  
বিস্তিহোর উচ্চকম। জনানার পাইপত্য শরীরের ভার চাপানোর আগে প্রবন করন  
কতখানি মজবুত। এবার পাইপটি জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠতে শুরু করন হানা।  
মাথানি ব্যানানট্রিজের ওপর রেজনার কলে জামের মাথানামে চৌকো একটি  
প্রাইলাইট লগ করন, আঁচনা বেরোয়ে এটিতে ভেতর দিয়ে।

শুধু সরাসরীভাবে পা দেখাতে হবে। সামান্যতম শঙ্ক করে ফেললে নিজেই কেউ না কেউ পান ফেলবে। ঘাসে পা রাখার আগে ব্যালান্সট্রেনের পাশ থেকে যেই দিকে নিয়ে চোখ রাখল ও। লজ্জ করল বিরাডোচিত ও নলি কাম্বোজপত্রের সঙ্গে তার ঠিক উল্টোদিকে লম্বা একটা গর্তের মাথা ওর পেতে রয়েছে। কলকে দেখে হাত লাড়ল ওরা। পাল্টা সাক্ষা দিয়ে, ব্যালান্সট্রেন থেকে আকস্মিক পায়ে হানে সেমে পড়ল ও।

জান হায়ে উম্মত গিফত, হকি হকি কদর আইনাইটি-এ এর কোফার সোকা  
জামাতাটির জিহ্বা-এ গায়েবু নানা। সমস্ত বেশি নাগরিক অসীমতম শব্দ মন  
ও। হাটটি মাথার পেছনে তৈল মিয়ে নিচে ফরাসি নিচে ইকাল তান। হোয়াস  
আছে ওখানে। আছে রিফন এ অচেনা এগলন। সানার হু-মুন্নি মায়  
সোজফলা। চিলেকাঠার মত নিচু হাল কানরাডেম, এবং ওমেগাও-গায়েবু কয়ে  
মোশে রনি এডটিই কনকে শেইখ কলিকা প্রবেশি-হাল।

বিহানায় জয়ে ডিউস সিগারেট খুঁজে বোঝান। দেখানে ভাষা যেনে,  
চোখো বসে সিগারেট খিঁকন। হুজীকন মেঝোতে পড়ে গড়ে খুমোকে। তার  
মাক ডাকার শব্দ স্পষ্ট শুনাতে পায়ে কান।

[illegible]

স্বদেশের বিকশিত শিল্প তুলে আনতে হবে। স্বদেশীয় পণ্যের গুণা মান। দু'শাখের

[illegible]

নিম্নলিখিত গল্পে ছিল বিদ্যানাথ বোহাণ, এই জন্মভাবিক সার্থকের শব্দে তাঁরকে তাঁর মূখ থেকে কোথায় ছিটিক দিলে দিলে সিগারেটটি। প্রেমজন্যেই নিজের উদ্দেশ্যে হাত বাড়ান মেয়ের ঘুমের পোকাটি। মোচাক এতই হতবিস্ময়ে হাত বাড়ান যে প্রতিটি পক্ষি তারই মিল মূল্যবোধে। ঘুমের সোপানে না থাকলে মোচের ফেনাফোঁস নিজের ইচ্ছা করেই না নে। ওই দু'দশমের ঠিক মধ্যখানে প্রসিদ্ধি করেছে বানা।

ବିଜ୍ଞାନ-ମୁକ୍ତି-ବାନ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ : କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୀତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ  
ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆଗରେ ରଖି

‘आमि कानाकई भुमरि’ कस्त उवा । धिकि धिकि प्रडिनासैर बावन  
कान्हाई तई मोर ।

[illegible]

জ্যোৎস্নাও অন্ধকার উঠল রান্না। "একে তাকে ছিলান হাতানাদের বাগে  
পেড়ে। এমন কতকাল গভীর নিদ্রিতে দেয়া হবে পাওনা। যা করার তোমরা  
নিজেচাই কর।" কহবে। দু'জনের মাঝে একটা মুহূর্ত হাত হাতোমোমের। ইম জিহবে  
এখন খেবে চলে মাথার মূগোণ পাবে সে। তার চুলের ভাগাও স্পর্শ কনকর মা।  
হঠাৎ জানিও কনকর কনকর একটা কনকর আবে আমায়। কি, রাজিহ নাকি  
মুঠেই এক সাথে মরতে চলে আমায় হাতের।

হঠাৎ চিন্তা পাড়ল রিক্সানের আড়ষ্ট শরীরে। 'ওকে মেরে ফেললেই তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে।' বিশ্বাস করতে পারছেন না ?

সমস্যাগুলি নিয়ে সেটে খেলা শুরু হোক। 'নিয়ম' দিন, চিন্তাও নিল সে।  
 'আমি না কোনোও বস' এর কথা জানে না তুমি।

‘প্রাণে।’ হাত তুলে মেয়েদের দিকে মুখ করে নীড়াত। ‘স্নানও মাচেসলা  
নির্বিশ।’

এই কুচকে তাইল এর নিকে রিমন, কিন্তু রানা নিজের উত্তরে পিতৃহারা  
মজেরে ব্যক্তি মারতে অন্ধরে অন্ধরে আদেশ পালন করল ও। এগিয়ে এসে  
রিমনের যিশ পকেট থেকে পিঙ্ক বের করে নিয়ে পিছে মারে গেল রানা। 'শেওরে  
না, কেননা।' কুর করে বলল ও। অতঃপর রোহাসের কাঁধে চলে এল, একে শাস্তি  
কনার ধরে টেনে নামান রিমনা থেকে। কুচিত অপ্রাণীতে জানা গেল কোন অস্ত্র  
বলন করছে না লোকটা।

आचार्य विभार, अन्तर्गत कार्य, ईश्वरी शिष्टाचारम अन्तर्गत विषय (अन्तर्गत विषय)  
इन्तर्गत विषय (अन्तर्गत विषय) + आचार्य शिष्टाचारम

[illegible]

শ্যামলেন্দ্র গীতি ২২৭



এর চোখে, পায়ে পায়ে ডান্ডা করতে রোমানিকে; সে বিচারে অসম্মতের নয় ত্রুণাণ্ডত দাটাবে পুকে খাচ্ছে এবং শাপ-শাশাণ্ড করতে নিমকহারান সম্মিচারীটির উল্লেখ। কিন্তু হাত কপাল, কানরাটি কলর সেতার, বহন আখটি শুধু নয়। আয়তন্য অকল্প বহন হেতুহুতুতে আকুলতা ঢালান বিহীন, কোমল হোলে ধরন হুতপূর মনিকের। ত্যারী আউনদ করে উঠল রোমান, শব্দানো মুখে নিরে বিহনের মাথা লগ্ন্য করে কিল হমরে চলেছে, এখা হুসিট করে হাড়া পেয়ে চাটছে। তদিকে, রোমানের পাঁজরে-মুদামুদ ছসি ঢালারে লাগল বিহন, পট্টই করে কেলেদে বেল বুঝা। মরমা দুপে বেড়াচ্ছে ওরা, একে অন্যকে মাথের মাঝিণ্ডি করছে, এখানসময় হুতং করে মানুষের পেছালি দেখে নেও বিহনকে কুকে নিয়ে হৌচট পেয়ে গড়ে গেল রেহাস। কোরে এর মাঝিটী কুকে নিরে লাগল বিহন। বাসার চুক দিগে দিগিটী বীকের দালি হাসল য। 'শুচেটিক এবার আর নিগের নেই।' দীপারে দীপারে ওল।

কিন্তু পাশাপাশি ছক উল্টে ঘোরে সেটা হলো না। বরোহাস এক ফাঁকে বিজ্ঞানের দু'চোখ লক্ষ্য করে আতুল চানিয়ে দিল। বুকফাটা আতঁনামের পর কোশানো গোষ্ঠানি বেরিয়ে এল বিজ্ঞানের গলা দিয়ে। পড়িয়ে পড়ে সেল ও বরোহাসের বুক থেকে। এর হাতে চোখ চাপা দিয়ে অন্য হাতে বাতাসে বর্মটি-মরহে, অসিট না সেন্দেয়ে খড়ের এনিক বেনিক। হারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল বরোহাস, মাথা ঝুঁকি নিয়ে, বিজ্ঞানের শাল কাটিয়ে বাতাসের জানে অপেক্ষা করছে মাফক। সেই সাথে সেল বিজ্ঞানকে, অমনি ফেঁটা দিল লাং মেরে। তমকি খোয়ে পড়ে তরই ঝিল বিজ্ঞান কোশানো আর না পাশেই ফেলি বাতাস মত।

মানার অস্তিত্ব কলেই গিয়েছিল সেন কোহাস। তার সমস্ত মানবোপায় বিফল হবার ফলস্বরূপ। লোকটার পিঠে বসে বসে, নুপায়ে কোমরের কাছটুকুতে ধরে, নাল নাল আঙুল দিয়ে নাকালী টাইলসে চাপে দরদর প্লাসি। গরুরাশির শব্দ কানে, কড়নালী থেকে ব্রোহালের হাত সরাসরি হাত কানে গিয়েছিল। হিম্মিট করা হ ও, পা টুটছে। গোষ্ঠামির শব্দ বেতোয়ে ওর শলা দিয়ে। শেষবারের মত অটপটিয়ে উঠে হাত অসহ্য হয়ে গেল। কোহাস আরও কিছুক্ষণ ওর শলা টিপে ধরে রইল। এবার আঁধার ঘিরে লিখে হলো ও। লাল শব্দীর কীপায়ে।

লেখাছেন হেমান দিত্ত মন্ডিত্ত ছিল বালা, মোহনকে কলার কলার গিলা  
দিত্ত। 'কুমি কাগালার' বলা ৬। 'প্রকৃতি আশ্রয় হোথের মাঝে' খেত নর ৬৩।  
কই-দাও-গা--

[illegible]

कठिनाई का नाम होता है कि वह अपने स्वयं के लिए नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के लिए सोचता है।

গাড়ির এঞ্জিন চালু হলো। নিয়ন্ত্রিতভাবে আর মটর করে সাবান করে গায়ে লাড়িয়ে।  
বাক ঘুরে বোয়ানকে দেখতে গেল বান। মনটা পরিতপ্ত ওর। সন্মোহের  
লেশমাত্র নেই ওরা দু'জন সূচকভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছে, কিন্তু তবু মিষ্টের  
চোখে দেখে নিশ্চিত হতে লাগে ও। হ্যা, কোন চমক অপেক্ষা করছিল না ওর  
জানো। কর্তৃত্বপরতার অনকন্যায় দুই'র রেখে গেছে ওরা।  
তাপ্তর থেকে একত্বের জুড়ে বাতাস প্রমি। মাথায় খেলবে ওর মানান চিত্র,  
এবার ঘুরে লাড়িয়ে বিবর্তিত পথ মরল।

বাসা খরে তুকে মেখে মোর ভাবের পাঁচহরি করছে নেপসন। 'খট্টা বিদ্যুৎ'  
হানাবে মেখে প্রভু ফিরল লোকটি।

কিন্তু মনে হয় যে এটি একটি অসম্পূর্ণ তথ্য।

कामादेन मृतं भूयः मितं दत्तमिति । "मदवदह" मृदुतेति । "स्निग्धमदवदह" मां दत्तम् ।  
 "श्रीति दत्तवदह" शान्तिं दत्तम् अर्थमिति ।

‘এটি একমুখী’ নামে প্রসিদ্ধ একটি মেঘের নাম। কলকাতার জাফল, বরগুনা

নীতিম

আত্মক ইশারা করল নেলসন। 'এ অপরে আছে। ওকে খোঁজিয়ে না, রানা।  
এ এখন আমার বিজ্ঞান।'

ਇਸ਼ਾ ਨਾਨਾਭਾ ਕੁਮਲ ਦੇਵਗਨੇਸ਼ ਮੂਰਥੇ ਦੇਵਗਨੇਸ਼। 'ਤੇਨ ਧਾਮਿ ਸੁਧਾਰ,' ਕਲਮ।

সেইসঙ্গে লেখক রচনা মিলে রান্না, ফিটে দেড়াল জটান। মতামত মিলে

বাহ্যিকো বস্তু, হঠাৎকার ছবি মাথোঁ দিলা করে আসি, এখানে এসে পাঁচালি পাড়ার  
 বকলি মানে সেই ।

মাথা নাড়ল সু'পাংশ নেলয়ন। 'এক মাথে নেখা হবে না,' বলল ও। 'আরোই  
কোন দিকি কেশি নাড়াবাড়ি ফল কিছু আসে হবে না।'

‘আত্মা’র রূপ, তার দেখা কলহান না এর সাথে। কিন্তু একটু পর যখন  
জীবিত প্রকৃতির জর মানব এতানটা এবং আত্মার পরোয়ানা এনে দানে প্রকাশিত

লক্ষী সোনা বউটির জন্যে, 'হখন! হখন কি করবো'  
'কবে জীবনান্তের মত কিছুই নেই তোমার হাতে।'

‘হ্যাঁ, তা নেই। আছে শুধু শূন্যের অভিযোগ। নেটী অরশা তোমাদের মা’

গোমা হাত মুটে নোকাশনের পরস্পরবধ হয়ে গেছে, ফোকা মুজাম সবজার

[illegible]

মুখ্য স্বাস্থ্যের সমস্যা নেই। বয়স ৬৫ বছর এখন বেশী হলে, তার নড়াচড়া ফেললে একদমই হলেই হোক, গরমের কঠিনতা আসি।

—**पुष्पाङ्गनामः** श्रीगणेशाय नमः



হেঁচকি ল্যাটম্পের আলোয় হুটহুট করছে মেলসনের ঘুম। 'তান' দিকের প্রথম দরজাটা।

'এখনি আসছি আমি,' কলম বানা। 'বলে থাকো।' দরজা খেজিয়ে নিল ও পেছনে।

এপরে উঠে, তানের প্রথম দরজাটির হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল বানা। আঁতকে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করল রীতি। মুখটা তার লাল হয়ে গেছে, ইংরেজী 'ও' অক্ষর খসল করেমে তেঁটি মুঠি।

দরজাটা লাগিয়ে ওতে বেলান দিল বানা। 'ভয় পেয়ো না,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'আমি নিরীহ ব্যক্তি। একজন। তোমার সাথে দু'একটা কথা বলছি চলে যাব।'

চেয়ারে বসে পড়ল আশার রীতি। 'এখন না,' কঠিন সুরে বলল ও। 'অনেক রাত হয়ে গেছে—আমি এখন ঘুমের খুব ক্রান্ত... তবু বলে দিচ্ছিলাম বাড়িকে মেনে ওপরে আসতে না দেয়।'

রীতির মুখেমুখি একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসল বানা। হ্যাঁটিয়া মাথার পেছনে সরিয়ে এগার মাসসরি নেয়েটা চোখে চোখে ছাইল।

'কোরোও! ধেরোও এখান থেকে! আমি প্রেমিক নই কেমন—'

'চোপ!' একটা মাত্র শব্দ উঠল বানা। 'কথা আগে আমি বলছি, তবে যাও তুমি। তারপর তুমি ফিরে, আমি ফের।'

রীতি চেয়ার থেকে উঠে দরজার নিকে বঙা মিটে, হাত বাড়িয়ে ওর কটা হেঁচপে ধরল বানা, একটানে ঘুরিয়ে দিল নিজের নিকে। বাঁধিনীত মহা ধারার স্রবের ধারা চালাল ঘুরতি। বানা হাতটা ধরে ফেলল, রীতির মুঠি কড়া বন্দী করল এক হাতে এবং অপর হাতে তাস করে একটা চড় কমাল ওর গালে। চাপ খাটুলেব মাশ ফসী পালতায় বসে যেতে কাঁচের উঠল রীতি।

বানা এগার ওর কড়া ছেড়ে নিয়ে কক্ষরাধে ফেনে সক্রিয় দিল, যাও, বলো ওখানে, ঘুম বহু।

দু'শব্দটি মা করে, গিয়ে বসে পড়ল রীতি, হাত বুলাতে লাগে। 'এর জন্যে পঙ্কজে হবে তোমাকে।'

কায় করে কপিয়ে উঠল চেয়ারটা বানা আরম্ভ করে বসতে। 'এটা তোমার কই জ্ঞান,' বলল ও। 'আরেকটা ছোট গল্প শুনো, তারপর দেখা হবে কে পঙ্কজ।'

মুঠো পালিয়ে দু'ইয়ারেই কিল মারল রীতি। 'খামো। কি কথা? তুমি জানা আছে, বলতে চাই না আমি।'

ওর কথাই আমল দিল না বানা। আমলজান ব্যাড়া প্রেমের জীবনে তার কেউ ছিল না। বোহাস ওকে খুন করার মনিসাটা বড় হয়ে আর তোমারি। কোন নিতুনকই অর্থ নেয়ারক, কোন দাঁড়ি, কোনো ইচ্ছা-বাক্যের একমাত্র উল্লেখ ছিল বোহাসকে একমাত্র 'ও'। 'কই কপিয়ে।'

দু'হাতে সব ঢেকে শিঁকি উঠল ও, হাতের কল 'হ্যাঁ।'

'কুপী পই ত্রিমে তুমি আর উইনকু নই ইচ্ছা নাও। আমলানের দিক

অল্প কদিনের জন্যেও সব করা সম্ভব ছিল না তোমার পক্ষে, এতই ভালবেসে ফেনেছিল ওকে। ওরও একই দশা, কলে মিট ইয়াকে তোমার পিছন পিছন চলে যায় সে, উইনকুর অনুপস্থিতিতে দেখা করে তোমার সাথে। বোহাস দু'জন কিউবান খুনিকে পাঠিয়ে দেয়, ওর পিছে একই কালের হাতে ধরা পড়ে বোহাস। লতা তো?'

'বোহাস এসেছিল ওয়া,' বলল রীতি। 'ওর অতিবাহিতীম ওর, নিরুত্তর।' 'একজন আমায় খুন ছোপে যবে অন্যজন ওর জন্যে মার করে দেয়। ওরা কলে আমলজান বাবা নিলে ওরা খুন করে ফেললে আমাকে, তাই কলে আমলজান এখন কিন্তু বাবা দেয়নি—লোকটা গল্প জুবাই করে দেয় ওকে। ওহ, যদি যদি দেখতে কোয়ার কোয়ার কী ব্যস্ততা, কী তীতি ফুটে উঠেছিল তখন। কিন্তু ভালবাসাকে কারো জীবন নিতেও কার্যকর করেনি ও। কিছুই করতে পারিনি আমি, আমার কোথের সামনে ওরা আমার ভালবাসাকে ছুঁতে চানিয়ে ওয়া করল, আর চেয়ে চেয়ে তাই সব করতে হলো আমাকে—' কায়র চেতে পড়ল রীতি। 'একটা পরে কিছুটা সামলে নিয়ে ওল, 'ইখনই প্রতিজ্ঞা করি, তোমাকে আমি ছাড়ব না। আমার জীবনে প্রতিজ্ঞারের ভালবাসা ওই একবারই এসেছে। ওই একবারের কাছেই শিরোচিহ্ন ভালবাসা কি, আর কাউকে কখনও ওর মত ভালবাসাকেও পারিনি। টাক ছিল না, কিন্তু খাটি একটা তল ছিল মানুষটির। তখনই শপথ করি সেই মানুষটাকে ঘরা খুন করল আমি বোহে থাকতে তাদের বজা নেই, কলেহতে সবদিক নিয়ে চুমোর করে দেয়ার পর আমার শান্তি।'

হাই ফেলল বানা। পরিচালিত বোধ করছে। রীতির সাদৃশ্য এতটুকু স্পর্শ করতে পারিনি ওকে। 'তুমি লোক সুখিদের নও,' বলল। 'তোমার জন্যে কোন ফালসা হচ্ছে না আমার, অল্প সাধা জীবন খালি নিজেরটাই কেবল তুমি। ভাল নেয়ে হলে অন্য কোনভাবে বসলো নিতে পারতে তুমি, হাতে যদিওবা নিজের স্বত্তি হয় হোক, কিন্তু কি করলে তুমি? আবাম-আয়েশ ত্যাগ করতে না বলে নানা কল্ম-জিকির এঁটে হাতে রাখলে উইনকাকে এবং নেকড়েদের মুখে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলে বোহাসকে।'

ফোপাতে লাগল রীতি।

কথার সুতো ধরল বানা। 'এসব বুল গটতে তখন উইনকুরা বুজে গেল আরেকটা বেলার সাধী। উইনকুরাও মোহরমিতে লগল চাইতে কম যায় না। জুলি ম্যাগনার নামে এক মেয়ের সাথে পরিচয় হত তার, হুজতো কোন পাটি-ফাটিতে। মেয়েটাকে মনে ধরে তার, এবং তাকে পড়িয়ে পড়িয়ে নিজে বায় নিজের বাড়িতে। তুমি তখন নেই সেখানে। ফাঁকা বাসা পেয়ে উইনকুরা কপড় খুলতে বসে মেয়েটাকে। কি ঘটলে তারপর আমলজান করা যায়। মেয়েটা রাজি না হওয়াতে তখন খটতে বসে তাকে। পিঠের খাঁড়ফালনা তখনই পড়ে, তিন কিনা।'

ফেনেফেনে রীতি।

কথার পর কথারক বস ফেনেছিলে খুন করে বসে উইনকুর। আমলজানের হত্যাকাণ্ডের শব্দ তুমি বাড়ি ফিরে মেয়ে উইনকুরা একটা লগল আগল বসে শয়তানের ঘাস।



কাছে, 'ঘটনা তো এমনই ঘটেছিল, ঠিক না?'

'হ্যাঁ।' কন্মালে চোখ মুখে চেঁচিয়ে কান্দে-পিছে দৌল খেতে লাগল রীতি।

'দেখলে জুলির পরীরে বিশী কালসিঁটি ফেলে দিয়েছে উইনাস্তা। নাও, শুক করো, এবার ত্রোমার খাশ।' কি করলে খাশপর?

'সবই তো জানো। আমাকে আর জিজ্ঞেস করা কেন?'

'কিন্তু আমার কাছে গেছিল কেন?'

'তোমাদের রানা এজেন্সীর প্রশংসা অনেক শুনেছি। টনিকে বাঁচিয়ে রেডসারকে চাঁসানোর একটা সুযোগ পেয়ে আবলাম সেটা কাজে লাগানো উচিত। জানতাম তুমি দুঃসাহসী, বেপারোয়া ধরনের লোক, কিছু একটা শুক করলে তার শেষ না দেখে ছাড়ো না। বিশেষ করে নিজে বাঙালী বলে তেরো বাঙালীর কথা শুনলে অসহ্য হয়ে উঠবে।' 'তবে আমজানের হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি পাবে আর আমার জালাও জড়াবে। তাই পরচুলা পরে ছদ্মবেশ নিয়ে তোমার অফিসে খাই।' আমি ভেবেছিলাম যদি—

'মেয়ী রেটিন নাম নিয়ে আমার কাছে যাও তুমি। বন্ধো তোমার বোনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তুমি ভেবেছিলে যেসটা আমি হাতে নিলে কেঁচো খুঁজলে রোহাস একসময় না একসময় ঘেরিয়েই আসবে। সেজন্যেই বাঙালীদের প্রশংসা তোলো তুমি। প্রায়ই অবৈধ বাংলাদেশীরা পরা পড়ছে, মারা পড়ছে ড্রাগন বিক্রি করতে গিয়ে। এবং তাদের চোরাই পথে বাহামা থেকে আমেরিকার ত্রোজিয়ায় ঢেকাছে রোহাস।' তাই উইনাস্তার সাথে মিলি করে জুলির মুঠসেমটা হাও-প-নাগানিহীন জবজ্বায় এমন এক জায়গায় বোম্বের ব্যবস্থা করা যাতে ওটা খুঁজে পাই আমি, এবং ভাবতে বাধ্য হই ওটা হত্যাকাণ্ডি মেয়ী রেটিনের লাল। মেয়ীর ঘোহুত ফোন অস্তিত্বই নেই, কাজেই একজন অস্তিত্বহীন মানুষকে খুন করার নামে বিচার হতে পারে না উইনাস্তার। সেজন্যে মেয়ী ও মুঠসেমটার মধ্যে একটা অহিডেশিটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো তুমি। উইনাস্তাকে দিয়ে জুয়া লাগ আঁকিয়ে নাও তুমি নিজের নিজে, এবং আমার কাছে বন্ধো আটাই এমন ও ফোন করে বন্ধো তুমি পাগল, তোমাকে আটকে রাখতে। তোমার বিপদ সম্পর্কে আমার বিপদ জন্মতে কাপড় খোলায় দরকার ছিল। সেজন্যেই ফোনটা ক্রান্তে তুমি উইনাস্তাকে দিয়ে এবং ওই চুতোর কাপড় খুলে পিঠের নির্যাতনের চিহ্নগুলো দেখিয়ে নাও। লাগগুলো হত্যাবৃত্তি প্রত্যাহিত করে আমাকে। প্রাণে তোমাদের গৌজমিল ছিল, কোটে কখনোই ঠিকত না ভী, কিন্তু হাতের ভাল হিকমত ফেলতে পারলে হরাতো পাঁচ ফেনে নিয়ে পারতে ঘটনাটার ওপর। কিন্তু সমস্তটা কাঁচিয়ে দিল উইনাস্তা।

'লাশটা কিরো টিকরো করে বাঁচি ফেলে সরাতে ছাও ও। ছত পিগিরি সম্ভব হত্যার গারিজেখিটি কখনোই নিজ মিলিত করেই তার আমাকে, ওইলে লাশটা অধিকৃত হত্যার পর প্রত্যাহা পরীক্ষায় প্রত্যাহা তার মৃত্যু মেয়ী তুমি নত অন্য কেউ, তরল ভাষনে বৃত্তার পরমাণি মিলি নাও বন্ধো, আমার সঙ্গে দেখা করছি তোমার নতুন কলকী হয়ে পড়ে, কলকী আমাকে সু-কেন্দ্রনের জন্যে আঁকিয়ে রাখছি, যাতে ফল সাজাতে পেরে সময় লাগ উইনাস্তা।' আমাকে আঁকিয়ে

রাখতে চাওয়ার কারণটিও খুব সে-ই। একজন বিপদাপা মজেন আমার সঙ্গে দেখা করল, তারপর হঠাৎ কথা নেই বাঁচি 'নেই হাওয়া হয়ে গেল সিঁটি হাওনে হাওকে। আমার অফিসে আমজানের লাল কোঁধে আসা বলে। তুমি অবশ্য এটা জানতে না, বুজিটা উইনাস্তার। পুলিশকে টিপে দেয় ও, ফোন জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আঁকি করা হয় আমাকে। হাড়া পাড়াবিরপর যাতে আঁকিয়া করি আমার ঘোহনের লাল। মানে ভিকিটা এরকম, আমাকে পূর্ণ খুঁজে সরিয়ে কেউ খুন করতে আমার অনমায় মজেনকে।' 'তবে মৃত্যুর বনাকি ছিল তবে। কিন্তু উল্লেখ্য সকল হরনি উইনাস্তার, পুলিশ আমার অফিসে লাল খুঁজে পাবনি। মারক কিউলানগুলো কোথায় থাকে এক বছর মাগ্যনে ছেঁক করে নিয়ে সেখানে বাই আমি একা জুলির লাল পাচিয়েই সময় হাচেনায়ে ধরি ওদের। একাধেই ভক্তনটি পামিয়ে তার উইনাস্তার প্রাণ। ঘটনা তো এটাই, 'হাই না?'

নিজেকে মতন বলে আছে চেঁচিয়ে রীতি। 'হ্যাঁ, তাই, পাগলামি বুজি ছিল মী, কিন্তু তুমি মাথা ওরন এমনই মোলা হয়ে গেছে আমি যা বলেছি তাই কথিয়ে। প্রাণ পরিকল্পনা করার মত অপেক্ষ সময় পাইনি আমি, কিন্তু মনে হয়েছিল এভাবে হরাতো শায়েয়া করতে পারব বোহানকে। ছিল হাজতে ভনার কনাই আমি তুমি পরকট খেতে। তার থেকে কিছু নিই তোমাকে, কেবল সে ফলো করা তুমি। প্রত্যাহনীয় স্তর দিয়ে চিঠিটা আমিই জাল করোছিলাম। তোমার সেজেতাকি আমাকে হাওনে নিয়ে যাওয়ার পর মেয়ী রেটিনকে ধুকতে না গালিয়েও উপায় ছিল না। মেয়ী রেটিনের উক্তিহাস দেখানোই শেষ। এরপর মিলি মাথে কী ওয়েন্টে ফিরে গিয়ে তোমার আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিউলান দুটোকে মিলি নিমেশ নিরোছিল লাশটা আর কাপড়চোপড়গুলো একটা দিগে করে প্রাচ সেট্রানে ফেলে আসতে। তোমাকে টিপে দেয়ার ইচ্ছে ছিল আমাদের, ওগুলো যেন খুঁজে পাও। কাজটা তুমিই ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি, কিন্তু ও সব প্রকলটি করে ছাড়।

চেঁচিয়ে আখশোয়া হয়ে মনে ছানের নিকে একমুঠে চেঁচিয়ে রয়েছে রানা। 'হেশি পাঁচ করে ফেলেরিলে, বন্ধো ও।' 'সিধে আমার কাছে এসে বোহাসের মুনকী কারবারের কথা কলনই হত, জেল আসতাম আমি। বাঙালীদের নিয়ে ও না করেই নিজের গরজেই ছিয়ারিত করে নিয়ে যেতাম শয়তানটাকে।'

হাড়া হয়ে উঠে বন্ধো রীতি। 'তবে মনে হচ্ছে মারতে বনামশা?' অপরিচীত আখ্যে এর কণ্ঠে।

ভা দিকে চাইল রানা। 'হ্যাঁ' বন্ধো। 'তুমি বড় জালাবতী।' কিতাবে জানি গাধা লোকগুলো জুটে যায় তোমার নোহরা কাজগুলো করে দেয়ার জন্যে। মারক, কখন শত্রু ছিল ও আমাদের। কাচি নিপাত গেছে এটাই বড় কথা।'

মিহ কম্পিত একটা শব্দ ত্রিল রীতি। 'কিন্তু কলার জানো ও মূণ খুঁজতে বাধ্য হলাম।' 'বুজো প্রত্যাহারের কেহকে যে খুন করেছে সে তোলাই কখন।' 'তুমি একজন আমার জায়েতি। জুলির বাপকলী পুলিশ সাজিয়ে। উইনাস্তার জালা তরল করে ফেলতে ওর।' 'হরাতো তোমার লালি জাল আঁকিয়ে সেই সাথে, তারে আমি ওদের আগ বাড়িয়ে কিছু করতে বাচ্ছি না।' আমার লালি খুঁজিয়ে। 'দলদলের পরা শয়তানের মীতি



যদি আমার কানে পড়তে পারো তুমি, তবে যেহেতু পারো অন্য কোথাও। কি করতে  
নে তোমাদের ব্যাপার। আমার এতে কিছু এসে যায় না। দেশে ফিরতে পারলে  
বাঁচি আমি। তবে হাওয়ার আশে একটি পরামর্শ নিয়ে দাঁড়াই, পারলে ভাল হয়ে  
যেয়ো।

৪২১ মাঝামাঝি রান্না, পা বাড়ান সবজির নিকে। একবারও পেছন ফিরে না  
ভাবিয়ে বেরিয়ে গেল ফর ছেড়ে।

হলে মাঝিয়ে ছিল নেলসন, প্রণব গানে চেয়ে, রান্নাকে নেমে আসতে  
দেখিয়ে নিভি দিয়ে। রান্না দুইফোপ করল না লোকটার নিকে। রান্নাও বেরিয়ে  
এলে বুক ভরে খান টানল ও, নাকটা চিড়িত ভক্তিতে একবার টেনে, হনহন করে  
ভাঁটি মিল খান আমেরিকান এয়ারপোর্টের উল্লসে।

এয়ারপোর্টের টেলিফোন রুম থেকে এফ.বি.আইয়ের অফিসে ফোন করল  
রানা। একটু পরে হপকিন্স এল দাঁড়িয়ে।

‘করি শেষে কন্সি বাঙালীনের উদ্ধার করা হয়েছে, মোস্তা?’ জিজ্ঞেস করল  
রানা।

‘সেই কন্সি?’ বলল হপকিন্স। ‘মোট ত্রিশটি জন।’

‘তুমি আমার অনেক উপকার করলে, ভাই,’ বলল রানা। ‘কলী করে নিলে  
আমাকে।’

‘আরে পুর, এটাই তো আমাদের কাজ,’ শপথবাক্যে উত্তরে দিয়ে বলল  
হপকিন্স। ‘আর তুমিও কি আমাদের খন উপকার করেছ। ওয়ারমাইন্ডের  
খনিয়াসি জামতে গেরেছি আমরা। এফ.বি.আই এখন গিল্পিগ করছে তোমাকে।’

‘তোমাকে আরেকটা অনুরোধ করছি, মোস্তা,’ বলল রানা। ‘বেলির  
বাঙালীদের উদ্ধার করলে এরা অবৈধ হলেও এদের এই দুর্বৃত্ত্যে জেনে কিছু  
কয়েকজন আমেরিকানই দাঁড়াই। কাজেই, ওদের প্রতি সন্দেহ বাড়িয়ে তদা তদে  
সেটাই আশা করব আমি।’

‘তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো,’ আশ্বাস দিল হপকিন্স। ‘কিন্তু আইন এখন  
অবৈধ অভিবাসীদের ব্যাপারে কি নিশ্চিত নেবে সেটা জানেই ব্যাপার। আমার  
এতে কোন হাত নেই।’

‘সে হারজা আমি করব,’ বলল রানা। ‘প্রয়োজনে ভাল ইন্টিলি জেনারেল, প্যাসে  
বরক করতে সাপত্তি নেই আমার।’

আরও দু-চার কথা বলে ফোন রেখে দিল রানা। ভিটে-মাটি বিক্রি করে  
খেসেব বাঙালী আমেরিকায় এসে ত্রেতাংয়ের ও উইন্যাচার প্রত্যক্ষার শিকার  
হয়েছে তাদের বাতে খানিহাতে ফিরতে না হয় নেজনে সবাতক চেপ্টা করলে  
ও। প্রয়োজনে এদের গ্রীলকোর্ডের বারজা করে দেয়ার টেনে ‘আডমিরাল জর্জ  
হ্যামিলটনের মার্কিন সারকারের উন্নত পদবী তারও জ্ঞানো কর্মকর্তাদেরও করবে  
লে।

একটা আশপাতত পিও ইনক, বাজার বাজার কিনে একটা কবজা করেই সোকা  
রান্নাও করবে হেলে রানা।